# বার্ষিক প্রতিবেদন

# ২০২৪-২০২৫

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর**

**কৃষি মন্ত্রণালয়**

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ**

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি | ১২-১৩ |
| ০২. | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) | ১৪-২১ |
| ০৩. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো | ২২ |
| ০৪. | অধিদপ্তরের প্রধানগণের নামের তালিকা | ২৩-২৪ |
| ০৫. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ | ২৫-৩১ |
| ০৬. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ | ৩১-৩৬ |
| ০৭. | কৃষিপণ্য বিপণনে অধিদপ্তরের অনুসরণীয় কার্যক্রম | ৩৭ |
| ০৮. | সদর দপ্তরের কার্যক্রম | ৩৮-৯৩ |
| ০৯. | বাজার সংযোগ শাখা | ৩৮-৪১ |
| ১০. | সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন শাখা | ৪১-৪৩ |
| ১১. | নীতি ও পরিকল্পনা শাখা | ৪৪-৫৪ |
| ১২. | গবেষণা শাখা | ৫৪-৬৯ |
| ১৩. | গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা | ৭০-৭৩ |

| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- |
| ১৪. | প্রশাসন শাখা | ৭৩-৭৬ |
| ১৫. | ফিল্ড সার্ভিস শাখা | ৭৬ |
| ১৬. | হিসাব শাখা | ৭৭ |
| ১৭. | প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা | ৭৭-৭৯ |
| ১৮. | রপ্তানি উন্নয়ন শাখা | ৭৯-৮১ |
| ১৯. | আইসিটি শাখা | ৮১-৮৯ |
| ২০. | কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখা | ৯০-৯৩ |
| ২১. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ | ৯৪-১২৫ |
| ২২. | বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম | ১২৬-১৭০ |
| ২৩. | অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ | ১৭১-১৯৮ |
| ২৪. | মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো | ১৯৯-২০২ |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি

**পটভূমি:**

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

**অধিদপ্তরের সৃষ্টি:**

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবীকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল 'কৃষি বাজার পরিদপ্তর'।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার 'অধিদপ্তর' হিসেবে ঘোষণা করে।

**রূপকল্প (Vision):**

**উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।**

**অভিলক্ষ্য (Mission):**

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং, প্রয়োজনে, জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপার শপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ; এবং
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

## প্রধান কার্যাবলী (Main Function):

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরুপ:-

১) কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;

২) কৃষিপণ্যের মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩) কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৪) কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

৫) কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;

৬) কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;

৭) সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;

৮) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

৯) কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

১০) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১১) কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;

১২) কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;

১৩) কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪) বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠন সমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;

১৫) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপারশপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;

১৬) কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

# সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

## ১. নাগরিক সেবা

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | বাজারদর তথ্য সরবরাহ | দৈনিক বাজারদর<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br>সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br>বাৎসরিক বাজারদর i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ<br>মৌসুমী ফসলের বাজারদর<br>i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | আবেদনপত্র, বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর জেলা অফিস এবং ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | দৈনিক বাজারদর দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৩:০০ টা<br><br>সাপ্তাহিক এবং মাসিক বাজারদর অফিস চলাকালীন সময়<br><br>বাৎসরিক বাজারদর অফিস চলাকালীন সময়<br><br>মৌসুমী ফসলের বাজারদর অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ২. | ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপণন তথ্য সরবরাহ | www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ – বাজারদর মেন্যুতে প্রবেশ ও স্ক্রল করে তথ্য সংগ্রহ | অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dam.gov.bd | বিনামূল্যে | যে কোনো সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ) ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>সেবার নাম</th><th>সেবা প্রদান পদ্ধতি</th><th>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান</th><th colspan="3">সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানের সময়সীমা</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td colspan="3">৫</td><td>৬</td><td>৭</td></tr>
<tr><td rowspan="9">৩.</td><td rowspan="9">বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন</td><td rowspan="9">নতুন প্রদানের ক্ষেত্রে<br>১.আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২.পূরণকৃত আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩. সরেজমিনে পরিদর্শন<br>৪.যাচাই সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান<br><br>নবায়নের ক্ষেত্রে<br>১.আবেদনপত্র গ্রহণ<br>২. আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই-বাছাই<br>৩.লাইসেন্স নবায়ন</td><td rowspan="9">নির্ধারিত আবেদন ফরম, ট্রেজারি চালান পুরাতন কোড নম্বর-১৮৫৪<br>নতুন কোড নম্বর-১৪২২১৯৯<br><br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td><td colspan="3">নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফি</td><td rowspan="9">০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস</td><td rowspan="9">সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়</td></tr>
<tr><td>ব্যবসার শ্রেণী</td><td>নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা)</td><td>নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা)</td></tr>
<tr><td>হিমাগার</td><td>১৫০০/-</td><td>৮০০/-</td></tr>
<tr><td>চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী</td><td>১২০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার, ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা বোকার</td><td>১০০০/-</td><td>৬০০/-</td></tr>
<tr><td>বেপারী, ফড়িয়া</td><td>৩০০/-</td><td>২০০/-</td></tr>
<tr><td>ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী</td><td>১০০/-</td><td>৫০/-</td></tr>
</table>

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪. | শস্য গুদামজাত ও জমার বিপরীতে ঋণ প্রদান | ১. গুদামরক্ষক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের আদ্রতা পরীক্ষা, পোকামাকড় পরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ<br>২. শস্য ওজন করে বিষমুক্ত বস্তায় সংরক্ষণ করা<br>৩. আওতাভুক্ত কৃষকের শস্য গুদামে জমা ও ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা<br>৪. গুদামরক্ষকের নিকট থেকে শস্য জমার রশিদ সংগ্রহ<br>৫. বাংলাদেশ ব্যাংখ কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক ৬টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান (সোনালী, জনতা, রূপালী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ণ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক) | - শস্য জমার রশিদ - পাশবই<br>- আবেদন ফরম<br>- ঋণ বিতরণপত্র<br>- বন্দোবস্ত পত্র<br><br>সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম অফিস হতে সংগ্রহ করা যাবে। | ভাড়া কুইন্টাল প্রতি ১০ টাকা | খাদ্যশস্য ০৬ মাস<br><br>বীজ ০৯ মাস | উপপরিচালক (শস্য ঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা)<br>মোবাঃ<br>০১৭১১-৫২৭৮৬৫ |
| ৫. | বাজার অবকাঠামো ও পরিবহণ সুবিধা প্রদান | -আবেদনপত্র গ্রহণ<br>-বাজার পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন<br>-স্পেস বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান | ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০২ (দুই) কর্মদিবস | উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ এবং ম্যানেজার, ফুলের পাইকারী বাজার, গাবতলী, ঢাকা<br>ফোনঃ<br>০২-৯০১৪৪২০ |

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৬. | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান | -এফএমজি গ্রুপভূক্ত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাদের তালিকাকরণ<br>-তালিকাভূক্ত স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান | সংশ্লিষ্ট আঞ্চলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | বিনামূল্যে | ০১ (এক) কর্মদিবস | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/যশোর/নরসিংদী/কুমিল্লা/মাগুরা/পঞ্চগড়/রংপুর |
| ৭. | রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ | নিত্য নতুন কৃষিপণ্য ও এর রপ্তানি বাজার অনুসন্ধার এবং সম্ভাবনা যাচাই- রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান | আবেদনপত্র আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন শাখা:<br>ই-মেইল: |
| ৮. | বাজার সংযোগ সৃষ্টি | কৃষকের সাথে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী (আড়তদার, পাইকার, খুচরা কারবারী ইত্যাদি) সংযোগ তৈরি | বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সকল জেলা অফিস | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | উপপরিচালক (বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯<br>ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৯. | গবেষণা কার্যক্রম | -বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি নির্ণয়<br>-বিভিন্ন কৃষিপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদ | গবেষণা শাখা, সদর দপ্তর | বিনামূল্যে | অফিস চলাকালীন সময় | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা/সহকারী পরিচালক (গবেষণা)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪২৩<br>ই-মেইলঃ |

## ২.দাপ্তরিক সেবাঃ

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | শস্য গুদাম তথ্য সরবরাহ | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | মোঃ শাহীদুল ইসলাম<br>সহকারী পরিচালক<br>ইমেইলঃ<br>shahid.bc.bd@gmail.com<br>মোবাঃ ০১৯১২-২৮৩৮৬৭ |
| ২. | হিমাগার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ | i. তথ্য সংগ্রহ<br>ii. সংকলন<br>iii. তথ্য সরবরাহ | সদর দপ্তর ও জেলা অফিস | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | রেজা শাহবাজ হাদী<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>ই-মেইলঃ<br>reza_hadi@dam.gov.bd<br>মোবাঃ ০১৮২৩-৩১০৮৭০ |
| ৩. | বাজারদর তথ্য সরবরাহ | নিয়মিত তথ্য প্রেরণ | - বাজার সংযোগ শাখা, সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস<br>- ওয়েবসাইট | বিনামূল্যে | -অফিস চলাকালীন সময়<br>- ওয়েবসাইটে যে কোনো সময় | উপপরিচালক<br>(বাজার সংযোগ)<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯ ও<br>সংশ্লিষ্ট জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা |
| ৪. | ১১ থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ | -বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ<br>-আবেদনপত্র গ্রহণ<br>-পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ণ<br>-নিয়োগপত্র জারি | ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আবেদন ফি | ০৪ (চার) মাস | মহাপরিচালক<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৫৫<br>ই-মেইলঃ dg@dam.gov.bd |

## ৩. অভ্যন্তরীণ সেবাঃ

| ক্রঃ নং | সেবার নাম | সেবা প্রদান পদ্ধতি | প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান | সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি | সেবা প্রদানের সময়সীমা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | জিপিএফ মঞ্জুরী | -আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>-মঞ্জুরীপত্র জারি | -জিপিএফ এর ব্যালেন্স শীট<br>-অধিদপ্তরের হিসাব শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | জনাব আব্দুল মান্নান<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>(ফিল্ড সার্ভিস)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর<br>ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৭<br>ই-মেইলঃ<br>ammasumaiscu@gmail.com |
| ২. | অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি | -আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>-ছুটি অনুমোদন | -ছুটির আবেদনপত্র<br>-ছুটি প্রাপ্তির হিসাব<br>-অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা | বিনামূল্যে | ০৩ (তিন) কর্মদিবস | |
| ৩. | পেনশন মঞ্জুরী | -আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই<br>-মঞ্জুরীপত্র জারি | -নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম<br>-পাসপোর্ট সাইজ ছবি<br>-পিআরএল মঞ্জুরির আদেশ<br>-প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র<br>-নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ<br>-প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ<br>-এস.এস.সি সার্টিফিকেট<br>-দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি<br>-সরকারি বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়নপত্র<br>-আনুগত্য সনদপত্র<br>-নাগরিকত্ব সনদপত্র<br>-না-দাবী সনদপত্র<br>-অঙ্গীকারনামা<br>-অডিট প্রত্যয়নপত্র<br>-চাকুরির বিবরণী | বিনামূল্যে | ১৫ (পনের) কর্মদিবস | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪. | যানবাহন | প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অফিসিয়াল কাজে যানবাহন ব্যবহারের আদেশ জারি | -যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন -প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় | ০৩ (তিন) মাস | |
| ৫. | গৃহ নির্মাণ, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুরী | আবেদনপত্র প্রাপ্তি; মঞ্জুরীপত্র জারী; | পূরণকৃত নির্ধারিত ফরমসহ আবেদন | বিনামূল্যে | ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস | |
| ৬. | মনোহরী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়, সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সেবাম, লক যাবতীয় কাজ সম্পাদন | চাহিদার বিপরীতে প্রাধিকার মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান এবং ক্রয় করার প্রয়োজন হলে পিপিআর-২০০৮ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় করে সরবরাহ | -যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদন -প্রধান কার্যালয়, খামারবাড়ী, ঢাকা | বিনামূল্যে | মঞ্জুর প্রাপ্তি সাপেক্ষ ০৩ (তিন) কার্যদিবস | |
| ৭. | কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের নতুন পাসপোর্ট ইস্যূ ও মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের জন্য অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রদান | প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন নথিতে উপস্থাপন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের পর অনাপত্তি সনদ (NOC)প্রদান | (ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (অনলাইনে অথবা হার্ড নথিতে)<br><br>ফরম প্রাপ্তির স্থান: www.dip.gov.bd | বিনামূল্যে | ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস | |

৪. আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সিটিজেন্স চার্টার লিঙ্ক

৫. আপনার কাছে (সেবা গ্রহীতার কাছে) আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা

| ক্রঃনং | প্রতিশ্রুতি/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয় |
|---|---|
| ১. | স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান |
| ২. | যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা |
| ৩. | সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকা |
| ৪. | দাপ্তরিক সেবার ক্ষেত্রে দপ্তরের অগ্রায়ণপত্র/প্রস্তাব |
| ৫. | আবেদনপত্রে ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর উল্লে খ করা |

**০৬. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)**

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন:

| ক্র: নং | কখন যোগাযোগ করবেন | কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন | যোগাযোগের ঠিকানা | নিষ্পত্তির সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) | ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম<br>উপ-পরিচালক (উপসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা<br>ফোন: ০২৫৫০২৮৪৫০-,<br>মোবাইল: ০১৭১২৫৬৮১৫৪<br>ই-মেইল: rafiqsrdi@gmail.com<br>ওয়েব: www.dam.gov.bd | তিন মাস |
| ২. | অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ব্যর্থ হলে | আপিল কর্মকর্তা | জনাব ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম<br>যুগ্মসচিব (প্রশাসন)<br>ফোন: ৫৫১০০০৬৭<br>মোবাইল: ০১৭২১০৪৬৭৮৪<br>ই-মেইল: jsadmn@moa.gov.bd<br>ওয়েব: www.dam.gov.bd | এক মাস |
| ৩. | আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে/ ব্যর্থ হলে | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল | অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র<br>৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা<br>ওয়েব: www.dam.gov.bd | তিন মাস |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী **১ম** শ্রেণীর স্থায়ী ক্যাডার/নন-ক্যাডার অনুমোদিত পদ **২২৭টি।** পূরনকৃত পদ **৮২ টি**। শূন্য পদ **১৪৫টি**। ২য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ **৫৫টি**। পূরনকৃত পত **২৯টি**। শূন্য পদ **২৬টি**। ৩য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৪৩৩টি। পূরনকৃত পদ **৩৩৯টি।** শূন্য পদ **৯৪টি।** ৪র্থ শ্রেণীর পদ অনুমোদিত **২৬০টি।** পূরনকৃত পদ **২২৫টি।** শূন্য পদ **৩৫টি।** অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৯৭৫টি। পূরনকৃত পদ সংখ্যা **৬৭৫টি।** এবং শূন্য পদ সংখ্যা দাড়িয়েছে **৩০০টি।**

| **ক্রমিক** | **গ্রেড নং** | **জনবল** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **অনুমোদিত** | **কর্মরত** | **শূন্য** |
| **০১** | গ্রেড-০১ | ০ | ০ | ০ |
| **০২** | গ্রেড-০২ | ১ | **০** | **১** |
| **০৩** | গ্রেড-০৩ | ০ | ০ | ০ |
| **০৪** | গ্রেড-০৪ | ৩ | **৩** | **০** |
| **০৫** | গ্রেড-০৫ | ১৫ | ১৩ | **২** |
| **০৬** | গ্রেড-০৬ | ২৫ | ১০ | **১৫** |
| **০৭** | গ্রেড-০৭ | **০** | **০** | ০ |
| **০৮** | গ্রেড-০৮ | ০ | ০ | ০ |
| **০৯** | গ্রেড-০৯ | ১৮৩ | ৫৬ | ১২৭ |
| **১০** | গ্রেড-১০ | ৫৫ | ২৯ | ২৬ |
| **১১** | গ্রেড-১১ | **২৫** | ১৮ | ৭ |
| **১২** | গ্রেড-১২ | **৭৯** | **৬৯** | **১০** |
| **১৩** | গ্রেড-১৩ | ১৬ | ১১ | ৫ |
| **১৪** | গ্রেড-১৪ | ১৩ | ০৯ | **৪** |
| **১৫** | গ্রেড-১৫ | **২২** | ২১ | ১ |
| **১৬** | গ্রেড-১৬ | **২৪১** | ১৭৪ | **৬৭** |
| **১৭** | গ্রেড-১৭ | ০ | ০ | ০ |
| **১৮** | গ্রেড-১৮ | ৩৭ | ৩৭ | ০ |
| **১৯** | গ্রেড-১৯ | ১৩ | ০৯ | ৪ |
| **২০** | গ্রেড-২০ | ২৪৭ | **২১৬** | **৩১** |
| **মোট:** | | **৯৭৫** | **৬৭৫** | **৩০০** |

# অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা

| ক্রমিক নং | অধিদপ্তর প্রধানগণ | পদবী | মেয়াদ |
|---|---|---|---|
| ০১. | জনাব টি হোসেন, টিকিউএ | পরিচালক | ০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০ |
| ০২. | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭ |
| ০৩. | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২ |
| ০৪. | জনাব কাজী মজির উদ্দিন | পরিচালক | ১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭ |
| ০৫. | জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭ |
| ০৬. | জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮ |
| ০৭. | জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান | পরিচালক | ০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১ |
| ০৮. | জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩ |
| ০৯. | জনাব আতিকুর রহমান | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪ |
| ১০. | জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭ |
| ১১. | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪ |
| ১২. | জনাব সিরাজুল ইসলাম | পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) | ২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮ |
| ১৩. | জনাব ড. এম, এ মোমেন | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯ |
| ১৪. | জনাব আকমল হোসেন আজাদ | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯ |
| ১৫. | জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯ |
| ১৬. | জনাব মোঃ মাহফুজ-উল আলম | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০ |
| ১৭. | জনাব মোঃ মোমিনুল হক | পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | ২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১ |
| ১৮. | জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি) | পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১ |
| ১৯. | জনাব ছিদ্দিকুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২ |
| ২০. | জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২ |
| ২১. | জনাব আবদুল্লাহ্ আল মোহসীন চৌধুরী | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪ |
| ২২. | জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব) | ০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪ |

| ক্রমিক নং | অধিদপ্তর প্রধানগণ | পদবী | মেয়াদ |
|---|---|---|---|
| ২৩. | জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ | পরিচালক (যুগ্মসচিব) | ২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫ |
| ২৪. | জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮ |
| ২৫. | ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৭-০৯-২০১৮ হতে ১০-০৩-২০১৯ |
| ২৬. | জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ১০-০৩-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০২১ |
| ২৭. | জনাব আঃ গাফফার খান | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৬-১২-২০২১ হতে ০১-০১-২০২৩ |
| ২৮. | জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন | পরিচালক (যুগ্মসচিব) (দায়িত্বপ্রাপ্ত) | ০২-০১-২০২৩ হতে ২৬-০৪-২০২৩ |
| ২৯. | জনাব মোঃ মাসুদ করিম | মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) | ২৭-০৪-২০২৩ হতে ২০/০২/২০২৫ |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ

**উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ওয়েবসাইট **(www.dam.gov.bd)** ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রায় ২১০০০ টি বাজার মূল্য, ৪১০০টি বুলেটিন ও ৩৩০ টি প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০ টি ফার্মাস মার্কেটিং গ্রুপ গঠন ও ৪০০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের অধীনে ৩২টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ৭৯টি গুদামের মাধ্যমে ৪৫৯৬ জন কৃষকদের ৪৮০৪ মে.টন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪৮০৪ মেঃটন শস্য জমার বিপরীতে ৭৩৪.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ২৫৬০ জন কৃষককে শগঋক সুবিধা প্রদান এবং ১০০২ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় রাখতে জেলা প্রশাসন এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০২৪টি বাজার মনিটরিংয়ে অংশগ্রহণ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে **(www.dam.gov.bd)** নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজারদর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ধান, চাউল, পেঁয়াজ, শসা, বেগুন, পেঁপে, টমেটো, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, আলু, ঢেড়স, চিচিংগা, করলা, চালকুমড়া, ঝিংগা, পটল, বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, মুলা, গম, কলা, তরমুজ, পেঁয়ারা, পেঁপে, তামাকসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মধ্যস্থতায় পরিবহন সুবিধাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ;
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট ৩.১৯ কোটি টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক বাজারের পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা) এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;

- মৎস্য ও প্রাণী, তেল ও তেলবীজ, ডাল-কলাই, মসলা জাতীয় ফসল ভেষজ উদ্ভিদ, অপ্রচলিত/অপ্রধান, মৌসুমী শাক-সবজি, আলু ও বেগুন-এর মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

## ১. বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা:

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

### প্রদানকৃত সেবা:

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দলের সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন; এবং
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।

### সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

- অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

## ২. বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি:

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এসকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, বিভিন্ন জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধনের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

### প্রদানকৃত সেবা:

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি;
- মহিলা কর্ণারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কষৃক বিপণন দল/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান; এবং
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান।

### সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

**অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তাগণ/ বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।**

## ৩. শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান:

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।**

### প্রদানকৃত সেবা:

■ নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন;

■ সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

### সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকা ভুক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

## ৩. ই-বিপণন সেবা:

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT- এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual marketing প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange- এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT- এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

### প্রদত্ত সেবাসমূহ:

■ ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;

■ www.dam.gov.bd ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়;

■ কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়;

■ ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন; এবং

■ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

### সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:

■ কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;

■ যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে Push Service গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন; এবং

■ ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে অভ্যন্তরীণ ই-সেবাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় সেবা বাছাই করে Registration- এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

### ৫. সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা:

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত এসকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে: প্রদানকৃত সেবা:

**প্রদানকৃত সেবাঃ**

- কুলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান;
- কৃষক দলের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান; এবং
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার।

**সেবা প্রদান প্রক্রিয়া:**

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য কুলভ্যান, ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাস্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

### ৬. কৃষক বিপণন দল গঠন:

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের। ফলে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে দলভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষক দল গঠন;
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ;
- লজিস্টিক সাপোর্ট; এবং
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান;
- যে কোন কৃষক স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে; এবং
- এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষকদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

## ৭. কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন:

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহযোগিতা দেয়া হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণাধর্মী সেবা;
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা; এবং
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগিতা।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশ সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না;
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়; এবং
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

## ৮.মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা:

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- অধিদপ্তর বছরব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন;
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; এবং
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং কাম ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

### ৯.বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২ (দুই) ধরনের ঋণ সুবিধা বিদ্যমান-

**ক) শস্য গুদাম ঋণ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ (Distress Sale) করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা; এবং
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

### ১০. লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ:

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমুখী দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

**প্রদত্ত সেবাসমূহ:**

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়;

- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে;
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

**সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া:**

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়;
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম-এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স-এর জন্য আবেদন করতে হয়;
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে;
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে-এ লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; এবং
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই-এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধিদপ্তর এর উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধিদপ্তর এর অর্জনসমূহ

### কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা ও সমবায়/দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা জোরদারসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরুপ:

বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ: কৃষকের পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সহায়তায় দেশে এ পর্যন্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি খুচরা বাজার অবকাঠামো, ২৩টি এসেম্বল সেন্টার, ১৩টি কৃষকের বাজার, কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ০৭টি রিভার ভ্যান ও ০১টি ট্রাক এবং ১৭টি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ১টি ফুলের পাইকারি বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অবকাঠামোসমূহ হতে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ সকল শ্রেণি লাভবান হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন: মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকেরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামে শস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের বিপরীতে ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯৬,১১৮ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৮৭,৮১৩ জন কৃষক বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬টি তফশিলি ব্যাংক হতে মোট ১৩৭.০০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ১৩৬টি পেঁয়াজ এবং ২১২টি আলুর প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার, ১৪টি কুল চেম্বার এবং ৩৬১টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

- **কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরণ: কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপি প্রায় ৪০,০০০ কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে এবং উদ্যোক্তাদেরকে ম্যাচিং গ্র্যান্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রাংশ ও পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।**
- **কৃষি বিপণনে মানব সম্পদ উন্নয়ন: বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব খাতের সহায়তায় ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী, কৃষি ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২,৭৬,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও লাভজনক কৃষি ব্যবসা নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী প্রায় ২,২০০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।**
- **বিপণন তথ্য সেবা: নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, সরবরাহ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মজুদের পরিমাণ, আমদানি সংক্রান্ত তথ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারণাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি, টেলিফোন ও ডবনংরঃব-এর মাধ্যমে ও যোগাযোগ করে বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যম ও সেবাকেন্দ্রে (রেডিও, কলসেন্টার ও সংবাদপত্র) এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। অত্র অধিদপ্তর বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রায় ৫২,০০০ প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকে।**
- **তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার:** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে Digitalization এর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ০১টি সার্ভার স্থাপন, তথ্যনির্ভর ওয়েব পোর্টাল এবং বাজারদরর সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর ও বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উক্ত ওয়েবসাইট হতে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে । অধিদপ্তরের সকল তথ্য সংরক্ষনের জন্য ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের সার্ভারে সংরক্ষিত করা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৬,২৩,৭৯০ জন ওয়েবসাইটি ব্যবহার করেছেন।
- **আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, কাম্য মূল্যে ভোক্তা কতৃক কৃষিপণ্য ক্রয় নিশ্চিতকরণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮, কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১, জাতীয় কৃষি বিপণন নীতি-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।**
- **ই-মার্কেটিং ব্যবস্থার প্রচলন: আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুফল নিশ্চিতকরণ, কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িত সকল অংশীজনের সুবিধার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি ই-মার্কেটিং প্লাটফর্ম (অ্যাপস ও ওয়েবভিত্তিক) উন্নয়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তা খুব সহজেই নিজেদের মধ্যে কৃষিপণ্য সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। এটি বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে যেমন কৃষক এবং ভোক্তা উপকৃত হবে অন্যদিকে মধ্যসত্বভোগীদের দউরাত্ত কমবে।**
- **বাজার ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আয়: নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে সারাদেশে প্রায় ১০০০ প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এসব বাজার নিয়মিত মনিটর করা হয় এবং ২০০৯ হতে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এসব বাজার হতে প্রায় ২২ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে, ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিকমূল্যে কৃষিপণ্য প্রাপ্তিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে বিপণন ও অন্যান্য খরচ যুক্ত করে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।**

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

**চ্যালেঞ্জসমূহ:**

বিপণন একটি পরিবর্তনশীল ও জটিল বিষয়। পৃথিবীর সকল দেশের কৃষি বিপণনে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রয়েছে নিম্নবর্ণিত বহুমুখী চ্যালেঞ্জ-

**১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব:**

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের অভাব;

- উৎপাদন ও ভোক্তার চাহিদা মোতাবেক উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই। ফলে সরাসরি কৃষকের সান্নিধ্যে গিয়ে তাদের সরাসরি সেবা প্রদান করা যাচ্ছে না;
- জেলা পর্যায়ে স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ এর বাস্তবায়ন ও সুবিশাল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূরূহ;
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, চাহিদা-সরবরাহ প্রক্ষেপণ, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ, শ্রেণিকরণ, ব্র্যান্ডিং, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তিভিত্তিক বিপণন সহায়তা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না;
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অস্থিতিশীল ও অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম গ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে;

**২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর অভাব:**

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন লজিস্টিকস যেমন- নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্যাকিং হাউজ ও পর্যাপ্ত বাজার অবকাঠামো সুবিধার অভাব;
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস এর অভাব রয়েছে;
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক, ল্যাব, মেশিনারিজ, বিভিন্ন উপকরণাদি ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;
- প্রক্রিয়াজাতকারী, কৃষি ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কুল ভ্যান (Cool Van) বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল;

**৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরি দক্ষতার অভাব:**

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না;
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানি বাজার এর উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না;
- আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্যের অনুপ্রবেশ ও নতুন নতুন বাজারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও FAO, WTO এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না;

**৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা:**

- উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন;
- কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন কর্মকর্তাদের বাজার মনিটরিং এ অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা;
- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দুর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

**৫) আন্ত:মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:**

- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উক্ত সমন্বয়হীনতার কারণে দ্রুত বিপণন সেবা কৃষক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীর নিকট পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না;
- উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়ের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

**৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতা:**

- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসেম্বল সেন্টার ও কৃষক মার্কেটের অভাব;

- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড স্টোরেজ এর অভাব;
- গুরত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত কুল চেম্বারের অভাব;
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাজার অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস এর অভাব;
- কৃষকের দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক সংগঠনের অভাব;
- গ্রামীণ কৃষকের প্রাথমিক কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্, প্রাকৃতিক হিমাগার বা স্বল্প মূল্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থ্র ঘাটতি;
- ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

**উত্তরণের উপায়ঃ**

- সরাসরি অংশীজনের সান্নিধ্যে গিয়ে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবলসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম দেশের সকল উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ;
- কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- আধুনিক ও যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস (নিজস্ব অফিস ভবন, বাজার অবকাঠামো, যানবাহন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মান নিয়ন্ত্রণে কারিগরি যন্ত্রাদি ইত্যাদি) এর ব্যবস্থাকরণ;
- পঁচনশীল কৃষিপণ্যের পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহন ও হিমাগার/প্রাকৃতিক সংরক্ষণাগার এর ব্যবস্থাকরণ;
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, গবেষণা ও নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কৃষিপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে ই-কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের অন্য সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কৃষক পর্যায়ে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত এবং ভোক্তা পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ের সুবিধার্থে সারাদেশের বাজারগুলোতে আধুনিক ও স্মার্ট পদ্ধতিতে দৈনিক বাজারদর প্রকাশ;
- উৎপাদন পর্যায় থেকে শুরু করে কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি পর্যায়ে মজুদের ডাটাবেইজ রাখা, যাতে করে অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে;
- মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা ও আর্থিকভাবে লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ গবেষণাপূর্বক কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বিভিন্ন কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা;

- ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কৃষিপণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহনের জন্য অধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে কৃষক দল গঠনের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা প্রদান, যাতে করে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফল দেশের সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MOU স্বাক্ষর সম্পন্ন করা। এর আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রক্রিয়াজাতকারীদেরকে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন;
- জেলা ভিত্তিক নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের প্রকৃত চাহিদা নির্ণয় করা এবং ঘাটতি এলাকা ও উদ্বৃত এলাকা চিহ্নিতপূর্বক কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপন করা;
- সারাবছর কৃষিপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমাগার এবং প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার তৈরি করা;
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান, ছোট, মাঝারি ও বড় বাণিজ্যিক কৃষক চিহ্নিত করে আলাাদা বিপণন দল গঠন ও সমবায় বিপণনে উৎসাহ প্রদান করা, ডিজিটাল-মার্কেটিংয়ে সুযোগ করে দেয়া, বিভিন্ন পরিবহনের সাথে সমন্বয় করে পণ্য পরিবহনে সাহায্য করা, বিভিন্ন বাজার তথ্য দিয়ে সহায়তা করা, কৃষকের বাজারে পণ্য বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া;
- ধান, ভুট্টা ও গম সংরক্ষণের জন্য শস্য গুদাম কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গুদাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, গৃহ পর্যায়ে আলু/পেঁয়াজ/ রসুন সংরক্ষণের প্রাকৃতিক হিমাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণে কৃষক, ব্যবসায়ী, জেলা চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য অংশীজনের সাথে সভার আয়োজন, কমিটি গঠন এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। পণ্যভিত্তিক প্রকৃত উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে তার সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত কওে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, লিফলেট ও বুলেটিন আকারে প্রচার করা;
- বাণিজ্যিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী (পাইকার, ফড়িয়া, ব্যাপারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক, অনলাইন ব্যবসায়ী, আড়তদার, কমিশন এজেন্ট), গুদামজাতকারী, হিমাগার ব্যবসায়ী, পরিবহন ব্যবসায়ীসহ কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে প্রকাশ;
- ফসল সংগ্রহোত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও অধিক মূল্য পেতে প্রক্রিয়াজাতকরণে দেশে বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে GAP (Good Agricultural Practice), GHP (Good Handling Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী উৎপাদনপূর্বক ফ্রেশ এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কনস্যুলেটর কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও অংশীজনদের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে সহযোগিতা প্রদান। রপ্তানি উন্নয়ন রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি।
- কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে ত্রিশ হাজারের অধিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরি করা;
- কৃষকদেরকে স্মার্ট কৃষি ব্যবসায়ী হিসেবে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ২০০ স্মার্ট ফার্মারস হাব স্থাপন করা;

- ধান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া, কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা এবং সরকারি ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যুক্ত করা ও মাঠ পর্যায়ে উক্ত কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করা। চালের দাম বৃদ্ধি/ অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে চাল কল মালিক, আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের সাথে পরামর্শ করে  কারণ ও করণীয় নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা করা;
- আমদানিকৃত কৃষিপণ্য/উপকরণের পরিমাণ ও মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা, মূল্য, গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করা ও কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন ও আমদানি/ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।

# কৃষিপণ্য বিপণনে অধিদপ্তরের অনুসরণীয় কার্যক্রম

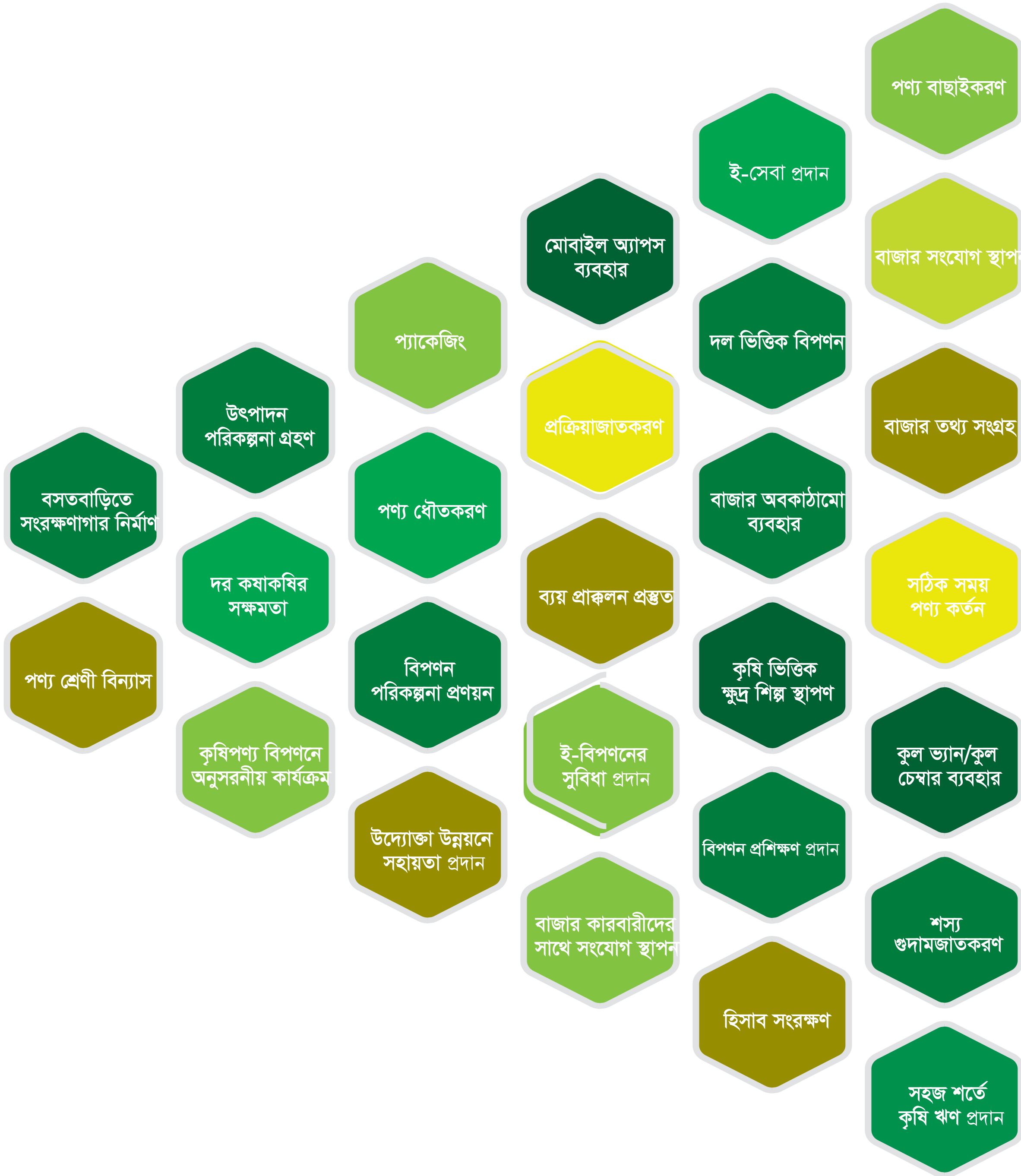

# সদর দপ্তরের কার্যক্রম

## বাজার সংযোগ শাখা

**কার্যাবলী:**

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা। খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তা সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা। কৃষি ব্যবসায়ী এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করা।

**প্রদানকৃত সেবাসমূহ:**

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ৭টি বাজারের মৌসুমী ফসলের সাপ্তাহিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্তরবুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।

- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের ১৩১টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক ব্যবসায়ী, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:**

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা ১৩১ টি বাজার হতে ১৬৫টি কৃষিপণ্যের কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, ৭ টি জেলা হতে প্রধান-প্রধান ১৪টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান- প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক ও সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ। দেশে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তার সংখ্যা ৬০০ জন।

**বাজার তথ্য সরবরাহ:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, খাদ্য অধিপ্তরসহ বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমন- হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড স্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‌্যাব, সেনাবাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরের সর্বমোট ১,৫৪৫টি আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা পর্যায় ও সদর দপ্তর হতে বাজারদরের তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

**ওয়েব সাইট-এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের www.dam.gov.bd-নামে একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য সংক্রান্ত লিংকসমূহ কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে নাগরিকের প্রয়োজনে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ যৌক্তিক পর্যায়ে প্রায় ৫৫টি ও খুচরা পর্যায়ে ৬১ টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর-এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েব-সাইট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গবেষণা শাখা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের যৌথ উদ্যোগে কৃষকপ্রাপ্ত/পাক্ষিক বাজারদর, বুলেটিন ২৭১টি কৃষিপণ্যে বাজারদর কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটের বাজারদর সম্পর্কিত সেবাবক্সের বিভিন্ন লিংকে পাওয়া যাচ্ছে।

**যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন:**

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতার সকল ধরনের বিপণন ব্যয় ও লভ্যাংশ বিবেচনাপূর্বক চলতি বছরে ৩৫টি কৃষিজাত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ণয় করা হয় এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয়ের জন্য পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।

এছাড়া কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ সংরক্ষণ এবং কৃষিপণ্য পরিবহণ নির্বিঘ্ন করার বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে।

### বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় দেশে ৯৭৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজাদর রয়েছে। যা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মাসিক ভিত্তিত দেশের সকল জেলার প্রায় ২,৯০০টি বাজার পরিদর্শন করে প্রধান-প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং বিভিন্ন জেলাসমূহে পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি জানা যায়। Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ৮১৬টি (প্রায়), যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ৮৩২টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

### বাজার সংযোগ স্থাপন:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য পাপ্তির লক্ষ্যে সরাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্বৃত্ত অঞ্চল হতে ঘাটতি অঞ্চলে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে, একদিকে যেমন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে অপরদিকে ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, সারা বাংলাদেশের বাজার সংযোগ স্থাপনের প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভাতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

### কোল্ড স্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন:

কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করে। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। আলু সংরক্ষণের জন্য ৩৬৬টি কোল্ড স্টোরেজে ৩৮৩টি অহিমায়িত মডেল ঘর এবং প্রায় ১,৯২৫টি গুদাম পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়।

### কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন:

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মূল্য বৃদ্ধি/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

### সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন:

বাজার সংযোগ শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ৩৩টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর-এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

### বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান:

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রতি কর্মদিবসে ঢাকা মহানগরীর ১৩টি বাজার মনিটরিং করছেন। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৭টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৫টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং-এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতকরণ, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতি কর্মদিবসে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছেন। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

# সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন শাখা

### সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স-এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন ও বিধি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্যসূচির আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারি মূদ্রণালয় হতে মূদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।

## কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১:

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও কৃষিজাতপণ্য বিপণন ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য The Warehouses Ordinance, 1959 **এবং** The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যাদেশ দুটি সমন্বিত করে বাংলা ভাষায় আধুনিক ও যুগোপযোগী ''কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮'' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় প্রণীত কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

**প্রজ্ঞাপিত বাজার:**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং ধারায় দেশের যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষনা করার বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে ৯৭৭টি বাজার প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও হাট বাজারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়কৃত নন ট্যাক্স রেভিনিউ আয় বৃদ্ধিকল্পে প্রজ্ঞাপিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধিপূর্বক অধিকসংখ্যক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীগণকে লাইসেন্স-এর আওতাভূক্তকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

**রাজস্ব আদায়:**

বিদ্যমান আইনের আওতায় কৃষি বিপণন বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাজারকারবারীদের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ:

### টেবিল-১:কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের শ্রেণি ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান:

| ক্রমিক নং | ব্যবসার শ্রেণি | নতুন লাইসেন্স ফি (টাকা) | নবায়নকৃত লাইসেন্স ফি (টাকা) | ভ্যাট (প্রযোজ্য হারে) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | হিমাগার | ১৫০০/- | ৮০০/- | |
| ২ | চুক্তিবদ্ধ চাষ ও বিপণন ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৩ | কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৪ | বড় গুদাম, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী | ১২০০/- | ৬০০/- | |
| ৫ | কুলচেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারি বিক্রেতা, আড়তদার, মজুদদার ডিলার, মিলার, কমিশন এজেন্ট বা ব্রোকার | ১০০০/- | ৫০০/- | |
| ৬ | বেপারী, ফড়িয়া | ৩০০/- | ২০০/- | |
| ৭ | ওজনদার, নমুনা সংগ্রহকারী | ১০০/- | ৫০/- | |

**টেবিল-২: রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ: (লক্ষ টাকায়)**

| বিভাগ | অর্থ বছর | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ২০২১-২০২২ | ২০২২-২০২৩ | ২০২৩-২০২৪ | ২০২৪-২০২৫ |
| ঢাকা | ৬৩.৮৭ | ৭৮.১৯ | ৭১.০৬ | ৬৮.৪৫ |
| ময়মনসিংহ | ১২.৮১ | ১৩.৩৪ | ৯.৫৮ | ১০.৪৮ |
| চট্টগ্রাম | ৪৩.৯৫ | ৫২.৭১ | ৪৫.৭১ | ৪৬.৯৩ |
| সিলেট | ৯.০৯ | ১০.১০ | ১০.৩২ | ১১.০২ |
| রাজশাহী | ৩৪.০২ | ৪৫.৫০ | ৪৫.০৪ | ৪০.৭৬ |
| রংপুর | ১২.০৩ | ১৪.২৩ | ১৩.৮৭ | ১৪.৬৪ |
| খুলনা | ৩২.৭৩ | ৪৭.২৫ | ৪০.৫৮ | ৪১.২৬ |
| বরিশাল | ১৪.৮৭ | ১৯.৫৮ | ১৮.৮২ | ১৬.৯৭ |
| মোট | ২২৩.৩৭ | ২৮০.৯৩ | ২৫৪.৯৩ | ২৫০.৫১ |

**রাজস্ব আদায়ের লেখচিত্র।**

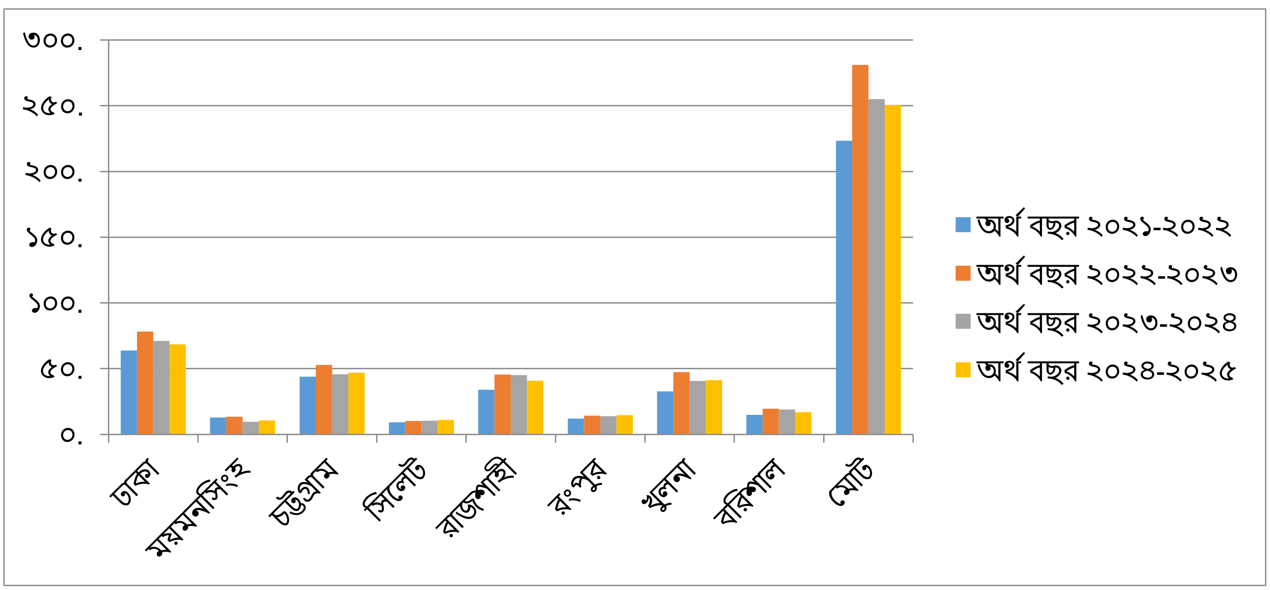

# নীতি ও পরিকল্পনা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

### কার্যাবলি:

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থ চাহিদা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা;
- বৈদেশিক দাতা সংস্থার (যেমন-বিশ্বব্যাংক, এডিবি) সাথে প্রকল্পের ধারণাপত্র তৈরি এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা;
- উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন নীতিমালা ও নির্দেশিকার অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের ক্রয়পরিকল্পনা ও ক্রয় পদ্ধতি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী অনুমোদন করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (সকল বিভাগীয় কার্যালয়) সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প ও কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান।

### মাসিক এডিপি সভা:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচি পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

### অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি:

অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ০১টি কর্মসূচি চলমান। এছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপির সবুজ পাতাভুক্ত ০১টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

# অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম

## ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প:

### ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি- ২য় সংশোধিত) প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ২৭৫ কোটি ৯৫ লক্ষ | | | |
| ৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি ও IFAD | | | |
| ৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | মুল উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। | | | |
| | | | সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-<br>ক) মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; গ) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। | | | |
| ৬. | প্রকল্প এলাকা | : | চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী বরগুনা, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, জামালপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও রাজবাড়ি। | | | |
| ৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি |
| | | | ২৭৫.৯৫ | ৭২.৫০ | ৬৫.০০ (৮৯.৬৬%) | ২০২.১৬ (৭৩.২৬%) |

#### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং) - ৮,৬০০ ব্যাচ;

২। কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল) – ৮,৯৪০ ব্যাচ;

৩।উদ্যোক্তা তৈরি - ৩০০ জন।

#### অগ্রগতি:

১। জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ওয়ার্কশালা ৭/৭টি;
২। উপজেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশালা ৭/৭টি;
৩। ম্যাচিং গ্রান্ট ৩২০/৪৩৯ টি;
৪। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ২১৫০/ ২১৫০ ব্যাচ; ;
৫। পোস্টহারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ১২০০/১২০০ ব্যাচ;
৬। টিওটি ১০/৩;
৭। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৩২০/৩২০ ব্যাচ;

#### ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। উপকূলীয় এলাকার কৃষকদের সাথে দেশের অন্যান্য প্রান্তে চাহিদা ভিত্তিক বাজার সংযোগ স্থাপন করায় কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। কৃষকের ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন ও ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পন্যের মুল্য সংযোজন সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কৃষকগণ উচ্চ মুল্যের ফসল চাষ বৃদ্ধি করে সঠিক বিপণনের মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে।

৩। প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে কৃষকদের উদ্যোক্তা তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

## ২। কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

<table>
<tr><td>১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="4">৭৩ কোটি ২১ লক্ষ</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">মুল উদ্দেশ্যঃ<br>কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্রতা হ্রাস করা। অপ্রত্যাশিত বাজারদর বৃদ্ধি রোধে ২৫% থেকে ৩০% পঁচনশীলতারোধ করে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা;</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td>:</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)</td><td>২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়)</td><td>২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়)</td><td>প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি</td></tr>
<tr><td></td><td>৭৩.২১</td><td>২৫.৫০</td><td>২৫.৪৭<br>(৯৯.৮৯%)</td><td>৪৪.৫৯<br>(৬০.৯০%)</td></tr>
</table>

### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ- ৩০০টি

২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ- ০৩টি

৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-১০০ ব্যাচ

৪। নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-২৫ব্যাচ

৫। কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ- ০৫ব্যাচ

৬। কৃষক গ্রুপ গঠন-৩০০টি

### অগ্রগতি:

১. পেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ-৩০০/৩০০টি
২. এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ- ০১/০৩টি
৩. সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-১২৩/১২৩ ব্যাচ
৪. নারীসহ স্থানীয় কৃষক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-১০/১০ ব্যাচ
৫. কৃষক গ্রুপ গঠন-৩০০/৩০০টি

### ২০২৪-২৫অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১. কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৪%-৫% কৃষকের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২. অপ্রত্যাশিত বাজারদর বৃদ্ধি রোধে ১৫%-২০%পঁচনশীলতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
৩. ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৬৪৩টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
৪. প্রকল্প এলাকার ৮-১২% নারী কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করে কৃষিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ২. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ১৮৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা | | | |
| ৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি | | | |
| ৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | (ক) ৪৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।<br>(খ) ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে।<br>(গ) জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।<br>(ঘ) ২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার ও ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হবে।<br>(ঙ) ১২টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর নিমিত্ত ইকুইটমেন্ট সংগ্রহ করা হবে। | | | |
| ৬. | প্রকল্প এলাকা | : | ঢাকা, ফরিদপুর, গাজীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, সাতক্ষিরা, ভোলা, পিরোজপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ (৩৫টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন) | | | |
| ৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি |
| | | | ১৮৩.৯৯ | ৪৫.০০ | ৩৮.৩১ (৮৫.১৩%) | ১০২.৬৮ (৫৫.৮১%) |

### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। ভূমি অধিগ্রহণ/ বরাদ্দ ২১ (একুশ)টি জেলায়;

২। ১৯টি জেলায় **১৯টি** অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নিমাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে ২টি বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ;

৩। ৫০০টি জিরো এনাজি কুল চেমবার **নির্মাণ;**

৪। ১৩০ টি ব্যাচ কৃষক, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ;

৫। কর্মকর্তা- কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬২ টি প্রশিক্ষণ;

৬। ৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;

৭। ১টি বৈদেশিক শিক্ষা সফর ;

৮। ১২টি জেলায় মিনি ল্যাব স্থাপন;

৯। ৮টি আঞ্চলিক ও ২টি জাতীয় পযায়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

### অগ্রগতি:

১। ভূমি অধিগ্রহণ/বরাদ্দ ০৭/০৭টি জেলায় কার্যক্রম চলমান;

২। অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নিমাণ ১৫/২১ টি জেলায় চলমান ;

৩। জিরো এনা**র্জি** কুল চেমবার নিমাণ ১২৪টি ;

৪। একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হবে।

### ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন;

২। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ;

৩। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লজিস্টিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম গতিশীলকরণ।

## ৪। আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি | | | |
| ০৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | (ক) ৪৫০ টি (২৫′×১৫′) আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>(খ) ৪৫০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন;<br>(গ) ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। | | | |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | : | ঢাকা ,মুন্সিগঞ্জ ,চট্টগ্রাম ,কুমিল্লা ,চাঁদপুর ,রংপুর ,কুড়িগ্রাম ,নীলফামারী ,গাইবান্ধা ,লালমনিরহাট , দিনাজপুর ,ঠাকুরগাঁও ,পঞ্চগড় ,রাজশাহী ,নওগাঁ ,বগুড়া ,জয়পুরহাট | | | |
| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি |
| | | | ৪৯.১৫ | ১৩.৪৬ | ১২.৯৩ (৯৬.০৭%) | ৪০.৫৯ (৮২.৫৯%) |

### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। কৃষক বিপণন দল গঠন করে প্রশিক্ষণ- ৫৩৫ ব্যাচ;
২। অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের পঞ্চম তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ)- ৩৫০০ বর্গফুট;
৩। আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর - ৭০৩টি;
৪। প্রদর্শনী বোর্ড-৭০৩ টি;
৫। কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ৮১ টি;
৬। আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি-২১৬ সেট;
৭। তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ত্রিপল)- ৬৭৮টি;
৮। ডিজিটাল ওয়েট মেশিন- ৪২২ টি;
৯। প্লাস্টিক ক্রেট- ৫০৬৪০ টি;
১০। মোবাইল ফুড ভ্যান-১৬টি

### অগ্রগতি:

১। অন্যান ভবন নির্মাণ (আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর)-২৫৫/২৫৫টি;
২। প্রদর্শনী বোর্ড ক্রয়-২৩০টি/২৩০টি
৩। কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ-১৮৩ ব্যাচ/১৮৩ ব্যাচ
৪। অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) - ৩৫০০ বর্গফুট/৮০ % কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৫। প্রক্রিয়াজাতকরণ (উদ্যোক্তা উন্নয়ন) প্রশিক্ষণ-২২ ব্যাচ/২০ ব্যাচ।

৬। মাঠ দিবস-১১২টি/১১২টি;
৭। সাইনবোর্ড ক্রয়-৪০/৪০টি;
৮। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (কিয়স্ক)-০৩/০৩টি:
৯। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন-০১/০১টি;
১০। আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ/সেমিনার -০২/০১টি;

### ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৬৭৭টি মডেল ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২। আলু পরবর্তী সময় মিষ্টি কুমড়া, পিয়াজ, রসুন, মুখীকচু , বাদাম, সরিষা ও আস্ত ভূট্টার মোচা সংরক্ষণ করে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন।
৩। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪৪৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ১৩,৩৮০ জন আলু চাষী কৃষকের অংশগ্রহণ) কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৪। ২৯৭টি কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।
৫। ৩৮৪টি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে।
৬। প্রক্রিয়াজতকারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে-৮৫টি।
৭। স্বল্প খরচে অহিমায়িত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রম জনপ্রিয় করা ও কৃষকদেরকে আলু রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে "চ্যানেল ২৪", "সময় নিউজ টিভি" সহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়ার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

## ৫| প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এন্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)

<table>
<tr><td>০১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ পর্যন্ত</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="4">৭৬০ কোটি টাকা</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি, বিশ্ব ব্যাংক</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>প্রকল্পের উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান।<br>২। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">৬৪টি জেলা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">০৭.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="2">:</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)</td><td>২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়)</td><td>২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়)</td><td>প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি</td></tr>
<tr><td>৭৬০.০০</td><td>৫১.১৪</td><td>৪৪.১৭<br>(৮৬.৩৭%)</td><td>৫১.১১<br>(৬.৭৩%)</td></tr>
</table>

### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ জন এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান।

২। উদ্যোক্তাদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে যন্ত্রপাতি ও প্রকল্প অনুদান প্রদান যেখানে ৭০ শতাংশ প্রকল্প থেকে এবং ৩০ শতাংশ উদ্যোক্তা নিজে অর্থায়ন করবে।

৩।২০০ টি উপজেলায় ইনপুট সেবা, কালেকশন পয়েন্ট, প্যাকেজিং ও ওয়াশিং, পরামর্শ সুবিধাসহ 'পার্টনার ফার্মার্স হাব' তৈরি;

৪। কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীদের ৫০০ টি স্টেকহোল্ডার অর্গানাইজেশন গঠন করা;

৫। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা;

৬। বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (৮১টি শস্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার,৬০টি পাইকারী বাজার মেরামত সংস্কার ও সংস্কার ও ৬টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ)|

### অগ্রগতি:

১। আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা ০১টি/০১টি

২। সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা -৬৪টি/৬৪টি

৩। মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার -২৪টি/২৪টি

৪। বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল গঠন-৪০০টি/৪০০টি

৫। অন-দ্যা জব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম-১২০ ব্যাচ/১২০ ব্যাচ

৬। অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম-৮ ব্যাচ/ ৮ব্যাচ

৭। অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ৪৬ ব্যাচ/ ৪৬ ব্যাচ

৮। পার্টনার ফার্মার্স মার্কেটিং হাব - (প্যাকিং এবং

ওয়াশিং সুবিধাসহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার)-২০ টি /১০টি

৯। গুদাম মেরামত ২১টি /২০টি

### ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। কৃষি ব্যবসায়ে ১৮-৩৫ বছরের যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে;

২। মার্কেট এক্টর বিজনেস স্কুল গঠনের ফলে পণ্যভিত্তিক বাজার সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে;

৩। ভ্যালু চেইন স্টেকহোল্ডার অর্গানাইজেশন গঠনের ফলে অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

৪। পার্টনার ফার্মার্স মার্কেটিং হাব তৈরির ফলে কৃষকদের পণ্য বিপণন ও বাজারকারবারিদের সাথে আন্তসমন্বয় সৃষ্টি হবে;

## ৬। শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১. | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৪৯.০০ কোটি টাকা |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি |
| ০৫. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | ১) কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে শস্য গুদাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭৭১০ মে: টন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;<br>২) শস্য বপন মৌসুমে স্বল্পমূল্যে, সহজে উন্নত বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে ৪১টি গুদামে বীজ সংরক্ষণ ও বীজ প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বীজ ব্যবসায় সহায়তা প্রদান;<br>৩) সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত ৭৯টি গুদাম ডিজিটাল নেটওয়ার্কভুক্ত করা এবং<br>৪) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৫৯৫ জন কৃষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের গুদাম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে সহায়তা প্রদান |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম কার্যক্রমভূক্ত ২৭ টি জেলার ৫৬ টি উপজেলার ৭৯টি গুদাম, ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১টি এলাকা কার্যালয় |

| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (কোটি টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ৪৯.০০ | ১৯.৭৮ | ১৭.১১ (৮৬.৫০%) | ১৮.৭৩ (৩৮.২২%) |

### প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

১। ৭৯টি গুদাম ৫৫৯৫ জন কৃষক প্রশিক্ষন।

২। ৪১টি সুয়িংমেশিন, ৪১টি বীজ গ্রেডিং মেশিন ৭৯টি ডিজিটেল ওজন মাপের যন্ত্র, ৭৯টি ফিউমিগেশন সীট ৭৯টি ঔষধ স্প্র মেশিন, ৭৯টি আদ্রতা মাপক মিটার, ১৫৮০০০ টি বস্তা ক্রয় ।

৩। ১টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন।

৪। ৮১ জন আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগ।

৫। ১টি জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার ও ৩টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ।

৬। ২৭টি মটর সাইকেল এবং ৮১টি বাইসাইকেল, ৮১টি কম্পিউটার, ৩টি ল্যাপটপ, ২টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ২টি ফটোকপিয়ার, ৭৯টি ইলেট্রিক সাইনবোর্ড, ৮টি আইপিএস, ২টি এয়াকন্ডিশনার ও ২টি ফ্রিজ ক্রয়।

## অগ্রগতি:

১। কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮৫৭/১৮৫৭ জন।

২। পরিবহন সেবা সংগ্রহ (এসইউভি) ১/১

৩। আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ-৮১/৮১ জন

৪। ল্যাপটপ ক্রয়-৩/৩

৫। ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়-১/১

৬। ফটোকপিয়ার ক্রয়-২/২

৭। আইপিএস ক্রয়-৮/৮

৮। এয়ারকন্ডিশান ক্রয়-২/২

৯। ফ্রিজ ক্রয়-২/২

১০। জাতীয় সেমিনার-১/১ আয়োজন

### ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা/ অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:

১। কৃষকের আয়বৃদ্ধি, অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ ও ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পাবে;

২। শস্য গুদাম কার্যক্রম গুদামে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে খাদ্য মজুদ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে;

৩। স্থানীয় পর্যায়ে গুদামরক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট;

৪। কার্যক্রমাদিতে গুদাম পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও ব্যবহারে তরুণরা কৃষিতে অধিকতর আকৃষ্ট ;

৫। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বাজারদর ও পণ্যের চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে বাজার সংযোগ বৃদ্ধি ও কৃষি বিপণন কার্যক্রম সহজীকরণ করা যাবে।

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট

**১. উন্নয়ন বাজেট:**

| ক্র. নং | প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | (আরএডিপি) বরাদ্দ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (কোটি টাকায়) | অগ্রগতি (কোটি টাকায়) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | চলতি বছর (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) | | প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত | |
| | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) | আর্থিক (%) | বাস্তব (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প (ডিএএম অঙ্গ) ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | ২৭৫.৯৫ | ৭২.৫০ | ৬৫.০০ ৮৯.৬৬% | ৮০% | ২০২.১৬ ৭৩.২৬% | ৯৮% |
| ০২. | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প ১ জুলাই, ২০১৯  ৩০ জুন, ২০২৫ | ১৮৩.৯৯ | ৪৫.০০ | ৩৮.৩১ ৮৫.১৩% | ৯৫% | ১০২.৬৮ ৫৫.৮১% | ৭২% |
| ০৩. | কৃষক পর্যায়ে পিঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প (১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ | ৭৩.২১ | ২৫.৫০ | ২৫.৪৭ ৯৯.৮৯% | ১০০% | ৫৪.৫৮ ৬০.৯০% | ৭০% |
| ০৪. | আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প ১ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত | ৪৯.১৫ | ১৩.৪৬ | ১২.৯৩ ৯৬.০৭% | ৯৮% | ৪০.৫৯ ৮২.৫৯% | ৯৩% |
| ০৫ | প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এন্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্প ১ জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত | ৭৬০.০০ | ৫১.১৪ | ৪৪.১৭ ৮৬.৩৭% | ৯৫% | ৫১.১১ ৬.৭৩% | ১২% |
| ০৬ | শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত | ৪৯.০০ | ১৮.৬৫ | ১৭.১১ ৯১.৭৪ | ৯৭% | ১৮.৭৩ ৩৮.২২% | ৯৭% |

**২. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন):** **(লক্ষ টাকায়)**

| ক্রমিক | বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|
| ০১ | অনুন্নয়ন | ১৩৯.০০ | ১৩৯.০০ |
| ০২ | উন্নয়ন | ৩২৫২২.০০ | ২২৭৩৮.০০ |
| সর্বমোট: | | ৩২৮০০ | ২২৮৭৭ |

**২. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের** ২০২৪-২০২৫ **অর্থবছরের বাজেট: অনুন্নয়ন:**

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট | ২০২৪-২৫ সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|---|
| | | (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় | | |
| ০১. | ৩১০০ | নগদ মঞ্জুরী ও বেতন | | |
| ০২. | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার | | |
| ০৩. | ৪১০০ | অ-আর্থিক | | |
| | | | | |

# গবেষণা শাখা

## গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও আর্থিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজারদরের ভিত্তিতে গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা; এবং
- দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত কৃষি পণ্য হিমাগারে সংরক্ষণের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণ ও খালাসের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

## গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী:

### গবেষণা শাখা-১ (খাদ্য শস্য জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজারদর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম, ভূট্টা ও আটা এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, গম ও ভূট্টা এর জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম, ভুট্টা ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজারদর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা হয়।

**গবেষণা শাখা-২ (ডাল, কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী:**

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- বিভিন্ন প্রকার মসলা যেমন-পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও মরিচসহ ডাল ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তলু নামলূ ক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজারদর প্রস্তুত করা;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও মরিচের উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**গবেষণা শাখা-৩ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:**

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজারদরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের যেমন-বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির খুচরা বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলার হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন-আমলকি, হরতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজারদর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

## কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণঃ

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি বছর সিগারেট প্রস্তুতকারক, তামাক রপ্তানিকারক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং কৃষক প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১৯৭৭ সালে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির মাধ্যমে তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক অর্থবছরের জন্য তামাকের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি তামাকের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা গ্রেডিং পরিস্থিতি, তামাক রপ্তানি বৃদ্ধির উপায়, তামাক ব্যবসায় নিয়োজিত অন্যান্য কোম্পানীর সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনার নিমিত্তে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার যাবতীয় কার্যক্রম এই শাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছর তামাকের মূল্য নির্ধারণী সভার কার্যপত্র প্রস্তুত ও তামাকের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করে কৃষি মন্ত্রাণালয়ে প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। তামাকের

মৌসুম শেষে প্রতিবছর তামাকের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত সাব কমিটি Compliance Guideline এর খসড়া প্রস্তুত করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে যা অত্র শাখায় যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পুনর্নির্ধারণ করে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

### গবেষণা শাখা-৪ (প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ) এর কার্যাবলী:

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ এ তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজারদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের বিপণন ও মূল্য সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারমূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

### গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম:

IFPRI পরিচালিত Food Security and Climate Change Readiness Assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP) এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

### গবেষণা শাখা-৫ ও ৬ (শাকসবজি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী:

- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা বাজারদর পর্যালোচনা করে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির এবং মৌসুমী ফলের পাইকারী ও খুচরা গড় বাজারদর নিরুপন করা;
- সংশ্লিষ্ট শাখার কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরুপন করা;
- আলুসহ মৌসুমভিত্তিক শাক-সবজির এবং মৌসুমী ফলের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ-লোকসান নিরুপন করা;
- প্রতিবছর আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও মজুদ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা;
- প্রতিবছর সারাদেশের হিমাগারসমুহে আলু সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- প্রতি মাসে সারাদেশের হিমাগারের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

- প্রতিবছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পকেট বুক প্রকাশের নিমিত্তে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্য প্রেরণ করা;
- বিভিন্ন শাক সবজির ভেল্যুচেইন বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা; এবং
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত অন্যান্য কার্যাবলী নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা।

## গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ঘাটতি/উদ্বৃত্তের তথ্য প্রণয়ন:
- বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমন চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, তেল, আলু, শাক-সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণ ও ফলন সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষিপণ্যের মোট চাহিদার পরিমাণ, আমদানি এবং রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- বিভিন্ন জেলার কৃষি পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা এবং ঘাটতি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা;
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমাণ, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কমর্ক র্তা কতর্কৃ প্রেরিত এতদস্ ংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ , সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজারদর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমাণ ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষণপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, বিপনণ ব্যবস্থা, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সমীক্ষা/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বাজার, ভোক্তা আচরণ, বিপণন সহায়ক গবেষণা, জরিপ এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহায়ক নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

# উল্লেখযোগ্য কৃষি পণ্যের বিপণন চিত্র

ধানের কৃষক প্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
| বোরো মোটা | ২৪৩২ | ২৪৬৩ | ২৭৮৭ | ২৭৯৪ | ২৮৯৯ |
| বোরো মাঝারী | ২৬৯১ | ২৭৯২ | ৩১৩০ | ৩০২৬ | ৩২০৫ |

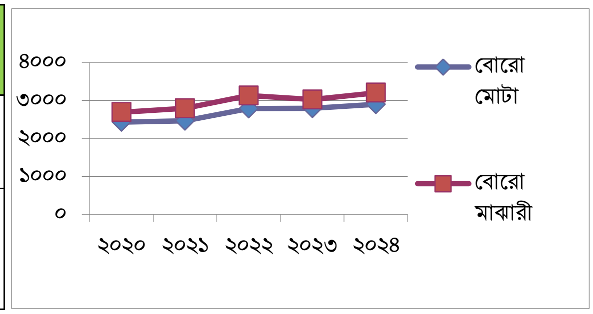


চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
| চাল মোটা | ৩৫৬২ | ৪১০৯ | ৪২৫৪ | ৪৪২৫ | ৪৬৪৫ |
| চাল মাঝারী | ৪০৭৫ | ৪৮২৭ | ৫১৩৭ | ৫২৭১ | ৫৫২৩ |
| চাল সরু | ৫১৮৮ | ৫৬৭১ | ৬২৯৪ | ৬৪৩৪ | ৬৬১১ |

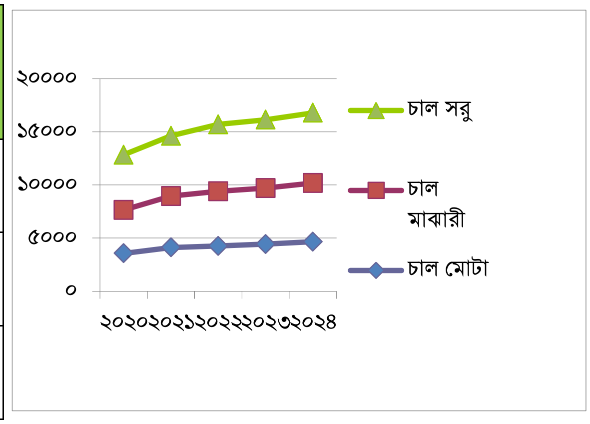


চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর (টাকা/কুইন্টাল)

| পণ্যের নাম | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
| চাল মোটা | ৫৫ | ৪৩ | ৪৫ | ৪৭ | ৪৯ |
| চাল মাঝারী | ৪৩ | ৫১ | ৫৪ | ৫৬ | ৫৮ |
| চাল সরু | ৪৮ | ৬০ | ৬৬ | ৬৮ | ৭০ |

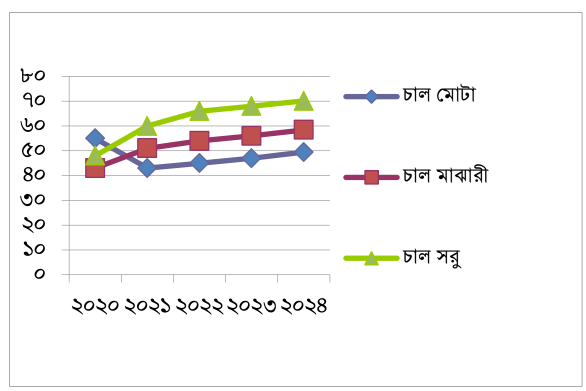

গম ফসলের তুলনামুলক বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২৪ | ২৯ | ৪৫ | ৪৪ | ৩৭ |
| পাইকারী | ২৫ | ২৭ | ৩৭ | ৪৫ | ৩২ |
| খুচরা | ২৮ | ৩০ | ৩৯ | ৪৮ | ৪২ |

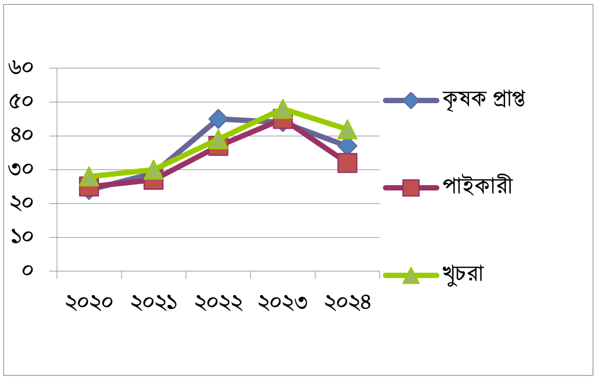


ভূট্রা ফসলের তুলনামুলক বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ১৮ | ২৬ | ৩২ | ৩০ | ৩০ |
| পাইকারী | ১৯ | ২২ | ৩২ | ৩১ | ৩২ |
| খুচরা | ২৩ | ২৫ | ৩৫ | ৩৫ | ৩৬ |

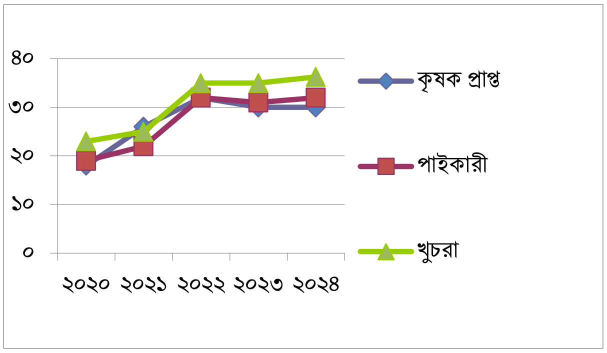


**তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক পাইকারী জাতীয় কৃষকপ্রাপ্ত গড় বাজার দর (টাকায়/কুইন্টাল)**

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৪১১৮ | ৪৩৯৬ | ৩৬২১ | ৫৭৮১ | ৮১৪২ |
| রসুন | ৭০০০০ | ৪১৬২ | ৭৫৭৫ | ১৩৯৫১ | ১৭৬২৩ |
| আদা | ৯০০৭ | ৬৫১৬ | ১০৬৫৯ | ১৬১২৩ | ১৮৮৭৮ |
| শুকনা মরিচ | ১৯০৮২ | ১৬৯০০ | ৩২২৪১ | ৩৬৩০৪ | ৩৩২৪৩ |
| হলুদ | ১১২৪৭ | ১১০০৫৪ | ১৩০১৪ | ১৫০৩৭ | ২১২৫৮ |
| ধনিয়া | ৮৫৯২ | ৮২৬৪ | ১০৩৪৩ | ১৩৪৭৫ | ১৫৪৯৯ |
| সরিষা (তৈল বীজ) | ৪৮৫০ | ৭১৬২ | ৮২৮৮ | ৭৯০৭ | ৭০৬৬ |

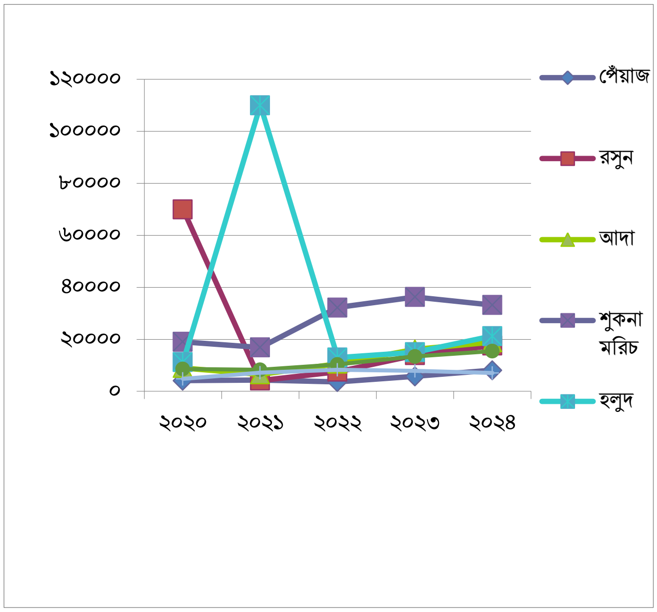

## তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর (টাকায়/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৬৫ | ৪১ | ৩৯ | ৬৭ | ৯১ |
| রসুন | ১১২ | ৭২ | ৬৪ | ১৬০ | ২৩৫ |
| আদা | ১৪৯ | ৯০ | ৯৩ | ২০০ | ১৪২ |
| শুকনা মরিচ | ২২৫ | ২১৬ | ২৭০ | ৪১৮ | ৩৫৪ |
| হলুদ | ১৩৯ | ১৪০ | ১৩৯ | ১৮৩ | ২৭৬ |
| ধনিয়া | ১১০ | ১০৮ | ১১৯ | ১৭০ | ২০৪ |
| সরিষা (তৈল বীজ) | ৬২ | ৭৬ | ৯১ | ৯৪ | ৮৯ |

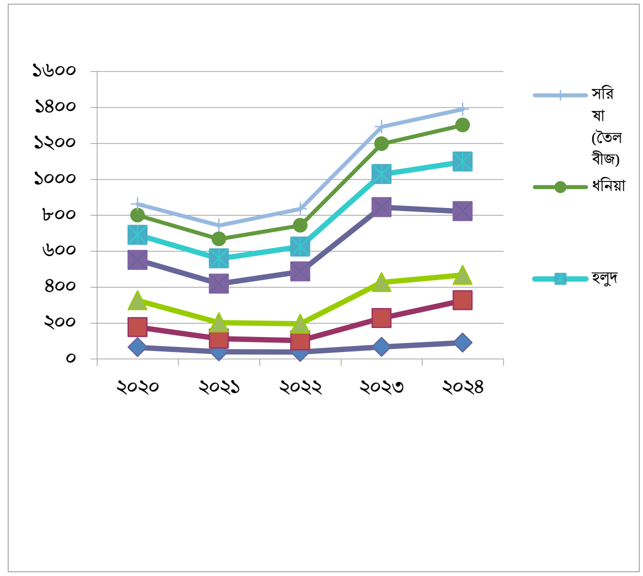


## তেল বীজ ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক পাইকারী জাতীয় গড় বাজার দর (টাকায়/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| পেঁয়াজ | ৫৮০০ | ৩৬৬৩ | ৬৩৯৫ | ৬০৬৪ | ৮৯৭০ |
| রসুন | ৯৭৭১ | ৬৪৯৫ | ৫২৭০ | ১৪২০৮ | ১৮১৯২ |
| আদা | ১৪৫৯০ | ৭৮০১ | ৭৫৮৮ | ১৭৬৫৭ | ১৮৪৪২ |
| শুকনা মরিচ | ২০১৮৪ | ১৯৫৮৭ | ২৫৯৭৮ | ৩৭৯৩৬ | ৩৪৯৮৫ |
| হলুদ | ১২৪৯৬ | ১২৬১২ | ১২৫৮৭ | ১৬৩৭৯ | ২২৫৫১ |
| ধনিয়া | ৯৫০৭ | ৯৩৬৫ | ৯৫০২ | ১৫০৭২ | ১৮৪৭২ |
| সরিষা (তৈল বীজ) | ৫২৬৪ | ৬৫১০ | ৮৪১৬ | ৮৪০১ | ৭৯২৭ |

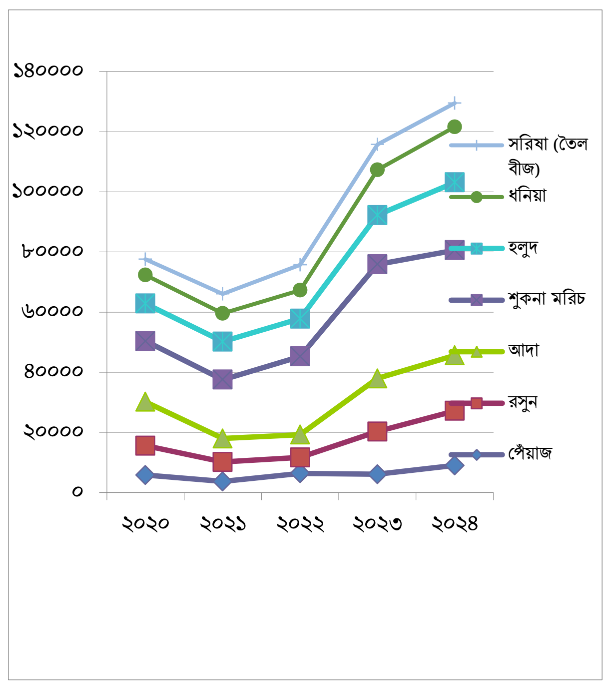

আলুর (হল্যান্ড-সাদা) তুলনামুলক বার্ষিক জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২২ | ১৪ | ২১ | ২৯ | ৪২ |
| পাইকারী | ২৪ | ১৬ | ১৮ | ৩১ | ৪৬ |
| খুচরা | ২৮ | ১৯ | ২২ | ৩৬ | ৫২ |

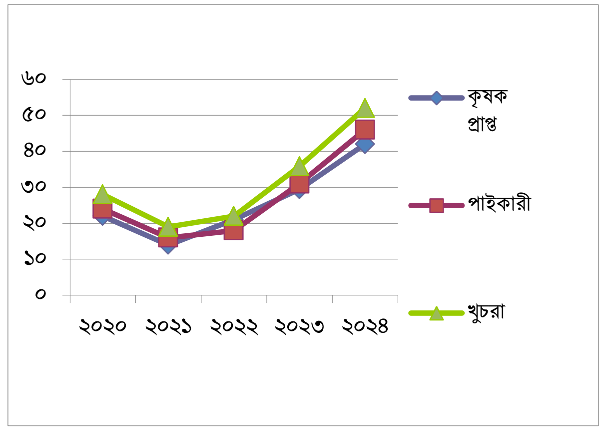


বেগুনের তুলনামুলক বার্ষিক জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ২৭ | ২৯ | ২৯ | ৩৩ | ৩৮ |
| পাইকারী | ৩৪ | ৩০ | ৩২ | ৩৪ | ৪০ |
| খুচরা | ৪০ | ৩৭ | ৪১ | ৪৩ | ৫০ |

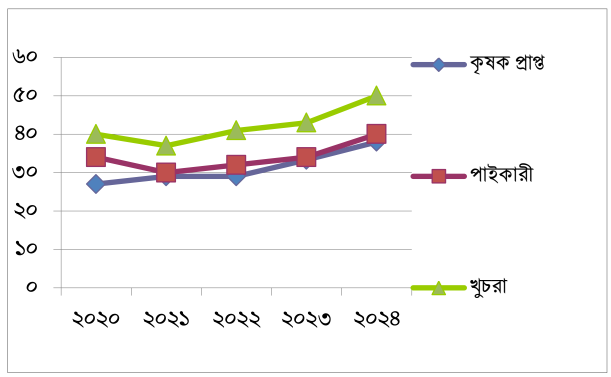


টমেটোর তুলনামুলক বার্ষিক জাতীয় গড় খুচরা বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| কৃষক প্রাপ্ত | ৩৪ | ৩৮ | ৪৮ | ৪৫ | ৬৩ |
| পাইকারী | ৩৫ | ৩৮ | ৫৩ | ৪৭ | ৭৪ |
| খুচরা | ৪৩ | ৪৯ | ৬৬ | ৭৪ | ৮৯ |

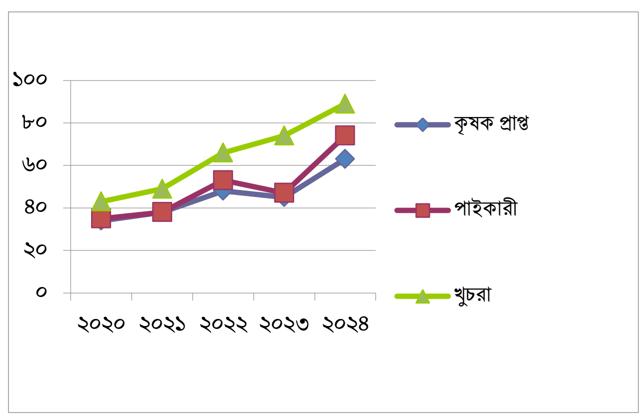

## গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের বার্ষিক জাতীয় গড় খুচরা বাজারদ (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| তেঁতুল | ১১৭ | ১৩১ | ১৩৫ | ১৮০ | ১৭০ |
| নারিকেল | ৩৭ | ৫৬ | ৬৭ | ৯০ | ১০৮ |
| কামরাঙ্গা | ৩৫ | ৪৯ | ৫৬ | ৫৫ | ৭৩ |
| মধু | ৫৭২ | ৭১৬ | ৬৬০ | ৮০০ | ৭৫০ |

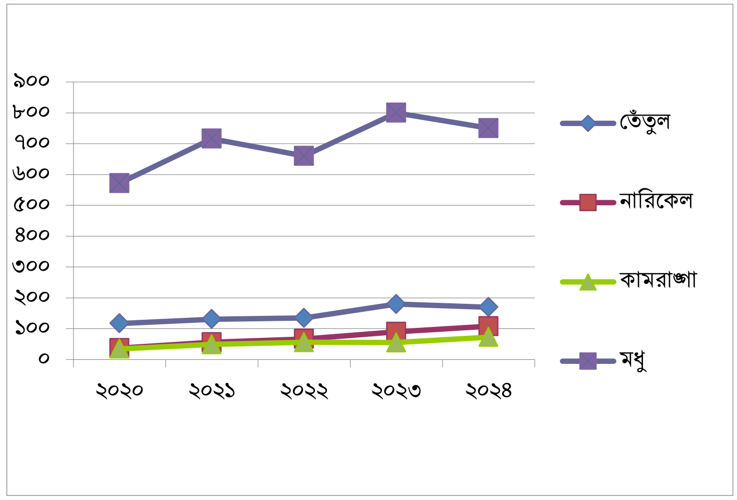


## গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের বার্ষিক জাতীয় গড় খুচরা বাজারদ (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| আমলকি | ১৫৪ | ১২৩ | ১৪৯ | ১৮০ | ১৬০ |
| হরতকি | ৮৪ | ৬৪ | ৬৬ | ৯০ | ১২০ |
| ইসবগুলের ভুষি | ৬৮০ | ৬৬৭ | ৭৮২ | ১২০০ | ১৫৮০ |
| তুলশী | ৬৭ | ৯৭ | ১২৭ | ১৬০ | ৪৬৬ |
| জলপাই | ১২৪ | ৬২ | ৭৫ | ৮৫ | ৮৮ |

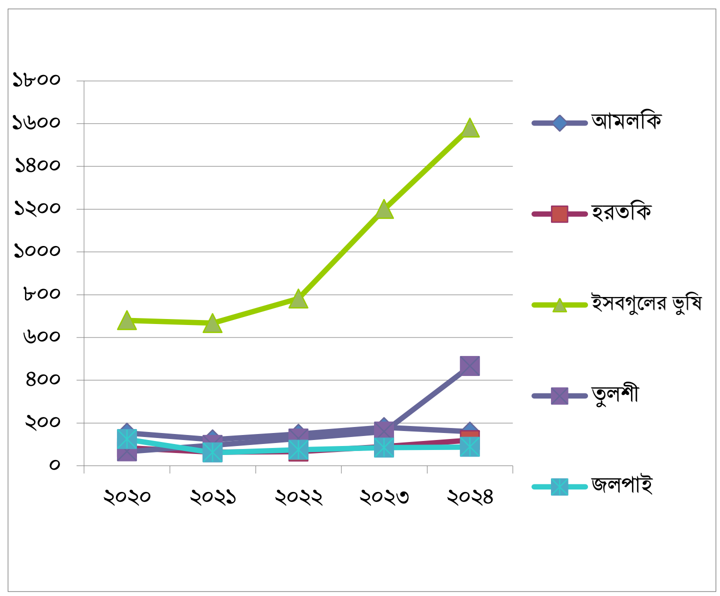

প্রাণীজ পণ্যের বার্ষিক খুচরা জাতীয় গড় বাজারদর (টাকা/কেজি)

| পণ্যের নাম / সাল | ২০২০ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| মোরগ-মুরগী দেশী | ৩৭৭ | ৪০৭ | ৪৩১ | ৫০৯ | ৫১৯ |
| মোরগ-মুরগী ফার্ম | ১২৫ | ১৩৭ | ১৬০ | ১৮২ | ১৮৭ |
| গরুর মাংস | ৫৩৬ | ৫৫৪ | ৬৫ | ৭২৪ | ৭২৭ |
| রুই মাছ মাঝারী | ৩২০ | ৩০৪ | ৩৩০ | ৩৮৩ | ৩৯ |
| কাতল মাছ মাঝারী | ৩৭৩ | ৩০৪ | ৩১৮ | ৩৬৫ | ৩৭৭ |
| পাংগাস মাছ ছোট | ১১৭ | ১১১ | ১৩৪ | ১৭১ | ১৭৫ |
| ইলিশ মাছ | ৭০১ | ৭৮৮ | ৮৭০ | ১০৩০ | ১১৪৭ |

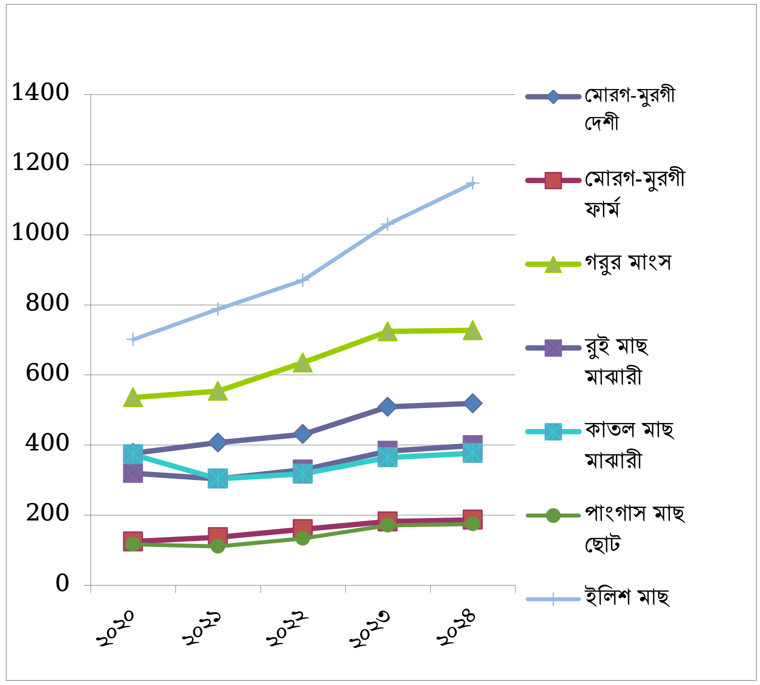


বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | ব্যয়/টাকা |
|---|---|---|
| ১ | বীজ | ১,০৫০ |
| ২ | সার | ১২,৭১০ |
| ৩ | বালাই ব্যবস্থাপনা | ২,৫০০ |
| ৪ | শ্রমের মজুরী | ১৫,৬০০ |
| ৫ | জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৫,৬০০ |
| ৬ | সেচ | ৭,০০০ |
| ৭ | মাড়াই খরচ | ৪,০০০ |
| ৮ | মূলধনের সুদ | ৩,৬৫২ |
| ৯ | জমির ভাড়া/লিজ | ১৩,০০০ |
| ১০ | মোট উৎপাদন ব্যয় | ৭৭,৫১২ |
| ১১ | উৎপাদন: | |
| | ধান (কেজি) ২৫০০ | |
| | খড় (কেজি) ২৩০০ | ১৭,৫০০ |
| ১২ | নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৬০,০১২ |
| ১৩ | কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৫.০১ |

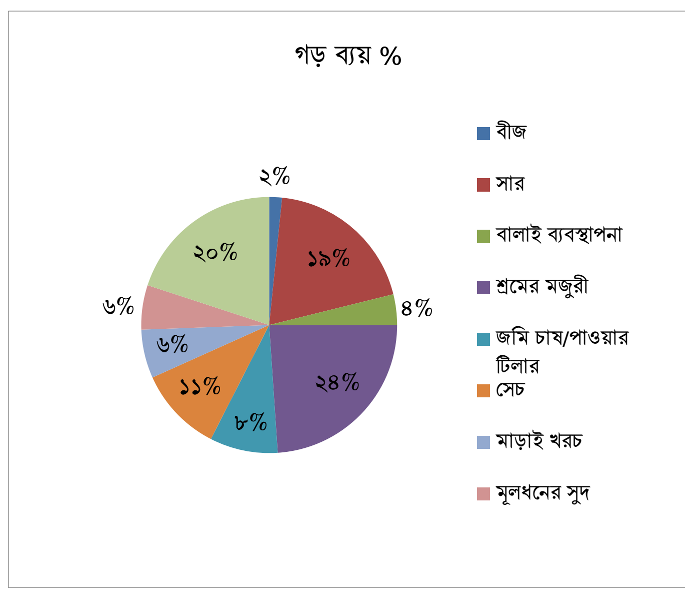

## আমন ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | মূল্য/ব্যয় টাকা |
|---|---|---|
| ১ | বীজ | ৯৬০ |
| ২ | সার | ১০,৪৭০ |
| ৩ | বালাই ব্যবস্থাপনা | ২,০০০ |
| ৪ | শ্রমের মজুরী | ১৮,৭৫০ |
| ৫ | জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৬,০০০ |
| ৬ | সেচ | ৩,৫০০ |
| ৭ | মাড়াই খরচ | ৩,৫০০ |
| ৮ | মূলধনের সুদ | ১,১৩৪ |
| ৯ | জমির ভাড়া/লিজ | ১০,০০০ |
| ১০ | মোট উৎপাদন ব্যয় | ৫৮,৩৬৪ |
| ১১ | উৎপাদন: | |
| | ধান (কেজি) ১৭১০ | |
| | খড় (কেজি) ১৭০০ | ৭,৮০০ |
| ১২ | নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৫০,৫৬৪ |
| ১৩ | কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ২৪.০৮ |

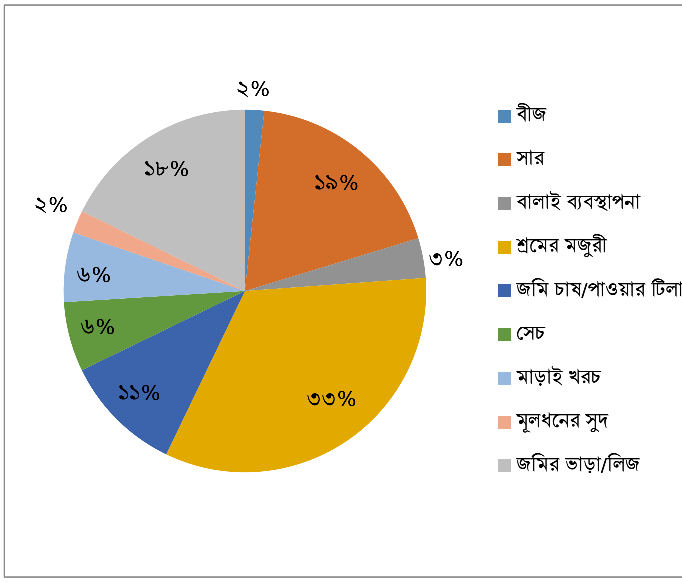


## গম ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | মূল্য/ব্যয় টাকা |
|---|---|---|
| ১ | বীজ | ৪,০৮০ |
| ২ | সার | ১১,৭৫০ |
| ৩ | বালাই ব্যবসহাপনা | ৬০০ |
| ৪ | শ্রমের মজুরী | ১৪,৪০০ |
| ৫ | জমি চাষ/পাওয়ার টিলার | ৪,৫০০ |
| ৬ | সেচ | ৩,০০০ |
| ৭ | মাড়াই খরচ | ৪,০০০ |
| ৮ | মূলধনের সুদ | ৮০৯ |
| ৯ | জমির ভাড়া/লিজ | ১২,০০০ |
| ১০ | মোট উৎপাদন ব্যয় | ৫৫,৭১৯ |
| ১১ | উৎপাদন: | - |
| | গম | ৬০০০০ |
| | খড় | ৪২০০ |
| ১২ | নীট উৎপাদন ব্যয়(মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য) | ৫১৫১৯ |
| ১৩ | কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয় | ৩৪.৩৫ |

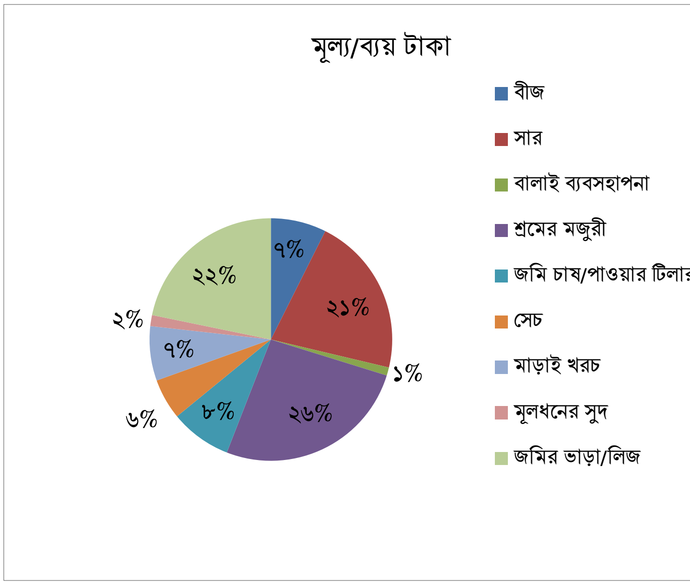

পাঁকা-পেঁপে ফলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী বাবদ | ৪,০০৯ |
| ২ | সার বাবদ | ১০,১১৭ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ২২,৭৯১ |
| ৪ | সেচ বাবদ | ৩,৪৮২ |
| ৫ | কীট নাশক | ৪,৮০৯ |
| ৬ | শ্রমিক বাবদ | ২২,১৫৫ |
| ৭ | পরিবহণ বাবদ | ৮,০৪৫ |
| ৮ | মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ | ৪,৩৩৬ |
| ৯ | বিবিধ খরচ বাবদ | ১,৪৮১ |
| ১০ | জমি লিজ/ভাড়া বাবদ | ১৮,৯০৯ |
| ১১ | ঋণের সুদ বাবদ | ৩,০০৬ |
| | মোট উৎপাদন খরচ | ১০৩,২২১ |
| | মোট উৎপাদনের পরিমাণ | ৪,৭০০ |
| | কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ২১.৯৯ |
| | গড় বাজারদর | ২৯.২৭ |
| | মোট আয় | ১৩৭,৫২৭ |

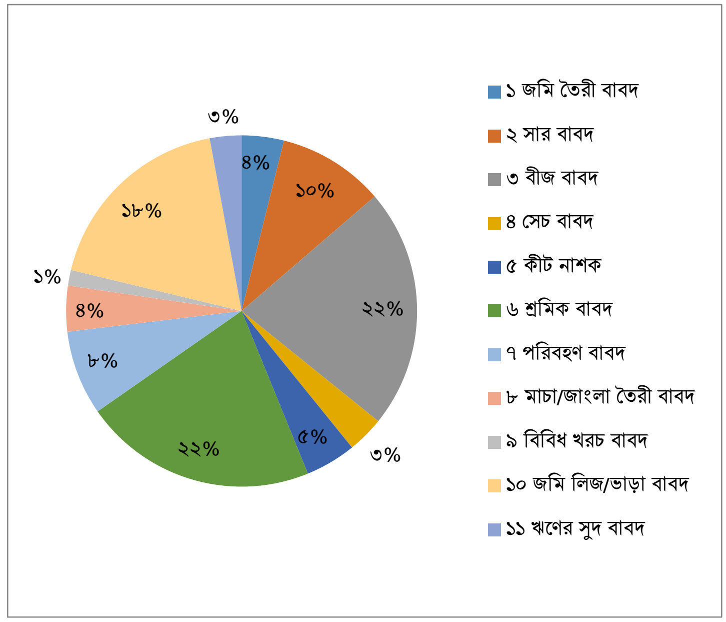


আনারস ফলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী বাবদ | ৫,০০০ |
| ২ | সার বাবদ | ৭,৮৭৩ |
| ৩ | বীজ বাবদ | □৭,৩৩৩ |
| ৪ | সেচ বাবদ | ৮,০৬৭ |
| ৫ | কীট নাশক | ৫,২৫০ |
| ৬ | শ্রমিক বাবদ | ২২,৭১৭ |
| ৭ | পরিবহণ বাবদ | ৬,৩১৭ |
| ৮ | মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ | - |
| ৯ | বিবিধ খরচ বাবদ | ৪৪৫ |
| ১০ | জমি লিজ/ভাড়া বাবদ | ১৬,১৬৭ |
| ১১ | ঋণের সুদ বাবদ | ৩,৩০৫ |
| | মোট উৎপাদন খরচ | ১১২,৪৭৩ |
| | মোট উৎপাদনের পরিমাণ | ১২,৮৮৩ |
| | কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৮.৮১ |
| | গড় বাজারদর | ২১.১৭ |
| | মোট আয় | ২৭২,৪৬৭ |
| | **নীট লাভ** | **১৫৮□৯৯৪** |

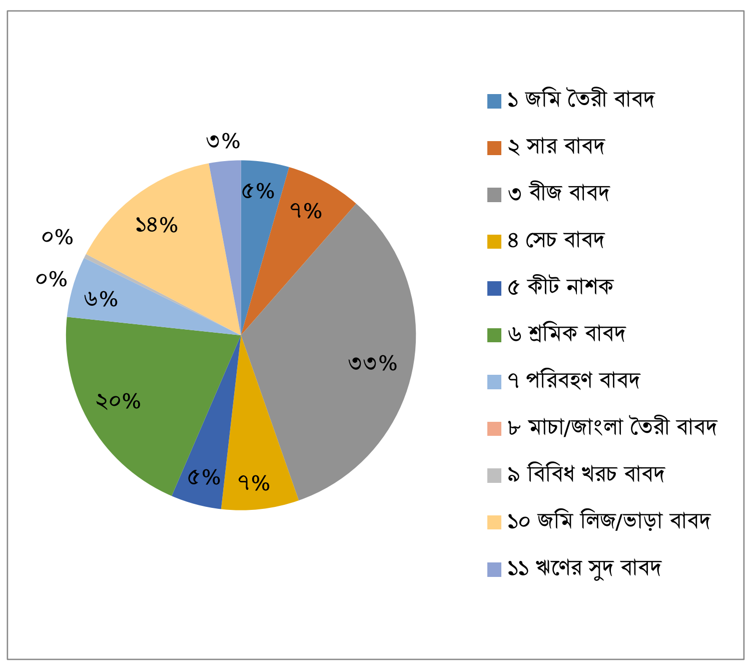

সারণীঃ ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচঃ

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী | ৯৬৫৯ |
| ২ | সার বাবদ | ১৪৯৬০ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ৫৬৮৯৪ |
| ৪ | শ্রমিক বাবদ | ৩০৯২১ |
| ৫ | সেচ | ৬৮৫৯ |
| ৬ | কীট নাশক | ১১২১৮ |
| ৭ | জমি লিজ/ভাড়া | ২৪২৫০ |
| ৮ | ঋণের সুদ | ৪৮৩২ |
| ৯ | অন্যান্য খরচ | ১৪২৯ |
| মোট উৎপাদন খরচ | | ১৬৫৯১০ |
| মোট উৎপাদনের পরিমাণ | | ১১৮৪১1 |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | | ১৪.০০ |
| গড় বাজারদর | | ১৮.৪৭ |
| মোট আয় | | ২১৮৬১২ |
| নীট লাভ | | ৫২৭০২ |

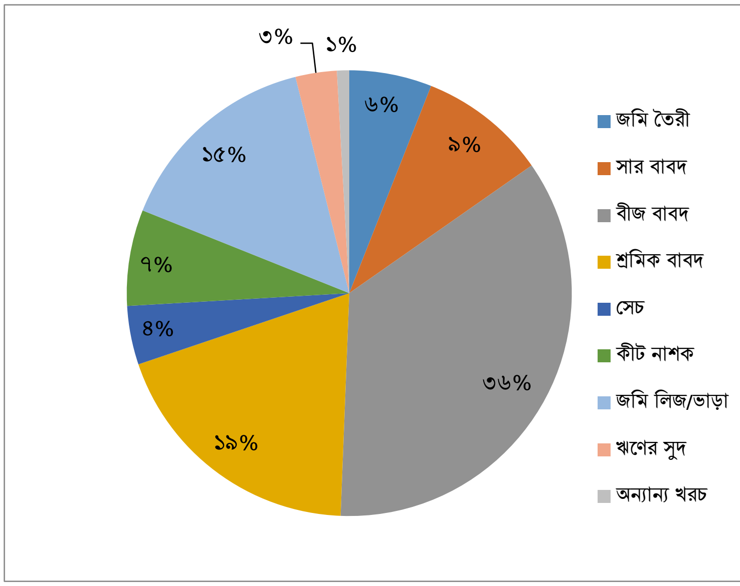


ফুলকপি ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী | ৬৩০৪ |
| ২ | সার বাবদ | ১৩৪৬৪ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ২২০৯৩ |
| ৪ | শ্রমিক বাবদ | ৩৮৩৮৯ |
| ৫ | সেচ | ৭২৩৬ |
| ৬ | কীট নাশক | ৭৩০০ |
| ৭ | জমি লিজ/ভাড়া | ১৭৫০০ |
| ৮ | ঋণের সুদ | ৩৬৭৩ |
| ৯ | অন্যান্য খরচ | ৮৫৫০ |
| মোট উৎপাদন খরচ | | ১২৬১২৩ |
| মোট উৎপাদনের পরিমাণ | | ১২৫৯৩. |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | | ১০.০২ |
| গড় বাজারদর | | ১৫.৬৪ |
| মোট আয় | | ১৯৬৯৮৯ |
| নীট লাভ | | ৭০৮৬৬ |

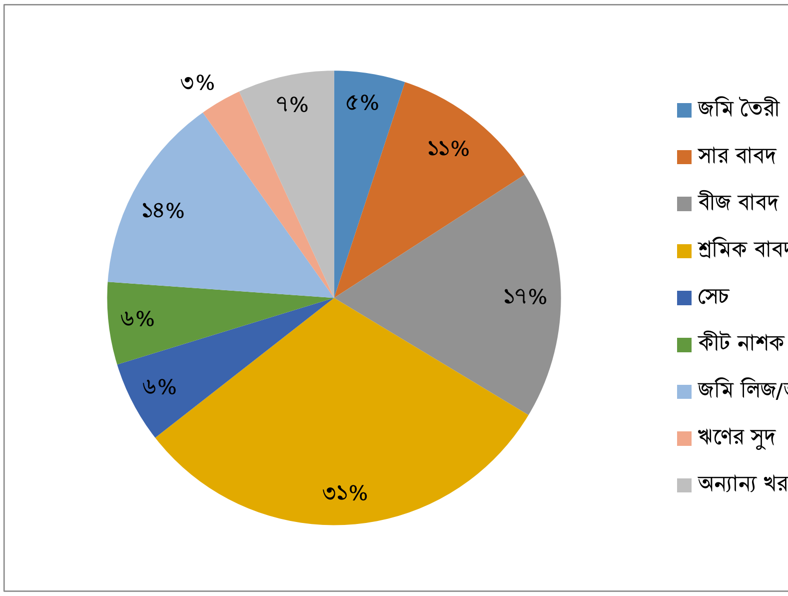

## বাঁধাকপি ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী | ৬৭৩১ |
| ২ | সার বাবদ | ১৪৯০৬ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ১৬২৪২ |
| ৪ | শ্রমিক বাবদ | ৩৭০০৮ |
| ৫ | সেচ | ৭১১২ |
| ৬ | কীট নাশক | ৫৭৭৭ |
| ৭ | জমি লিজ/ভাড়া | ২০৩৮৫ |
| ৮ | ঋণের সুদ | ৩৫৪০ |
| ৯ | অন্যান্য খরচ | ১১৪৩ |
| মোট উৎপাদন খরচ | | ১২১৫৩৪ |
| মোট উৎপাদনের পরিমাণ | | ১২৪৭৭. |
| কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | | ৯.৭৪ |
| গড় বাজারদর | | ১৭.২৩ |
| মোট আয় | | ২১৪৯৮৭ |
| নীট লাভ | | ৯৩৪৫৩ |

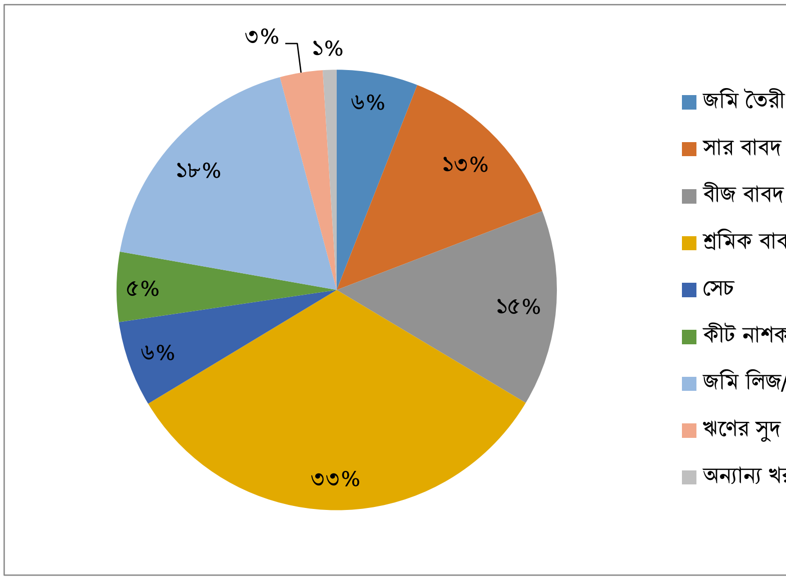


## মিষ্টিকুমড়া ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী বাবদ | ৬,২৬২ |
| ২ | সার বাবদ | ১১,৯৭৯ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ৪,০৯২ |
| ৪ | সেচ বাবদ | ৪,৯৯৬ |
| ৫ | কীট নাশক | ৫,২৫০ |
| ৬ | শ্রমিক বাবদ | ২৫,৬৭৩ |
| ৭ | পরিবহণ বাবদ | ২,৩০০ |
| ৮ | মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ | ৬,৯৬২ |
| ৯ | বিবিধ খরচ বাবদ | ১,৫৪৬ |
| ১০ | জমি লিজ/ভাড়া বাবদ | ১৬,৯৬২ |
| ১১ | ঋণের সুদ বাবদ | ২,৫৬৯ |
| | মোট উৎপাদন খরচ | **৮৫,৬১৭** |
| | মোট উৎপাদনের পরিমাণ | ১০,৬৪৬ |
| | কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৮.২৮ |
| | গড় বাজারদর | ১১.৯২ |
| | মোট আয় | ১২৬,৯৩৫ |
| | নীট লাভ | **৩৮,৭৪৯** |

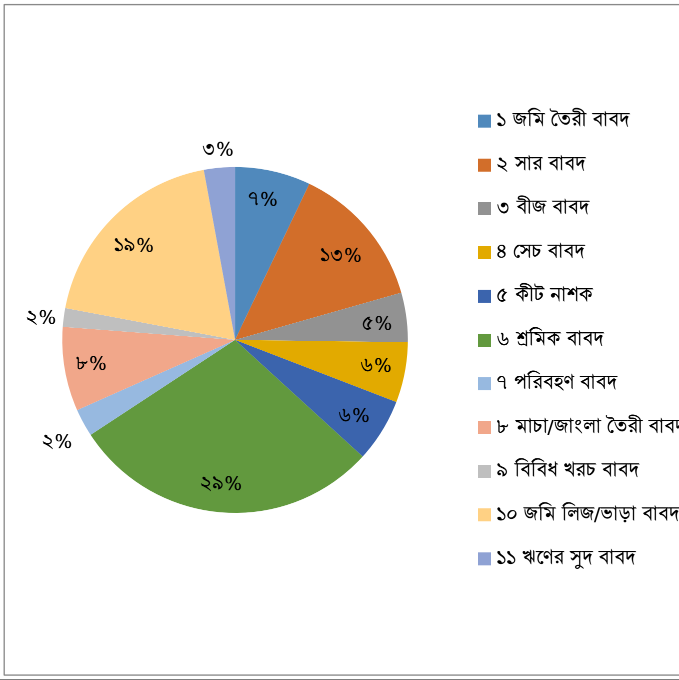

টমেটো ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী বাবদ | ৫,৯০৬ |
| ২ | সার বাবদ | ১৬,৯২১ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ১১,৭০০ |
| ৪ | সেচ বাবদ | ৬,৭০০ |
| ৫ | কীট নাশক | ৫,৪৭৮ |
| ৬ | শ্রমিক বাবদ | ৩৩,৯৫৬ |
| ৭ | পরিবহণ বাবদ | ৮,৮৫৬ |
| ৮ | মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ | ৭,৩২৫ |
| ৯ | বিবিধ খরচ বাবদ | ১,৫৭৫ |
| ১০ | জমি লিজ/ভাড়া বাবদ | ২০,০৬৩ |
| ১১ | ঋণের সুদ বাবদ | ৩,৫৫৪ |
| | **মোট উৎপাদন খরচ** | **১২২,০৩৫** |
| | মোট উৎপাদনের পরিমাণ | ১২,৩৬৩ |
| | কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ৯.৮৭ |
| | গড় বাজারদর | ২২.৩৮ |
| | মোট আয় | ২৭৬,৭০৬ |
| | নীট লাভ | **১৫৪,৬৭** |
| | নীট লাভ | |

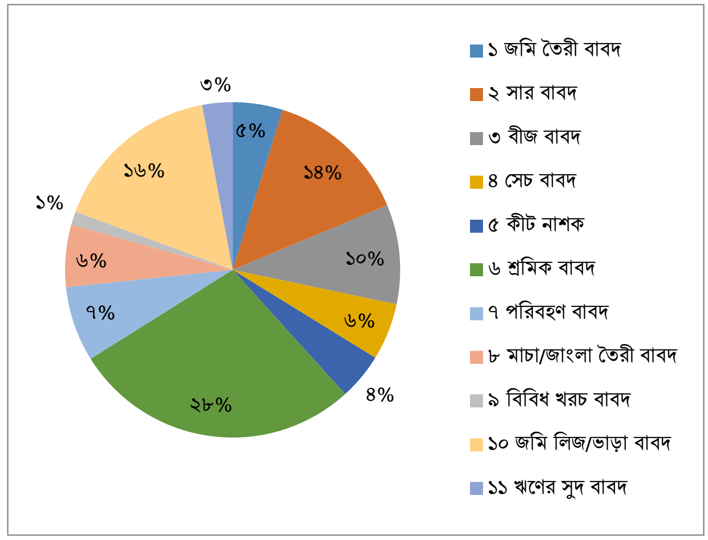


বেগুন ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি) ২০২৪-২০২৫

| ক্রমিক নং | উপকরণের বিবরণ | গড় ব্যয় |
|---|---|---|
| ১ | জমি তৈরী বাবদ | ৬,৫০০ |
| ২ | সার বাবদ | ১৪,৭১১ |
| ৩ | বীজ বাবদ | ৬,৯৩৮ |
| ৪ | সেচ বাবদ | ৫,৪৫৪ |
| ৫ | কীট নাশক | ৬,৪৬৫ |
| ৬ | শ্রমিক বাবদ | ৩৫,৩৬২ |
| ৭ | পরিবহণ বাবদ | ২,১৬৯ |
| ৮ | মাচা/জাংলা তৈরী বাবদ | ৪,২৫৪ |
| ৯ | বিবিধ খরচ বাবদ | ১,৫৬৯ |
| ১০ | জমি লিজ/ভাড়া বাবদ | ২০,৪৬২ |
| ১১ | ঋণের সুদ বাবদ | ৩,১১৭ |
| | **মোট উৎপাদন খরচ** | **১০৩,৮৮৪** |
| | মোট উৎপাদনের পরিমাণ | ৯,৬৭৭ |
| | কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ | ১১.০৬ |
| | গড় বাজারদর | ১৭.২৩ |

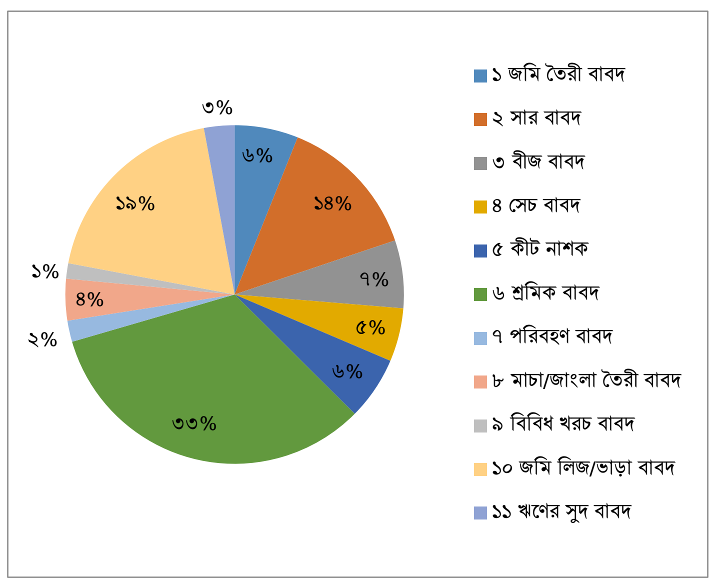

| | |
|---|---|
| মোট আয় | ১৬৬,৭৪১ |
| **নীট লাভ** | **৫৯,৭৪০** |

## হিমাগারে আলু সংরক্ষণের তথ্যঃ

| মোট হিমাগার ও মডেল ঘরের তথ্য | | | | মোট উৎপাদনের পরিমান (লক্ষ মেঃটন) | মোট ধারণ ক্ষমতা (মেঃটন) | | | ২০২৫ সালে সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | | | ২০২৪ সালে মোট সংরক্ষণের পরিমাণ (মেঃটন) | ধারণ ক্ষমতার কতভাগ ব্যবহার করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধরণ | চালু | বন্ধ | মোট | | চালু | বন্ধ | মোট | খাবার | বীজ | মোট | | |
| হিমাগার | ৩৮৪ | ৪৬ | ৪৩০ | | ৩২৭০১৫৭ | - | ৩২৭০১৫৭ | ২১২৪১৩৪ | ১০২৭২৬৪ | ৩১৫১৩৯৭ | | |
| মডেল ঘর | ৫৩৯ | - | ৫৩৯ | | ১৮৮৭০ | - | ১৮৮৭০ | ৯৮৮২ | - | ৯৮৮২ | | |
| মোট | ৯২৩ | - | ৯৬৯ | ১২৯.৯০ | ৩২৮৯০২৭ | - | ৩২৮৯০২৭ | ২১৩৪০১৬ | ১০২৭২৬৪ | ৩১৬১২৭৯ | ২৪২৩২৪৩ | ৯৬.১২% |

### **আলু ফসলের মূল্য বিস্তৃতি: (প্রতি কেজি/টাকায়)**

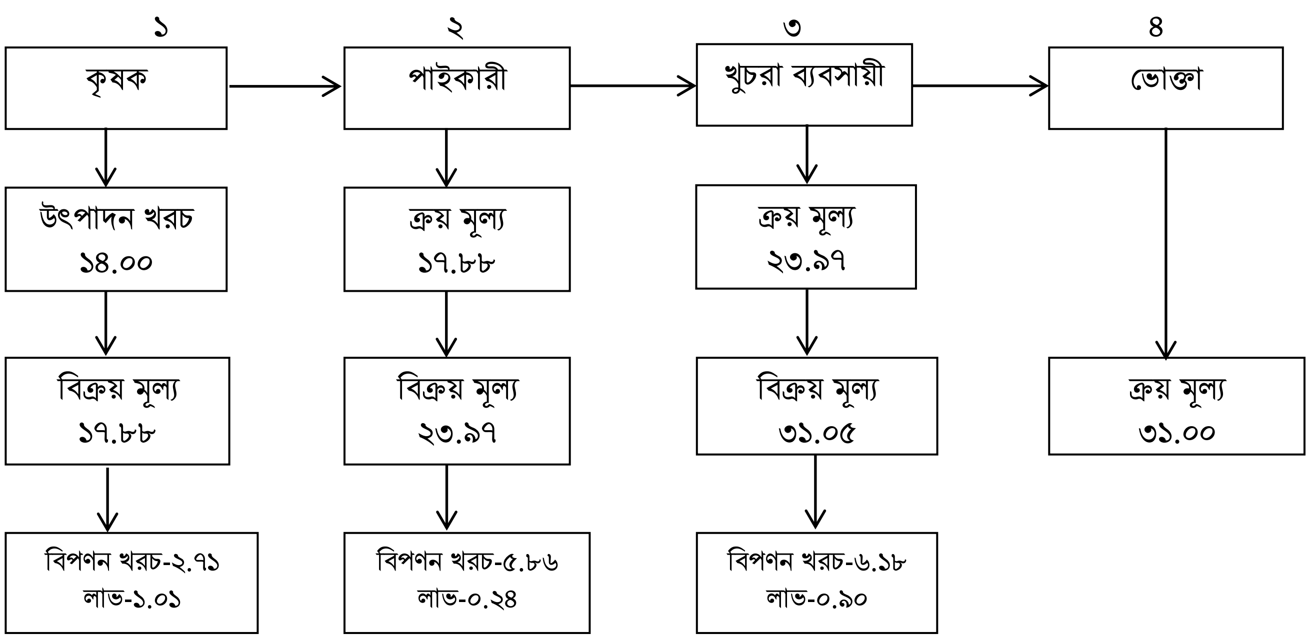

## গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পূণর্গঠিত হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে মূলত গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে আসছে। এ শাখার মাধ্যমে বর্তমানে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের অন্যতম  প্রধান কার্যক্রম ‘‘শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)” বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ প্রণয়ন হওয়ার পরবর্তী সময় থেকে গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক কৃষিজাত পণ্যের ওয়ার হাউজের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৯২৫টি ওয়ার হাউজের/সংরক্ষণ গুদামের তথ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২৬১টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সংরক্ষণাগার সুবিধা প্রদান, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, সংগ্রহোত্তর বিপণন ব্যবস্থায় কৃষকদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিসহ রপ্তানিযোগ্য শস্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষিপণ্যের প্রবাহ ঠিক রাখা, কৃষি ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র শাখা কর্তৃক **‘‘কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন”** শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা বর্তমানে অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদাম রয়েছে। গুদামগুলো আধুনিক ধারায় পরিচালনার লক্ষ্যে এবং কৃষকদের স্থানীয়ভাবে বিপণন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট কৃষক পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে **“শস্য গুদাম আধনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন”** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা অনুমোদন সাপেক্ষে অক্টোবর/২০২৩ হতে চলমান রয়েছে।

**(ক) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষীচুক্তিবদ্ধ চাষী / ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবংসংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে খাদ্যের জন্য ৬ মাস এবং বীজের জন্য ৯ মাস মেয়াদি ঋণ প্রদান করা। আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ**

- কৃষকদের উৎপাদিত শস্যের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শস্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- কৃষকশস্য মানসম্মত উপায়ে গুদামে সংরক্ষণের সুবিধা /সংরক্ষিত কৃষি ফসল/কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত/ প্রদান।
- গুদামে শস্য জমার বিপরীতে সহজ ও সরল সুদে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- গুদামে বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে, সহজে উন্নত বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

- প্রশিক্ষণসহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের গুদাম ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা/।
- গুদামে শস্য জমার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।
- স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও বীজের মজুত গড়ে তোলা।

**বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা :**

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি ১৯৭৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করে বর্তমানে কৃষকবান্ধব সফল কার্যক্রম হিসাবে সফলভাবে চলমান আছে। উক্ত গুদামসমূহের জমি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নামে বন্দোবস্তনামজারীর / কাজ চলমান রয়েছে। চলমান গুদামসমূহের মাধ্যমে বাৎসরিক গড়ে ৩৪৪৭ জন কৃষক পরিবারকে ৪৭৬১ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৫৯১.২৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব ৫বিগত )। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ (১০০%)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথাসোনালী -, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ''গুদামে শস্য জমাদানকারী গুদাম তালিকাভূক্ত কৃষকদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলীঅনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের ” বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ৫ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম এবং ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাংক শাখা নির্বাচন, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কার/মেরামত/নির্মাণ এবং কৃষকগুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া/ কৃষকদের মধ্য হতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম পরিচালনা কমিটি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লখ্যে যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে কুইন্টাল প্রতি ১০/- (দশ) টাকা গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ গুদামের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে জমা করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা আর্থিক),কারিগরী, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগিতা মাস অতিক্রান্ত হলে ২৪প্রদান করা হয়ে থাকে। (গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম পরিচালনা কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম পরিচালনা কমিটি সংশিষ্ট গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর/সহায়তা করা হয়ে থাকে।

**অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০২৪২০২-৫ অর্থবছর :**

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় ২০২৪২০২-৫ অর্থবছরে মোট ৩৪৫৩ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন এবং গুদামে ৫৯৬৮ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৭৮০.০৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০২৪২০২-৫ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

**২০২৪২০২-৫ সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক :**

| অঞ্চলের নাম | গুদাম সংখ্যা | অংশ গ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা (জন) | শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা) | গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| শেরপুর | ১৭ | ৬৭৯ | ১২৮৭ | ২৫৫.৩৫ | ৩.৮৩ |
| মাগুরা | ১৬ | ৪৭৩ | ৮২১ | ৫০.৮০ | ১.৫৩ |
| বরিশাল | ১ | ২০ | ৭ | ০.০০ | ০.০০ |
| রংপুর | ৪৭ | ২২৮১ | ৩৮৫৩ | ৪৭৩.৯২ | ১৬.৯২ |
| সর্বমোট | ৮১ | ৩৪৫৩ | ৫৯৬৮ | ৭৮০.০৭ | ২২.২৮ |

**অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (বৎসরের অগ্রগতির তথ্য ৫বিগত ) :**

| অর্থবছর | সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন) | শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন) | ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|---|
| ২০২৪-২০২৫ | ৩৪৫৩ | ৫৯৬৮ | ৭৮০.০৭ |
| ২০২৩-২০২৪ | ২৬৩৭ | ৪৭৭০ | ৫২৯.৬৯ |
| ২০২২-২০২৩ | ২৫৬০ | ৪৮০৪ | ৭৩৪.৪৩ |
| ২০২১-২০২২ | ৩৯৮৯ | ৩৯০২ | ৫০১.৪৮ |
| ২০২০-২০২১ | ৪৫৯৬ | ৪৩৬০ | ৪১০.৪৮ |
| সর্বমোট | ১৭২৩৫ | ২৩৮০৪ | ২৯৫৬.১৫ |

**শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড গঠন :**

গুদাম কার্যক্রম সুষ্টুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২” অর্থবছর পর্যন্ত ২০২৩-শগঋক আপদকালীন সহায়তা ফান্ড নামে ”৩,০৫,৪৪,৮৫১.৫১তিন কোটি পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত একান্ন টাকা একান্ন ) ,টাকা অগ্রণী ব্যাংক (পয়সাধানমন্ডি শাখায় এফডিআর করা হয়েছে।

**(খ) ওয়ার হাউজগুদাম কার্যক্রম/ :**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক কৃষিজাত পণ্যের ওয়ার হাউজের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা হতে ১৯২৫টি ওয়ার হাউজেরগুদামের তথ্য / পাওয়া যায়, যেখানে ২৬১টি লাইসেন্স করা হয়েছে। নিম্নে ওয়ার হাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

**ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলো :**

| ক্রমিক নং | বিভাগের নাম | ওয়ার হাউজের সংখ্যা | লাইসেন্স সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। | ঢাকা | ৩৬৬টি | ৭টি |
| ২। | খুলনা | ৬০৪টি | ১৯টি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | চট্টগ্রাম | ১৮৫টি | ৬৭টি |
| ৪। | রাজশাহী | ১৩২টি | ২৬টি |
| ৫। | রংপুর | ১৭১টি | ৫৫টি |
| ৬। | বরিশাল | ২২৬টি | ৭৭টি |
| ৭। | সিলেট | ১৬৫টি | নাই |
| ৮। | ময়মনসিংহ | ৭৬টি | ১০টি |
| | মোট | ১৯২৫টি | ২৬১টি |

# প্রশাসন শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সঙ্গে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করা। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন। পদ সৃজন/স্থানান্তর/স্থায়ীকরণ/নিয়মিতকরণ ও নন-ক্যাডার পদ সংরক্ষণ, ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি প্রণয়ন/সংশোধন, ক্যাডার কম্পোজিশন রুল প্রণয়ন/সংশোধন, জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। । নন গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রদান, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট ও পেনশন সংক্রান্ত, বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ, শৃঙ্খলা, তদন্ত ও বিভাগীয় মামলা, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি, মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ/সংরক্ষণ/সংগ্রহ, প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকরি বহি লিখন ও সংরক্ষণ, প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংকলন ও ডোসিয়ারে সংরক্ষণ, যানবাহন ক্রয়/রক্ষণাবেক্ষণ/জ্বালানী/মেরামত, বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ, দরপত্র আহ্বান, ষ্টেশনারী, অফিসের আসবাবপত্র, মালামাল, দ্রবাদি, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ, ষ্টোর ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম, সদর দপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভ্রমণসূচি ও প্রধান কার্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ পোষাক প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন। প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রমের অফিস আদেশ প্রশাসন শাখা থেকে জারী।

**প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৮ জন কর্মচারীর স্বাভাবিক পেনশন মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া কর্মকর্তা/কর্মচারী ২৯ জন অফেরতযোগ্য জিপিএফ অগ্রিমের আদেশ মঞ্জুর এবং ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

**নিয়োগ ও পদোন্নতিঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শূন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩০০টি পদ শূন্য রয়েছে; যার মধ্যে নন-ক্যাডার ৯ম ও ১০ম শ্রেণিভুক্ত ২২টি পদের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ছাড়পত্র অনুযায়ী উক্ত পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি অনুযায়ী শূন্য পদে পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ক্যাডার নিয়োগ বিধি ও ক্যাডার সংশ্লিষ্ট ক্যাডার কম্পোজিশন সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৮ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**অবকাঠামোঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৭টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া ১১টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৩টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ৬৩টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

**স্থাবর সম্পত্তিঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও এমওইউ এর মাধ্যমে অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৫.১৮ একর।

**যানবাহনঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৮টি যানবাহন রয়েছে। টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহন দাপ্তরিক কাজে এবং সেন্ট্রাল মার্কেটের যানবাহন মার্কেটের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। যানবাহনের বিবরণঃ

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০২টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৭টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।

**মামলাঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ০১টি বিভাগীয় মামলা রুজু হয়েছে। এছাড়া হাইকোর্টে রীট মামলা ৬টি, আপীল বিভাগে ৩টি এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালে ০১টি মামলা চালু রয়েছে।

**নামজারিঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৮টি জেলায় ভূমির নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

**সাজ-পোষাকঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গাড়ীচালকসহ ২০তম গ্রেডের মোট ১২ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

**লাইব্রেরীঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১১৭৭টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

**আইসিটি সরঞ্জামাদিঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ২৬৫টি সিপিউ, ২৭৪টি মনিটর, ২৯০টি-কী বোর্ড, ২৯০টি মাউস, ৫০টি ল্যাপটপ (রাজস্ব ও প্রকল্পসহ), ৬৫টি ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৬টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৭৫টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামাদির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

**জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্তঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

**প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরি পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তাগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সবজি মেলা ও আইসিটি মেলাসহ বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

**সেন্ট্রাল ডেসপাচঃ**

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৬, ৫৩২টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং হার্ড ফাইলে ও ই-নথির মাধ্যমে ৫, ৫৩১টি পত্র ও প্রতিবেদন ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

| ক্র: নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর | বিষয় | ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ০১. | ড. মোহাম্মদ মুসলিম<br>পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) (যুগ্মসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৫৯১<br>মোবাইলঃ ০১৫৫৯৭২৯৯৯৯<br>ই-মেইলঃdrmuslim1967@gmail.com |
| ০২. | ড. মোহাম্মদ মুসলিম<br>পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব) (যুগ্মসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৫৯১<br>মোবাইলঃ ০১৫৫৯৭২৯৯৯৯<br>ই-মেইলঃdrmuslim1967@gmail.com |
| ০৩. | ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম<br>উপপরিচালক (কৃষি ব্যবসায় উন্নয়ন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৫০<br>মোবাইলঃ ০১৭১২৫৬৮১৫৪<br>ই-মেইলঃrafiqsrdi@gmail.com |
| ০৪. | জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক<br>উপপরিচালক (উপসচিব)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭১৬২৫৫১৪৮<br>ই-মেইলঃrepon303@yahoo.com |
| ০৫. | মোঃ আমীর হামজা<br>সহকারী প্রোগ্রামার<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | মোবাইলঃ ০১৭৪৪৯৫২৮৯৯<br>ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃhamza.ap.dam@gmail.com |
| ০৬. | মোঃ নাইম খন্দকার<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কল্যাণ কর্মকর্তা | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭২৮০০৪২১১<br>ই-মেইলঃnayemkhondokar99@gmail.com |
| ০৭. | মোঃ আমীর হামজা<br>সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | মোবাইলঃ ০১৭৪৪৯৫২৮৯৯<br>ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫<br>ই-মেইলঃhamza.ap.dam@gmail.com |
| ০৮. | জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>সহকারী পরিচালক (বাজার নিয়ন্ত্রণ)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৩৮<br>মোবাইলঃ ০১৭৭০৫৫১২৩৭<br>ই-মেইলঃrkshahu@gmail.com |
| ০৯. | মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা) | ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ সম্পর্কিত’ | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০ |

| ক্র: নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর | বিষয় | ফোন, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | | ই-মেইলঃprogrammer@dam.gov.bd |
| ১০. | জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)’ বাস্তবায়ন | ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৪৬<br>মোবাইল: ০১৭২৩৩৮২৯১৪<br>ই-মেইল: adres3@dam.gov.bd |
| ১১. | জনাব মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture বাস্তবায়ন | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০<br>ই-মেইলঃprogrammer@dam.gov.bd |
| ১২. | জনাব সুলতানান নাসিরা<br>সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ-১)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৪৩<br>মোবাইলঃ ০১৯১৪৩৯০২৬২<br>ইমেইলঃsultanannasira@gmail.com |
| ১৩. | জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান<br>উপপরিচালক (আরইটিসি)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | Public Private Partnership (PPP)-এর ফোকাল পেয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৩৮<br>মোবাইলঃ ০১৭৭০৫৫১২৩৭<br>ই-মেইলঃrkshahu@gmail.com |
| ১৪. | ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম<br>উপপরিচালক (কৃষি ব্যবসায় উন্নয়ন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | Delta Plan- এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৫০<br>মোবাইলঃ ০১৭১২৫৬৮১৫৪<br>ই-মেইলঃrafiqsrdi@gmail.com |
| ১৫. | মোঃ নাইম খন্দকার<br>সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | Governance Performance Monitoring System (GPMS)-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোনঃ ৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭২৮০০৪২১১<br>ই-মেইলঃ<br>nayemkhondokar99@gmail.com |
| ১৬. | জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম<br>সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | Sustainable Development Goals (SDG)-বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৪৬<br>মোবাইল: ০১৭২৩৩৮২৯১৪<br>ই-মেইল: adres3@dam.gov.bd |
| ১৭. | জনাব মোঃ আল আমিন সরকার<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি)<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | “জুলাই পূণর্জাগরণ” অনুষ্ঠানমালা-২০২৫ | ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪৪২<br>মোবাইলঃ ০১৭১৩৭২৮৭৩০<br>ই-মেইলঃprogrammer@dam.gov.bd |

# ফিল্ড সার্ভিস শাখা

**ফিল্ড সার্ভিস শাখার গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী:**

- অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ছুটি, বদলি, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত সুপারিশ মহাপরিচালক বরাবর অগ্রগামীকরণ;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বিধি অনুযায়ী খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বছরভিত্তিক অডিটের ব্যবস্থা করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান;
- বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার নিমিত্ত আইসিটি ও কম্পিউটার সামগ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা করা;

- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো থেকে সদর দপ্তরে প্রেরিতব্য প্রতিবেদনগুলো যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা; এবং
- মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করা;

# হিসাব শাখা

হিসাব সংক্রান্তঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১০০টি উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

**আর্থিক বাজেট ২০২৪-২৫ অর্থ বছরঃ টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাবঃ**

| মূল বাজেট | সংশোধিত বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | সমর্পণ |
|---|---|---|---|
| ৫৩৩,৩৩০.০০ | ৫১০,১৫৮.০০ | ৪৭৬,৫৯৮.০০ | ৩৩,৫৬০.০০ |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+ উন্নয়ন+কর্মসূচী):**

| ক্রমিক নং | বিবরণ | বাজেট | সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|
| ১ | অনুন্নয়ন | ৫৩৩,৩৩০.০০ | ৫১০,১৫৮.০০ |
| ২ | উন্নয়ন | ৩২,৫২২.০০ | ২২,৭৩৮.০০ |
| ৩ | কর্মসূচী | ১৩৯.০০ | ১৩৯.০০ |
| সর্বমোট | | ৫৬৫,৯৯১.০০ | ৫৩৩.০৩৫.০০ |

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটঃ**

| ক্রঃ নং | কোড নং | বিবরণ | বাজেট | ২০২৪-২৫ সংশোধিত বাজেট |
|---|---|---|---|---|
| | | (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় | | |
| ১ | ৩১০০ | নগজ মজুরী ও বেতন | ৩৫১,০৩০.০০ | ৩২৫,৫০০.০০ |
| ২ | ৩২০০ | পণ্য ও সেবার ব্যবহার পণ্য | ১৬১,৯০০.০০ | ১৬৫,৩৫৮.০০ |
| ৩ | ৪১০০ | অ-আর্থিক | ২০,৪০০.০০ | ১৯,৩০০.০০ |
| সর্বমোট | | | ৫৩৩,৩৩০.০০ | ৫১০,১৫৮.০০ |

# প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

## ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখার কার্যাবলী:

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল সিনিয়র/কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে সমন্বয় করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আয়োজিত প্রশিক্ষণের সমন্বয় করা;
- বাংলাদেশ বেতারের কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান কার্যক্রমে অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ত্রৈমাসিক বিপণন সাময়িকী “কৃষি বিপণন বার্তা” প্রকাশ;
- অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক কাজের সমন্বয় করা।

**সমন্বয় সভার আয়োজনঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ- পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মাসিক এ সভায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণও পরবর্তী সভার তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে-

- অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহের ১১টি অগ্রগতি

  প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি

প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে; এবং
- বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ডফাইলে ১৯২টি এবং ডি-নথিতে ২১৫টি পত্র জারী করা হয়েছে।

## দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

### দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

আধুনিক সেবা প্রদান পূর্বশত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, 'সরকারি কর্মসম্পাদনে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ব্যবহার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "Essential Rules and Regulations of Bangladesh" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, 'উৎপাদক এবং ক্রেতার মধ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিজপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অফিস এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, "Nutrition and Safe Food" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সরকারি কর্মসম্পাদনে তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানির তথ্য বিশ্লেষণ এবং বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগ এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত ৬৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৫০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে।

## রপ্তানি উন্নয়ন শাখা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দেশের কৃষিপণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও বাজার বৈচিত্র্যকরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুসংগঠিত ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত করার লক্ষ্যে **"রপ্তানি উন্নয়ন শাখা"** কাজ করে এবং সরকারের রপ্তানি নীতিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিযাজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করে।

দেশের কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ বৃদ্ধি, রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনকৃত নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য রপ্তানি জন্য বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে এ শাখা নিয়মিতভাবে রপ্তানিকারক, কৃষক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে যার মাধ্যমে রপ্তানির মান, প্যাকেজিং, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা এবং রপ্তানি নীতির প্রয়োজনীয় দিকসমূহ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদান করা হয়।

তাছাড়া, রপ্তানিকারকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, কারিগরি সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থেকে দেশের রপ্তানিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

**১. প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত অর্জন**

**রপ্তানি রোডম্যাপ প্রণয়ন :** বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানি রোডম্যাপ চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের (কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক, গবেষক, ভোক্তাসহ অন্যান্য) মতামত নিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এটি রপ্তানি প্রসারে একটি কার্যকর ও ফলপ্রসূ দিকনির্দেশনা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

**আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ** : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে ।

**প্রবিধানমালা:** অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব বাজারে মানসম্মত কৃষিপণ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "কৃষি বিপণন (হিমাগার ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করা হচ্ছে।

**যোগাযোগ ও সমন্বয়** : রপ্তানিকারকদের সহায়তার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের বাণিজ্য মেলা, রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য  কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইট, ই-মেইলে, বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে, যা দ্রুত যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

### ২. বাজার প্রবেশাধিকার ও কারিগরি সহায়তা

- **বাজার প্রবেশ নির্দেশিকা :** ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের ১০টি দেশে কৃষিপণ্য প্রবেশের রপ্তানির পূর্বশর্তসমূহ সম্বলিত “Market Entry Requirement Guidelines” প্রস্তুত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা রপ্তানিকারকদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন,  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া,  যুক্তরাজ্য,  আমেরিকা, ভারত, কাতার, চীন, জাপান ও মালয়েশিয়ায় কৃষিপণ্য রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।
- **রপ্তানিকারকদের ডাটাবেজ তৈরী:** কৃষিপণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হচ্ছে যার মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান রপ্তানিকারকদের এবং কৃষিপণ্য রপ্তানি সর্ম্পকে সার্বিক ধারণা পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে।

### ৩. রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ (২০২৪-২০২৫)

**প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা :** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও রপ্তানিকারকেদের সমন্বয়ে রপ্তানি সংক্রান্ত ০২টি  প্রশিক্ষণ ও ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

**আম রপ্তানিতে সহায়তা :** বিশ্বব্যাপী আমের বাজার সম্প্রসারণে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) এর সহায়তায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে ২৫ জন আম রপ্তানিকারকের সমন্বয় উন্নত প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল "*Styrofoam*" সরবরাহ করা হয়েছে এবং দেশে Styrofoam উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**পরামর্শ ও সহযোগিতা** : রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য উপাত্ত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রয়েছে এবং রপ্তানিকারকদের সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

### ৪. রপ্তানি ক্ষেত্রে সাফল্য (২০২৪-২০২৫ অর্থবছর):

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরটি কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। রপ্তানিকারকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে রপ্তানি বিষয়ক তথ্যাদি নিচে সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

#### ক. সমুদ্রপথে ফল রপ্তানিতে ঐতিহাসিক অর্জন

এই প্রথমবার বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে আম ও কাঁঠাল সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে সফলভাবে পাঠানো হয়েছে, যা আকাশপথের একচেটিয়া নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছে।

| রপ্তানিকৃত ফল | মোট রপ্তানির পরিমাণ | প্রধান রপ্তানি গন্তব্য ও পরিমাণ | সাশ্রয়ী সুবিধা |
| --- | --- | --- | --- |
| আম | ৩৯.১৪১ কেজি (সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে) | যুক্তরাজ্য (১৭,৮৭৭ কেজি), ইউএই (১৪,৫৮০ কেজি), যুক্তরাষ্ট্র (৩,৮৩৪ কেজি) | সমুদ্রপথে প্রতি কেজিতে প্রায় ১৪৬-১৪৭ টাকা খরচ সাশ্রয়। |
| কাঁঠাল | ১,৫৩১ টন (মোট রপ্তানি)। ৩.৫ টন সমুদ্রপথে। | মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও আয়ারল্যান্ড। | সমুদ্রপথে কেজিপ্রতি খরচ ৪১৩-১৪ টাকায় নেমে আসে। |
| সুগন্ধি চাল | বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার ইন্সপেকশনের মাধ্যমে অনুমোদন পেয়ে ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করেই এই চালান পাঠানো হয়। | ৩৯ মেট্রিক টন | এতে কৃষক ও ব্যবসায়ী উভয়ই। লাভবান হবেন এবং দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। |

**তথ্যসূত্র : রপ্তানিকারকদের নিকট হতে whatsapp এ প্রাপ্ত।**

**৫. ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা**

সমুদ্রপথে কৃষিপণ্য রপ্তানির নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সুগন্ধি চালের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্য এক যুগান্তকারী সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভবিষ্যতে নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টি, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং রপ্তানি-উপযোগী আধুনিক প্যাকেজিং ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের সমন্বয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ পরিবহন প্রক্রিয়ায় ফল ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা, রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রোডম্যাপে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্য রপ্তানি খাত আরও শক্তিশালী, প্রতিযোগিতামূলক ও গতিশীল অবস্থানে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়।

# আইসিটি সেল

## আইসিটি শাখার কার্যাবলী:

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বাজারদর সম্পর্কিত নতুন সেবা বক্সে মাসিক কৃষকপ্রাপ্ত / পাক্ষিক বাজারদর এবং মাসিক পাইকারী গড় বাজারদর ও মাসিক খুচরা গড় বাজারদর নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে।
- ২০১২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষকপ্রাপ্ত দাম, পাক্ষিক বাজারদর, এবং পাইকারী ও খুচরা গড় বাজারদরের আর্কাইভ ডাটা আপলোড করা হচ্ছে।
- হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকের মতো অনলাইন গ্রুপের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি সংক্রান্ত কারিগরি সমস্যা এবং অন্যান্য শাখা সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টাল, বাজারদর সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, কৃষি ব্যবসার অনলাইন প্লাটফর্ম, অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন লাইসেন্সিং প্লাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপসভিত্তিক বিপণন কার্যক্রম নিয়মিত ব্যাবহার ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েবসাইটের বাজারদর লিংকে গিয়ে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন পণ্যের মূল্য প্রতিবেদন, যেমন ঢাকা মহানগরীর যৌক্তিক পাইকারী ও খুচরা বাজারদর, দৈনিক বিভাগীয় খুচরা বাজারদর, জেলার বাজারের খুচরা ও পাইকারী মূল্য প্রতিবেদন, উপজেলাভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন, দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, মাসভিত্তিক গড় বাজার দর, তুলনামূলক বাজার দর বিবরণী, গ্রাফিকাল রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের (MOA) জন্য Integrated Digital Service Delivery Platform কার্যক্রমের আওতায় লাইসেন্স, ওয়ারহাউজ, বাজার অবকাঠামো, বাজার সংযোগসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের অটোমেশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে লাইসেন্স, বাজার ডিরেক্টরি ও বাজার সংযোগ অটোমেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং জনগণ উপকৃত হচ্ছে।
- অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশি কৃষিপণ্য আমদানিতে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক কৃষি বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ওয়েবভিত্তিক সাধারণ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।
- যেকোনো স্থান থেকে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে এবং কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের অবহিত করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন দপ্তরগুলোর ডিজিটাল সেবা প্রদানে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের নাগরিক সেবার হালনাগাদ তথ্য সারণী প্রকাশ: অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবার হালনাগাদ তথ্য সারণী নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে জনগণ সহজেই সেবা সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য জানতে পারে।
- ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি (ইজিপি) চালুর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে ডিজিটাল স্বাক্ষর এবং হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, যা দাপ্তরিক কাজের গতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে।
- ডি-নথি, ওয়েবপোর্টাল এবং অন্যান্য আইসিটি বিষয়ক কর্মসম্পাদনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- নাগরিকদের আবেদন ও অভিযোগ সহজে গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে, যা জনগণের সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজতর করছে।
- দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব এবং কার্যকর।
- ই-এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী ভিশন, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি (বিশেষ করে ফসল উপখাত) খাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিমকে আইসিটি সেলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইসিটি সেল থেকে সার্বিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যা কৃষি ব্যবসা ও বাজার সংযোগের আধুনিকীকরণে সহায়ক হবে।
- Government Resource Planning (GRP) সিস্টেমের মাধ্যমে অফিস ব্যবস্থাপণাসহ ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রক্ষনাবেক্ষন করাসহ যাবতীয় সহযোগিতা করা হচ্ছে।

মাইগভ প্লাটফমের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সর্বমোট ১৪ টি অভ্যন্তরীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- কর্মচারিদের চাকরি স্থায়ীকরণ ;
- কর্মচারিদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুর (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর)
- প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) চূড়ান্ত পরিশোধের আবেদন ;
- চাকরি হতে অব্যহতির জন্য আবেদন ;
- কর্মচারিদের অবসর, পিআরএল আবেদন ;
- কর্মচারিদের বহি:বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর ;
- শ্রান্তি-বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরীর আবেদন ;
- গাড়ি রিকুইজিশনের আবেদন ;
- পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান ;
- কর্মকর্তাদের দেশ / বিদেশে উচ্চ শিক্ষার (এমফিল, এমএস বা সমমান ও পিএইচডি বা সমমান) জন্যে আবেদন;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন ;
- কর্মচারিদের লাম্পগ্র্যান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর ;
- কর্মচারীদের ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরী ;
- কর্মচারীদের প্রাপ্যতা মোতাবেক বাসা বরাদ্দ ;
- পিআরএল শুরুর সময় অথবা বদলিজনিত কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারদীদের না-দাবি প্রত্যায়ন পত্র প্রদান ;

## কৃষি বিপনন অনলাইন মার্কেট ডিরেক্টরি প্লাটফর্ম বিষয়কঃ

১) বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪ জেলা কার্যালয় এবং ৪ টি উপজেলা কার্যালয় এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত বাজারসমূহ হতে দৈনিক বাজারদর (খুচরা, পাইকারি) এবং সাপ্তাহিক (কৃষকপ্রাপ্ত বাজার) এর উৎপাদক মূল্য এন্ট্রি করা হচ্ছে ।

২) দৈনিক বাজারদর প্রকাশের লিংক (www.service.moa.gov.bd) যা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) -এর বাজারদর মেনুতে যুক্ত করা রয়েছে।

৩) উক্ত ওয়েবসাইটের এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় বাজারদর রিপোর্ট ডাউনলোড করে নিচ্ছে। এই মূল্য তালিকা বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৪) প্রতিদিনের প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের বাজারদর ওয়েবসাইটের স্ক্রল আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

৫) সকল কার্যালয় হতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজারদর প্রকাশকরণে যাবতীয় কারিগরী সমস্যার সমাধান আইসিটি শাখা দিয়ে থাকে।

৬) দৈনিক বাজারদর তথ্য ওয়েবসাইটের পাশাপাশি নাগরিক সেবা সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। উক্ত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে অতি সহজে সকল জেলার বাজারদর দেখা যায়। ইতিমধ্য অ্যাপ্লিকেশনটি গুগোল প্লে-স্টোরে রয়েছে, লিংক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়েছে।

দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খামারবাড়ী, প্রথম ভবন, ৫ম তলা, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন

বিভাগ : ঢাকা
জেলা : ঢাকা
উপজেলা : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
বাজার : কাওরান বাজার , মিরপুর ১ নং বাজার , আবদুল্লাহপুর বাজার, বনশ্রী বাজার , হাতিরপুল বাজার , মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, নিউ মার্কেট, রূপনগর কাঁচাবাজার, তেজগাঁও বাজার
মূল্যের ধরণ : পাইকারি, খুচরা
মূল্যের তারিখ : ১৮/০৯/২০২৪

| পণ্যের গ্রুপ | পণ্যের নাম ও বিবরণ | একক | খুচরা দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর - সর্বোচ্চ দর | একক | পাইকারি দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর- সর্বোচ্চ দর |
|---|---|---|---|---|---|
| খাদ্যশস্য | চাল -আমন - সরু | কিলোগ্রাম | ৬৮-৮০ | কুইন্টাল | ৬,৪০০-৭,৩০০ |
| খাদ্যশস্য | চাল -আমন - মোটা | কিলোগ্রাম | ৫৩-৫৮ | কুইন্টাল | ৪,৯০০-৫,৪০০ |
| খাদ্যশস্য | চাল -বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি | কিলোগ্রাম | ৬০-৬২ | কুইন্টাল | ৫,৫০০-৫,৭০০ |
| খাদ্যশস্য | আটা (লুজ) - সাদা | কিলোগ্রাম | ৪২-৪৫ | কুইন্টাল | ৩,৬০০-৩,৭০০ |
| ডাল | ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের | কিলোগ্রাম | ১৭০-১৭৫ | কুইন্টাল | ১৫,৫০০-১৬,০০০ |
| ডাল | ছোট মুগ ডাল (দেশি - সাধারণ | কিলোগ্রাম | ১৪০-১৫০ | কুইন্টাল | ১২,৯০০-১৩,৬০০ |

**বাজারদর সম্পর্কিত মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন**

বাজারদর
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

BN
লগ ইন
কৃষি পণ্যের বাজারদর
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দৈনিক জাতীয় গড় বাজারদর (খুচরা)
ধান -
দৈনিক জাতীয় গড় বাজারদর (পাইকারি)
ন - আমন - দেশীয় - সরু (কুইন্টাল) ৩৫০০.০০ - ৩
আজকের বাজার দর
বিভাগ ভিত্তিক বাজার দর
পণ্য ভিত্তিক সামগ্রিক চিত্র
পণ্যের মাস ভিত্তিক মূল্য চার্ট
মানচিত্র অনুযায়ী বাজার রিপোর্ট
২০২৪-০৯-১৯ | পাইকারি মূল্যের আপডেট তারিখ

BN
লগ ইন
কৃষি পণ্যের বাজারদর
চাল -আমন - সরু
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৭০.৯৩ - ৭৫.৯৩
আটা (প্যাকেটজাত)
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৫০.১৩ - ৫৩.২১
জিরা (বীজ)
১০ গ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৮.৪৫ - ৯.৭৫
শুকনা মরিচ (দেশীয়) - উচ্চমান সম্পন্ন
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৩৪১.৬৭ - ৪০৩.৩৩
দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০-৮৫০ গ্রাম)
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৪৮৬ - ৫০৮.৬৭
মাংস- গরু
কিলোগ্রাম
খুচরা দাম: ৳ ৬৯৭.৯৮ - ৭২৯.৩৬

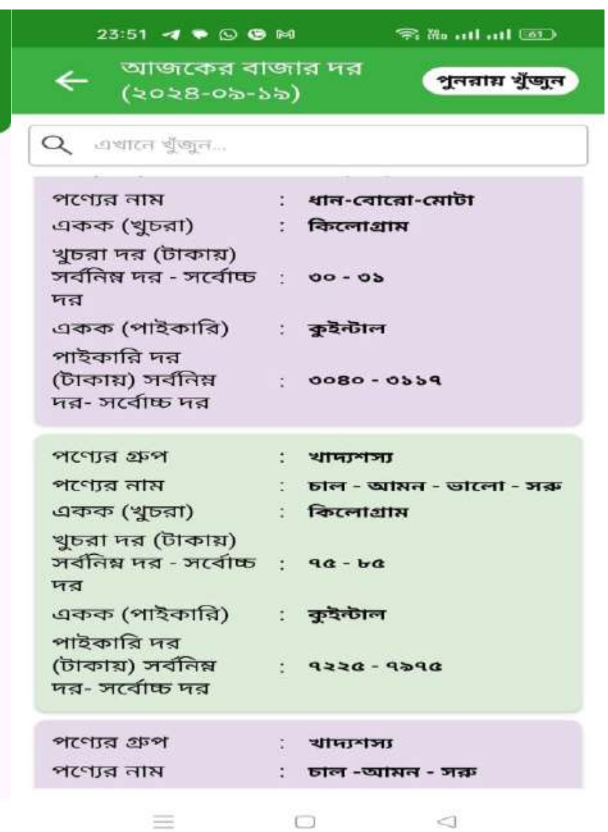
আজকের বাজার দর (২০২৪-০৯-১৯)
পুনরায় খুঁজুন
এখানে খুঁজুন...
পণ্যের নাম : ধান-বোরো-মোটা
একক (খুচরা) : কিলোগ্রাম
খুচরা দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর - সর্বোচ্চ দর : ৩০ - ৩১
একক (পাইকারি) : কুইন্টাল
পাইকারি দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর- সর্বোচ্চ দর : ৩০৪০ - ৩১১৭
পণ্যের গ্রুপ : খাদ্যশস্য
পণ্যের নাম : চাল - আমন - ভালো - সরু
একক (খুচরা) : কিলোগ্রাম
খুচরা দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর - সর্বোচ্চ দর : ৭৫ - ৮৫
একক (পাইকারি) : কুইন্টাল
পাইকারি দর (টাকায়) সর্বনিম্ন দর- সর্বোচ্চ দর : ৭২২৫ - ৭৯৭৫
পণ্যের গ্রুপ : খাদ্যশস্য
পণ্যের নাম : চাল -আমন - সরু

# অনলাইন লাইসেন্সিং ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

কৃষি বিপণন অধিদপ্তররের আওতায় প্রাথমিকভাবে ২০২২ সালে দেশের ০৮ টি বিভাগের ৮ টি জেলায় কার্যক্রম পাইলটিং আকারে চালু করা হয়। সফলভাবে পাইলটিং কার্য্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় পরবর্তীতে আরো ৮ টি জেলাসহ মোট ১৬ টি জেলায় অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া চালু করা হয় এবং চলমান রয়েছে।

ইতিমধ্যে উক্ত কার্যক্রমে সফটওয়ারের মাধ্যমে সর্বোমোট ৮৪৭৫ টি অনলাইন আবেদনের লাইসেন্সের নবায়ন ও ইস্যু সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রম কার্যকর হওয়ায় বাংলাদেশের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪ টি জেলা কার্যালয় এবং ৪ টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে অনলাইন লাইসেন্সিং কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত অনলাইন লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া গতিশীল করা, আরো প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ, উন্নতকরণ এবং সেবাটি সহজীকরণের উদ্দেশে প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ধাপে ধাপে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

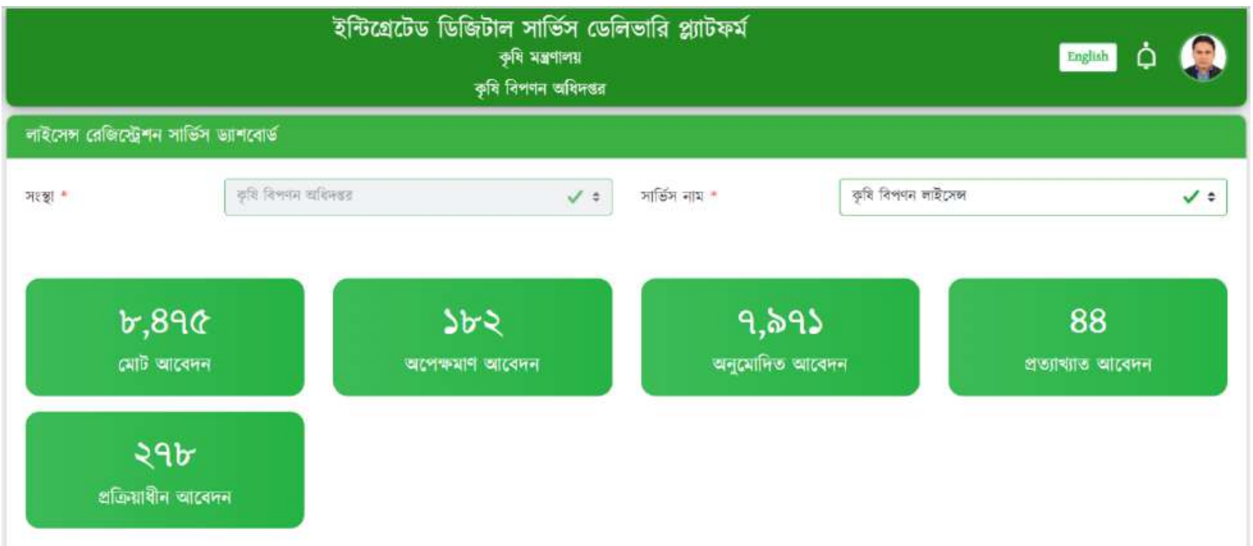

| নির্বাচন করুন | ক্রমিক নং | আবেদনের আইডি | সংস্থা | সার্ভিস | অবস্থা | নোট | ধরণ | অ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ১ | ৮৯৭৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু প্রক্রিয়াধীন | অনুমোদিত | নবায়ন | |
| ☐ | ২ | ৮৯৭২ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৩ | ৮৯৭১ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৪ | ৮৯৭০ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৫ | ৮৯৬৯ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৬ | ৮৯৬৮ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু প্রক্রিয়াধীন | ব্যবস্থা গ্রহণ... | নবায়ন | |
| ☐ | ৭ | ৮৯৬৭ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৮ | ৮৯৬৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নবায়ন | |
| ☐ | ৯ | ৮৯৫৬ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নতুন | |
| ☐ | ১০ | ৮৯৪৩ | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | কৃষি বিপণন লাইসেন্স | লাইসেন্স ইস্যু সম্পন্ন | ইস্যু করুন | নতুন | |

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ইস্যুকৃত লাইসেন্স(নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

# কৃষি বিপণন লাইসেন্স

[কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১, বিধি(৬), ফরম-২]

লাইসেন্স নং: DAM -

| | |
|---|---|
| মালিকের নাম | : |
| পিতার নাম/স্বামীর নাম | : |
| মাতার নাম | : |
| বর্তমান ঠিকানা | : |
| স্থায়ী ঠিকানা | : |
| ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম | : |
| ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | : |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | : |
| টেলিফোন/মোবাইল নম্বর | : |
| ব্যবসার শ্রেণী | : |
| কৃষিপণ্যের শ্রেণীবিভাগ (আইনের তফসিল ১ ও ২ অনুযায়ী) | : |
| কৃষিপণ্যের বিবরণ (আইনের তফসিল ১ ও ২ অনুযায়ী) | : |
| প্রজ্ঞাপিত বাজারের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | : |
| লাইসেন্স ফি(ভ্যাটসহ) | : |
| মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ | : |

ইহা কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি সার্টিফিকেট বিধায় স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

ওয়েবসাইট: www.dam.gov.bd I ইমেইল: dg@dam.gov.bd

# কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও ভোক্তা সহ কৃষি বিপণনে বিদ্যমান সকল অংশীজনকে কৃষক, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে একটিমাত্র প্লাটফর্মে এনে তাদের মধ্যে বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সরকার নিয়ন্ত্রিত উন্মুক্ত কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই হলো কৃষি বিপণন অনলাইন প্লাটফর্ম এর উদ্দেশ্য।

এছাড়াও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলঃ

- কৃষকের সাথে পাইকারী, আড়ৎদার, রপ্তানীকারক, সুপারশপ; পাইকারী বিক্রেতার সাথে খুচরা বিক্রেতা এবং খুচরা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সাথে ভোক্তার বাজার সংযোগ সৃষ্টি করা এবং দর কষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং ভোক্তাসাধারণের ক্রয়কৃত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা;
- উন্মুক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসায় মধ্যস্থকারবারির ভুমিকা হ্রাস করা;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৈরিকৃত অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্মটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস হিসেবে কাজ করবে যেখানে একাধারে সকল খুচরা বাজার, পাইকারি বাজার, কৃষকের বাজারসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের তথ্য সন্নেবেশিত থাকবে।
- একই প্লাটফর্ম থেকে বাংলাদেশের সকল অনলাইন প্রতিষ্ঠান থেকে সকল ধরনের কৃষিপণ্য পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে কেনা যাবে। ফলশ্রুতিতে একজন ক্রেতাকে পন্য ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক হাজার হাজার নাম , ইজার আইডি ও পাসওয়ার্ড মনে রাখার প্রয়োজন হবে না।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৈরিকৃত অনলাইন বিপণন প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারের ফলে সুষ্ঠু মনিটরিং নিশ্চিত হবে, ই-কমার্স কেলেংকারির কোনো সুযোগ কমে যাবে, উপযুক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রং করা সম্ভব হবে। কৃষক/উৎপাদক ও ভোক্তার জন্য সহায়ক বিপণন ব্যবস্থা তৈরি হবে।
- আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহারের দরকারও হবে না। একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে।

এছাড়া বিশেষ বাজার ব্যবস্থা (মার্কেট লিংকেজ প্রোগ্রাম) যার মাধ্যমে অনলাইনে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়ন যাতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার লাভবান হতে পারেন।

- ❑ ক্রেতা-বিক্রেতাগণ স্থানীয় বাজার ছাড়াও দেশব্যাপী যেকোন বাজারের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে;
- ❑ বিক্রেতাগণ ক্রেতার চাহিদা ও পণ্যমূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে;
- ❑ ক্রেতাগণ বিক্রেতার সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে সরাসরি দরকষাকষির ব্যবস্থা থাকায় ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে;
- ❑ গ্রেডিং সম্পর্কে নির্দেশনা থাকার ফলে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত হবে এবং অপচয় কমবে। সঠিক মান নিশ্চিতকরণের ফলে অধিক ক্রেতা আকৃষ্ট হবে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে ইত্যাদি।

# কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখা

**কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন শাখার কার্যাবলী:**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

**পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা মার্কেট):**

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন **"কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের''** আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। **''উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ''** প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্যের ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়। সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লেখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পের আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

**পটভূমি (গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার):**

সমাপ্ত "**বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে ফুলের একটি পাইকারী বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার নির্মিত হয়েছে যা পূর্বে "**গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেট**" নামে পরিচিত ছিলো। নির্মিত ফুলের পাইকারী বাজারে ফুল প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি  ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা আছে। দেশের ফুল চাষী

ও ব্যবসায়ীগণ এই বাজারের সুবিধা নিয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ফুল ব্যবসাকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০২২খ্রি. পর্যন্ত (১ম সংশোধিত)। এই বাজারটি সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের।

**বাজারের অবস্থান ও ধরণ:**

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত এবং ফুলের পাইকারী বাজার ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

| ক্রমিক নং | জেলার নাম | বাজারের সংখ্যা | | | | বাজারের ক্যাটাগরী |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | গ্রোয়ার্স | পাইকারী | ফুলের পাইকারী বাজার | মোট | |
| ১ | শেরপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ২ | বরিশাল | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৩ | যশোর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৪ | হবিগঞ্জ | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৫ | দিনাজপুর | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৬ | নোয়াখালী | - | ০১টি | - | ০১টি | পাবা বাজার |
| ৭ | ঢাকা | - | - | ০১টি | ০১টি | ফুলের পাইকারী বাজার |
| ৮ | রাজশাহী | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ৯ | রংপুর | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১০ | বগুড়া | ০৩টি | ০১টি | - | ০৪টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১১ | দিনাজপুর | ০৮টি | ০১টি | - | ০৯টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১২ | পাবনা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৩ | সিরাজগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৪ | পঞ্চগড় | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৫ | নীলাফামারী | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৬ | নওগাঁ | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৭ | লালমনিরহাট | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৮ | নাটোর | ০৪টি | ০১টি | - | ০৫টি | এনসিডিপি বাজার |
| ১৯ | ঠাকুরগাঁও | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১ | গাইবান্ধা | ০২টি | ০১টি | - | ০৩টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২২ | কুড়িগ্রাম | ০১টি | - | - | ০১টি | এনসিডিপি বাজার |
| ২৩ | জয়পুরহাট | ০৫টি | ০১টি | - | ০৬টি | এনসিডিপি বাজার |
| **সর্বমোট** | | **৬০টি** | **২১টি** | **০১টি** | **৮২টি** | |

**বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদিঃ**

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৮টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৯টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২৪টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। “কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন'' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা:**

| বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা | পাবা বাজার | এনসিডিপি বাজার |
|---|---|---|
| ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম | ০৬টি | - |
| ৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার | - | ০৭টি |
| দোকান/স্টল | ১৪৪টি | - |
| ওপেন স্পেস (সাধারণ) | - | ৬২০টি |
| ওপেন স্পেস (এফএমজি) | - | ৭২৮টি |
| মহিলা কর্ণার | - | ২৯৫টি |
| শেড | ১৮টি | - |
| কসাই খানা | ০৬টি | - |
| অফিস/ট্রেনিং রুম | ০৬টি | ৭৫টি |

**বাজার পরিচালনা পদ্ধতি:**

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার

অনুসন্ধানকারী সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা /পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনাও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

**বাজারের আয়-ব্যয়:**

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটি সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনাকমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

**এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়ের হিসাব:** **(লক্ষ টাকায়)**

| বাজারের ক্যাটাগরি | বাজারের সংখ্যা | **জুলাই/২০২৪ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত আয় (টাকা)** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মোট আয় | সরকারি কোষাগারে জমা | বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির একাউন্টে জমা | সালামী/টেন্ডার ও অন্যান্য দলিলপত্র |
| পাবা বাজার | ৬ টি | ৩.৯৮ লক্ষ (প্রায়) | ২.৯৭ লক্ষ (প্রায়) | ০.৯৯ লক্ষ (প্রায়) | ০.০২ লক্ষ (প্রায়) |
| এনসিডিপি বাজার | ৭৫ টি | ২৯.৯৫ লক্ষ (প্রায়) | ১২.৭৬ লক্ষ (প্রায়) | ১২.৩৮ লক্ষ (প্রায়) | ৪.৮১ লক্ষ (প্রায়) |
| মোট | ৮১ টি | ৩৩.৯৩ লক্ষ (প্রায়) | ১৫.৭৩ লক্ষ (প্রায়) | ১৩.৩৭ লক্ষ (প্রায়) | ৪.৮৩ লক্ষ (প্রায়) |

# আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ

আমাদের দেশের কৃষকগণের কাছে কৃষিপণ্যের বিপণন বিষয়টি অন্যতম বড় সমস্যা। তারা এ সমস্যাকে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপণ্য ও উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব ও কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর বিপরীতে তারা সম্ভাব্য কোনো সমাধান পায় না। সফল বিপণন ব্যবস্থার জন্য নিত্য নতুন দক্ষতা, কৌশল এবং তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত জনবল, প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকা ইত্যাদির কারণে আশানুরূপ ও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেনা। তথাপি করোনা মহামারির সময়েও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব কর্মস্থলের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ১৭২১ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিপণন সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় তন্মধ্যে ১০টিতে জনবলসহ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথাঃ

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর):**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী'র (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডাল-কলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ঢাকা)**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী'র (সিপিডি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে ৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।

- প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন;
- ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পাশে প্রশস্ত খোলা জায়গা ও একটি ব্যালকনি আছে;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, মাইক্রোফোন ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২৪০ জন কৃষক, কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী এবং নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের ‘কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন’ ও ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

**প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন**” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে টমেটো প্রক্রিয়াজাত করে সস বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

**ব্যবসায়ীদের ফুল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন**” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে হাতে-কলমে ফুল প্রক্রিয়াজাত করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা আয়োজিত “**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট কৃষি ও স্মার্ট বিপণন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন**” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা আয়োজিত “**কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন দক্ষতা উন্নয়ন**” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে মানিকগঞ্জের কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ।

## ২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম:

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ২২৮ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের "কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও প্যাকেজিং", "কৃষি পণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ" ও "উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক" প্রশিক্ষণ এবং ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তি" ও "ই গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ছুটি বিধিমালা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

| | |
|---|---|
| | |
| ০১.চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ০২.চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। |
| | |
| ০৩.ফেনী জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০১.চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও প্যাকেজিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ। |

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহীর বিগত এক বছরের গৃহীত সার্বিক কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদির প্রতিবেদন**

**প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ২০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে "ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের নিরাপদ মোড়কীকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" এবং "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু | প্রশিক্ষণের স্থান | প্রশিক্ষণের তারিখ | প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | "ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের নিরাপদ মোড়কীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং গরুত্ব" | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী। | ০৫/০৩/২০২৫ | ২৫ |
| ২ | "ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের নিরাপদ মোড়কীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং গরুত্ব" | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী। | ০৬/০৩/২০২৫ | ২৫ |
| ৩ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্ত উন্নয়ন" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ১৬/০৪/২০২৫ | ২৫ |
| ৪ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্ত উন্নয়ন" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ১৭/০৪/২০২৫ | ২৫ |
| ৫ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ১২/০৫/২০২৫ | ২৫ |
| ৬ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ১৩/০৫/২০২৫ | ২৫ |
| ৭ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ৩১/০৫/২০২৫ | ২৫ |
| ৮ | "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" | চৈতির আম বাগান, শিলিন্দা বটতলা, রাজশাহী | ০৪/০৬/২০২৫ | ২৫ |
| | | | মোট | ২০০ জন |

০৫/০৩/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত "ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের বিপণন কৌশল ব্যবস্থাপনা, কৃষিপণ্যের নিরাপদ মোড়কীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব" বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

৩১/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে "কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

**১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর কর্তৃক সাতক্ষীরা, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ জেলায় গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে**"কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশলের উপর কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী এবং কৃষক প্রশিক্ষণ"এবং "কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতিহ্রাস কৌশল, মূল্যসংযোজন ও বাজার ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক"** বিষয়ে যশোর জেলায় ১৮০ জন এবং**"কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন,বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ"** বিষয়ে সাতক্ষীরা,গোপালগঞ্জ ও নড়াইল জেলায় ১২০ জনসহ মোট ৩০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপ্যণের ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যশোর জেলায় আয়োজিত "কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী ও বিপণন কৌশলের উপর উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ী এবং কৃষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খামারবাড়ি,ঢাকা।

সাতক্ষীরা জেলায় আয়োজিত "কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন,বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাবা মোছাঃ শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ,খুলনা।

যশোর জেলায় আয়োজিত“কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন,বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব আরিফ হোসেন, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা(দাঃপ্রাঃ), গোপালগঞ্জ।

নড়াইল জেলায় আয়োজিত “কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্যসংযোজন,বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, যশোর।

যশোর জেলায় আয়োজিত“কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতিহ্রাস কৌশল,মূল্য সংযোজন ও বাজার ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর।

যশোর জেলায় আয়োজিত “কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতিহ্রাস কৌশল,মূল্যসংযোজন ও বাজার ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক  বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃআজাহারুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার

## (খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী):

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে খুলনায় অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের;
- ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে;
- প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

### ৫. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার)

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ২৩-০২-২০২৫ ইং তারিখে ''কৃষি পণ্যের উচ্চমূল্য প্রাপ্তিতে বিপণন কৌশল ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন " শীর্ষক প্রশিক্ষণ খুলনা উইমেন্স চেম্বার, ১৬ হাজী মহসিন রোড, খুলনা সিটি প্যালেস, খুলনা'তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে  জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম,উপপরিচালক(উপসচিব),কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা বিভাগ, খুলনা উপস্থিত ছিলেন।আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব আব্দুস সালাম তরফদার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩০ (ত্রিশ) জন নারী কৃষি উদ্যোক্তা, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

<u>চিত্র নং-০১ ( খুলনা প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)</u>

০২। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ২৯-০৪-২০২৫ ইং তারিখে ''কৃষি পণ্য সংগ্রোত্তর অপচয় রোধ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়ন " শীর্ষক প্রশিক্ষণ জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,বাগেরহাট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে জনাব সুমন হোসাইন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাগেরহাট উপস্থিত ছিলেন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব আব্দুস সালাম তরফদার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩০ (ত্রিশ) জন উদ্যোক্তা, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীরা প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

**চিত্র নং-০২ ( বাগেরহাট প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)**

০৩। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ১৯-০৫-২০২৫ ইং তারিখে ''কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিপণনে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ উপজেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ডুমুরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম,উপপরিচালক(উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা বিভাগ, খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আব্দুস সালাম তরফদার উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩০ (ত্রিশ) জন উদ্যোক্তা, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

**চিত্র নং-০৩ (ডুমুরিয়া প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)**

০৪। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ২৪-০৫-২০২৫ ইং তারিখে ‘‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল” শীর্ষক প্রশিক্ষণ জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,বাগেরহাট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে জনাব সুমন হোসাইন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাগেরহাট উপস্থিত ছিলেন। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব আব্দুস সালাম তরফদার প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩০ (ত্রিশ) জন উদ্যোক্তা, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

**চিত্র নং-০৪ ( বাগেরহাট প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)**

০৫। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ০৪-০৬-২০২৫ ইং তারিখে ‘‘কৃষি পণ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশলে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সম্মেলণ কক্ষ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আব্দুস সালাম তরফদার উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ৩০ (ত্রিশ) জন উদ্যোক্তা, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

**চিত্র নং-০৫ ( খুলনা প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)**

০৬।	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত গত ১৮-০৬-২০২৫ ইং তারিখে ''সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সম্মেলণ কক্ষ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম,উপপরিচালক(উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা বিভাগ, খুলনা এবং সভাপতি হিসাবে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আব্দুস সালাম তরফদার উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ২৪ (চব্বিশ) জন সরকারী কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন।

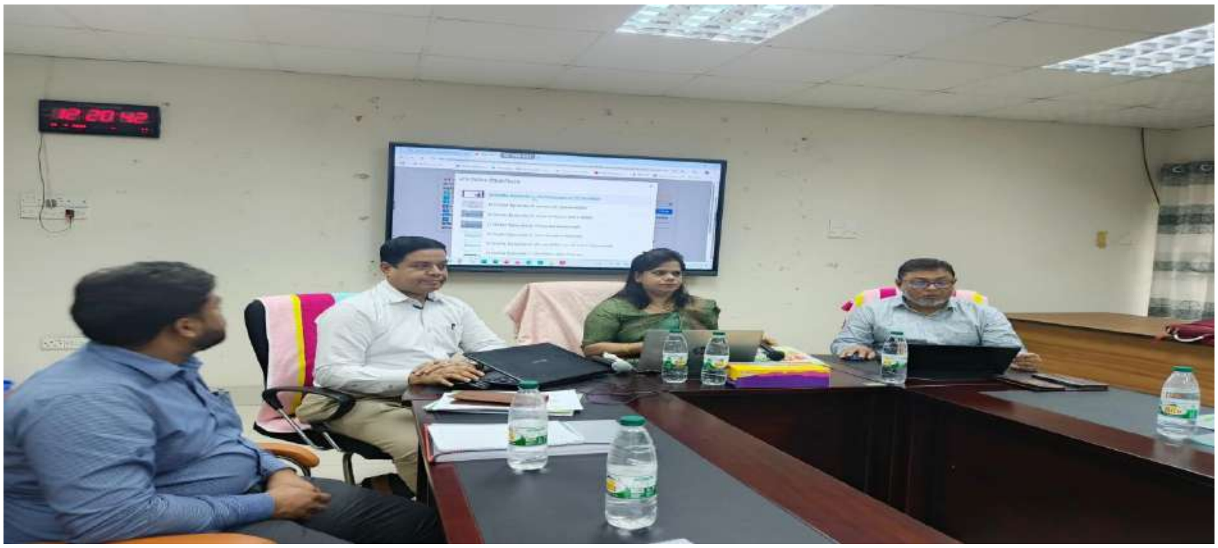

<u>**চিত্র নং-০৬ (খুলনা প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রধান অতিথি ও সভাপতিমন্ডলী)**</u>

## ৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর (অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩০/০৯/২০২৪ খ্রি.তরিখে **"কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ"** বিষয়ে রংপুর জেলায় ৬০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা,বিপণন কলাকৌশলসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুরের ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন,এম আলমগীর বাদশা,উপপরিচালক(উপসচিব),কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,রংপুর বিভাগ,রংপুর। এছাড়া প্রশিক্ষণ হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুল আল মামুন,সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ),আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,রংপুর।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক  গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২২/০৩/২০২৫ খ্রি.তরিখে**"কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ"** বিষয়ে রংপুর জেলায় ৩০ জন নারী কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুরের ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত। আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নারী উদ্যোক্তা আবিদা সুলতানা মিলি।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর কর্তৃক গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১/০৬/২০২৫ খ্রি.তরিখে**“কৃষিপণ্যে রপ্তানিকারকের এজেন্টগণেরবিষয়ক প্রশিক্ষণ”** বিষয়ে রংপুর জেলায় ৩০ জন কৃষক,রপ্তানিকাররেকের এজেন্ট,ব্যবসায়ীকে নারী কৃষি উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুরের ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে রপ্তানিকারেকের এজেন্ট,কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেন জনাব মো.শাকিল আকতার,সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। এ সময়ে তিনি কৃষি পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা,সমস্যা ও প্রতিবেশী দেশে কৃষি পণ্য রপ্তানির অন্তরায় এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

## ৭. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কুমিল্লা (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

| ক্রমিক নং | কার্যক্রমের শিরোনাম | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ০১ | বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট | - | |
| ০২ | বাজার সংযোগ সহায়তা | - | |
| ০৩ | কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরের প্রতিবেদন | - | |
| ০৪ | কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নিরুপণ | - | |
| ০৫ | লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও নবায়ন (সংখ্যা) | - | |
| ০৬ | বিবিধ খাতে রাজস্ব আদায় | আবাসিক কক্ষের রাজস্ব আদায় ১,৩২,৯১০/- (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত দশ টাকা) মাত্র। | |
| ০৭ | প্রকল্পের প্রদর্শনী স্থাপন (নাম ও সংখ্যা) | - | |
| ০৮ | প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ (ব্যাচ ও সংখ্যা) | - | |
| ০৯ | প্রদানকৃত প্রশিক্ষণের শিরোনাম ও ব্যাচ | ০১। ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, বিপণন কৌশল এবং রপ্তানী সম্ভাবনা শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ৯০ জন; ব্যাচ: ০৩<br><br>০২। কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ৯০ জন; ব্যাচ: ০৩<br><br>০৩। উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ৪৫ জন; ব্যাচ: ০২<br><br>০৪। কর্মকর্তা কর্মচারীদের “ইন হাউজ” প্রশিক্ষণ: প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ২২ জন; ব্যাচ: ০১<br><br>০৫। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ২৫ জন; ব্যাচ: ০১<br><br>০৬। সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের অংশীজনের সাথে আয়োজিত সভা। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: ৩০ জন; ব্যাচ: ০১ | |
| ১০ | অন্যান্য | - | |

উদ্যান জাতীয় ফসলের
বাজারজাতকরণে অন্তরায় ও উত্তরণ

OLEO

11:16
শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ

শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ

শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ইন হাউজ প্রশিক্ষণ-২০২৫

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ-২০২৫

সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনে অংশীজনদের অংশগ্রহণ

## ৮. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী (অফিস-কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার):

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী**

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নরসিংদীতে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

- চারতলা বিশিষ্ট অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকটি ফ্লোর ৩৫০০ বর্গফুট আয়তনের;
- ভবনটির প্রথম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং রুম এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন এর সংস্থান রয়েছে;
- প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

১. পরিচিতি:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নরসিংদীতে অবস্থিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি দেশের কৃষি খাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কেন্দ্রটি নরসিংদী সদর উপজেলায় অবস্থিত, যা ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলার কৃষি বিপণন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বিপণনে দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩. অবকাঠামো ও জনবল:

- প্রশিক্ষণ ভবন: আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ, লাইব্রেরি, ইত্যাদি;
- আবাসন সুবিধা: প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধা।
- অন্যান্য সুবিধা: ডাইনিং/ক্যাফেটেরিয়া, অফিস কক্ষ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী।

৪. প্রধান কার্যক্রম:

- প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন: কৃষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য বাজারজাতকরণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপণ্য রপ্তানি সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন; কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন (ই-নথি, অফিস ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল বিপণন প্রভৃতি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন।
- বাজার সংযোগ তৈরি: স্থানীয় কৃষিপণ্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে সহায়তা, পাইকারি বাজার, খুচরা বাজার ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের কৌশল শেখানো এবং বাজার বিশ্লেষণ, ভোক্তার চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

- উদ্যোক্তা উন্নয়ন:
  - উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালা: ব্যবসা পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
  - স্টার্ট-আপ সহায়তা: নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ-পরবর্তী পরামর্শ প্রদান;
  - মহিলা ও তরুণ উদ্যোক্তা উন্নয়নে অগ্রাধিকার, যাতে নতুন প্রজন্ম কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী হয়;
  - সফল উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা আয়োজন।

- গবেষণা ও প্রকাশনা: কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, পুস্তিকা ও গবেষণামূলক কার্যক্রম।

**৫. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম:**

- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ৪টি (অংশগ্রহণকারী ১২০ জন ও উদ্যোক্তা ৩৫ জন উপকৃত)।
- কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ২টি (অংশগ্রহণকারী ৫৫ জন ও উদ্যোক্তা ২০ জন উপকৃত)।
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কার্যকর বিপণন কৌশলের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ১টি (অংশগ্রহণকারী ২৫ জন ও উদ্যোক্তা ০৩ জন উপকৃত)।
- কর্মচারীদের জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ১টি (অংশগ্রহণকারী ২৫ জন)।
- লটকন ও কলা বিপণন সংক্রান্ত ২টি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- স্থানীয় উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে জেলা অফিসের সাথে সমন্বয়পূর্বক কার্য সম্পাদন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, নরসিংদী কৃষি খাতে টেকসই বাজার ব্যবস্থা ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

১. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী কর্তৃক 'কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

২. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরসিংদী কর্তৃক 'কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও এর প্রক্রিয়াজাতকরণ' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড় (ট্রেনিংসেন্টার)।**

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের গত ২০ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড় কার্যালয় পরিদর্শনকালে তাঁকে স্বাগত জানান জনাবা মোয়াল্লেমা খানম, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, পঞ্চগড় ও জনাবা নাছরিন আনোয়ারা, প্রশিক্ষক, বোদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড় কর্তৃক ২টি জেলায় (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও) গত ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গুদাম রক্ষক, গুদাম কমিটি, কৃষক , কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী, কৃষিপণ্য সংরক্ষণকারী, রপ্তানীকারকদের এজেন্টদের সহায়াতকারী, উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন, বীজ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল, প্রক্রিয়াজাতকারী, নারী উদ্দ্যেক্তা বিষয়ে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় মোট ২১০ জন কৃষক, রপ্তানী সহায়তাকারক, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বোদা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত বীজ সংরক্ষণে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ নাসির-উদ-দৌলা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামাবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বোদা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত বীজ সংরক্ষণ ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীর ছবি।

বীজ সংরক্ষণে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ড. ফাতেমা ওয়াদুদ, উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা),কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

বীজ সংরক্ষণে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের স্থির চিত্র। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড়

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন উপপরিচালক (উপসচিব), বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর, জনাব এন.এম. আলমাগীর বাদশা। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বোদা।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের স্থিরচিত্র। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বোদা, পঞ্চগড়।

প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন উপপরিচালক (উপসচিব), বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রংপুর, জনাব এন. এম. আলমগীর বাদশা। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বোদা, পঞ্চগড়।

কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাবা মোয়ালেম্মা খানম, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বোদা, পঞ্চগড়।

প্রশিক্ষণার্থীদের স্থির চিত্র। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড়।

গুদাম ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয় প্রশিক্ষণ শেষে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের দাড়িপাড়া গুদাম পরিদর্শন। পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শরীফ মোঃ ইসমাইল, ড.ফাতেমা ওয়াদুদ, পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জনাব শাহরিয়ার নাজির, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বোদা, পঞ্চগড়। আয়োজনে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড়।

কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী এবং কৃষিপণ্য রপ্তানীকারকের এজেন্টদের ফসল সংরক্ষণ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ। বিএডিসি হিমাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। আয়োজনে- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বোদা, পঞ্চগড়।

প্রশিক্ষণার্থীদের স্থির চিত্র। বিএডিসি হিমাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ- অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (মাগুরা ও চুয়াডাঙ্গা):

- সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবনটি ২০ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা অফিস ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে।
- প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবনের নিচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরি;

- মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেম আছে;
- এক পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং সংযুক্ত ওয়াশরুম আছে।

### আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা:

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা এ মে/২৫ খ্রিঃ ও জুন/২৫ খ্রিঃ মাসে আধুনিক কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা ও কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও বিপণন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অত্র জেলার কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা, সহকারী পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়সহ অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা এর আয়োজনে জুন/২৫ খ্রিঃ মাসে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও বিপণন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অত্র জেলার কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা মহোদয় সহ অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা এর আয়োজনে জুন/২৫ খ্রিঃ মাসে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন ও বিপণন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অত্র জেলার কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা, সহকারী পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয় সহ অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

অত্র কার্যালয়ের ওয়েবপোর্টাল চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদসহ জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেওয়া হয়।

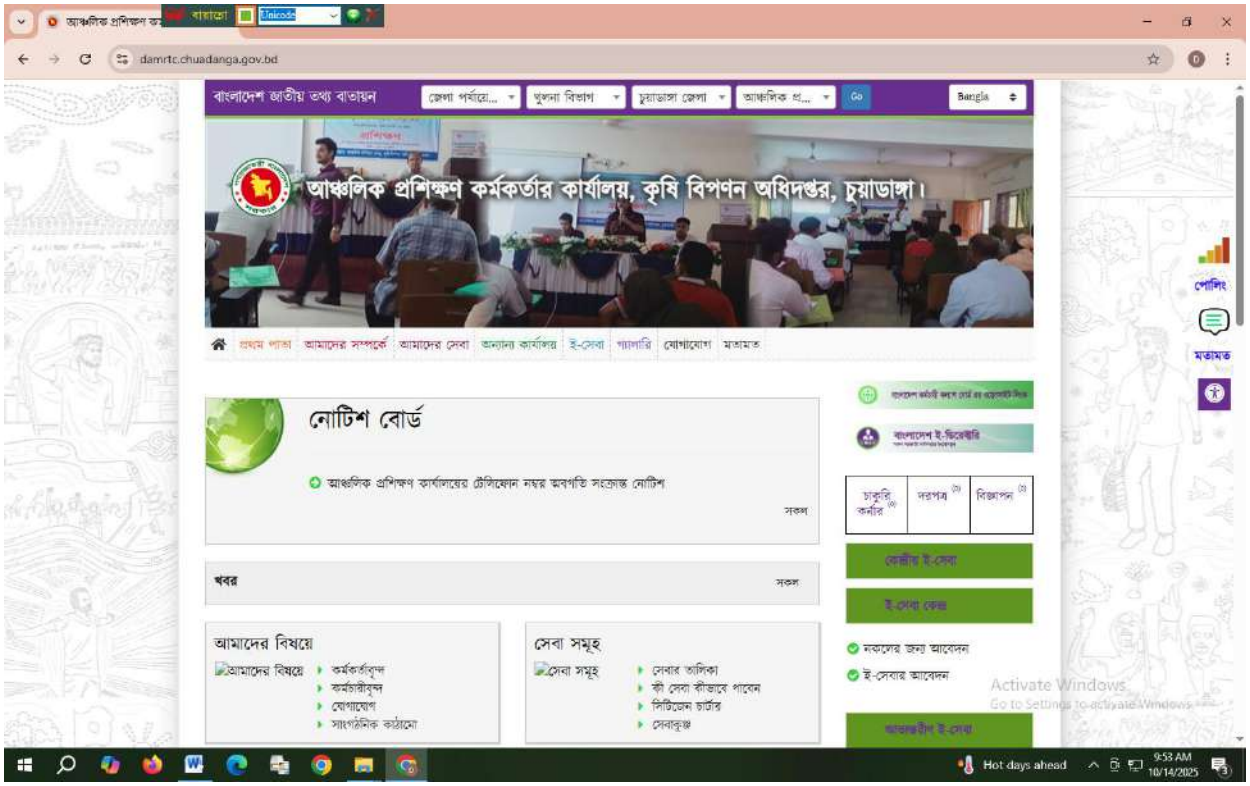


## ১০.আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা :

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’, ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও বিপণন কৌশল’, ‘ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত সহজিকরণ’, ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’, এবং ‘প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’ বিষয়ে মোট ১৫০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, নারীসহ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরায় ‘ফসল সংগ্রহোত্তর  ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও  বিপণন কৌশল’  বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকৃত কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

গত ১৪/১১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ  কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাদারীপুর-এ  আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক মাগুরা কর্তৃক ‘ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা উন্নায়ন ও  বিপণন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব ওমর মোঃ ইমরুল মহসিন, পরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব), প্রধান কার্যালয়।

০৪ মার্চ. ২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক ‘ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত সহজিকরণ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণের খন্ড চিত্র।

২৮/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মাগুরা কর্তৃক আয়োজিত‘‘প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষিপণ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন কৌশল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণের খন্ড চিত্র।

## আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,ময়মনসিংহ কর্তৃক, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলায় কৃষক, কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৩ জেলায় ৩টি ব্যাচে মোট ৯০টি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কৃষক, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারী বাজার সংযোগ বৃদ্ধিকরণ ভ্যালুচেইন ও সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নিরাপদ কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ময়মনসিংহ জেলায় ৩টি ব্যাচে ৯০জন কৃষক, কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ী,কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় ‘কৃষক ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের নিয়ে অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবহার ও বাজারজাতকারী, কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে কৃষিপণ্যের আহরণের পর ওয়াশিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও ব্রান্ডিং, পঁচনশীল কৃষিপণ্যের হিমাগারে সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এবং সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের আওতাধীন জেলাগুলি এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মচারীদের নিয়ে ৩০জন এর ১টি ব্যাচ ‘উল্লেখযোগ্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় ও প্রাসংগিক বিষয়াদি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ২১০ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,ময়মনসিংহ এর আওতাধীন ময়মনসিংহ জেলার কৃষক,ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে পচনশীল কৃষিপণ্যের হিমাগারে সংরক্ষণ,সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ এর আওতাধীন ময়মনসিংহ জেলার কৃষক, ব্যবসায়ীদের নিয়ে কৃষি পণ্য আহরণের পর ওয়াসিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,ময়মনসিংহ এর আওতাধীন ময়মনসিংহ জেলার কৃষক,ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে পঁচনশীল কৃষিপণ্যের হিমাগারে সংরক্ষণ, সরবরাহ ও মজুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের

**ঙ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

# বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম

## ঢাকা বিভাগ

### ১. ভূমিকা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর দেশের কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন, বাজার-সংযোগ সক্রিয়করণ এবং উৎপাদক–ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় এই বিভাগের কেন্দ্রীয় কার্যক্রমকে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগের কার্যক্রম আওতাধীন ১৩টি জেলা, ১৭টি উপজেলা ও ০২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। চলতি বছরজুড়ে বিভাগীয় কার্যালয় বাজার মনিটরিং, কৃষিপণ্যের মূল্য বিশ্লেষণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সরবরাহ চেইন উন্নয়ন এবং বাজার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

### ২. বার্ষিক কার্যক্রমের চিত্র

২.১ বাজার মনিটরিং, মূল্য সংগ্রহ ও লাইসেন্স কার্যক্রম

- বিভাগীয় পর্যায়ে ১৩টি জেলা এবং এর আওতাধীন বড় বড় বাজারে দৈনিক ও সাপ্তাহিক মূল্য সংগ্রহ;
- কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজালরোধ ও কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রয় রোধে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগে আওতাধীন জেলাসমূহ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৩৮২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে;
- লাইসেন্স ইসু ও নবায়ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে মোট ১৬৭৯টি নতুন লাইসেন্স ইসু করা হয়েছে। নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ৯৪৭২টি। লাইসেন্স ফি বাবদ মোট আদায় ৬৮.৩৫ (লক্ষ টাকায়) টাকার রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;

২.২ কৃষক বাজার ও সরাসরি বিপণন কার্যক্রম

- ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় কৃষক বাজার, নিরাপদ খাদ্য কর্নার ও সরাসরি বিক্রয় কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ;
- কৃষিপণ্য সংগ্রহ, বাছাই, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ এবং পর্যাপ্ত লজিস্টিক সহায়তা বিষয়ে উৎপাদকদের পরামর্শ প্রদান;
- কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে জেলায় জেলায় নতুন সরাসরি বাজার সংযোগ (Farmer-to-Consumer Linkage) স্থাপনে সহযোগিতা।

২.৩ কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জেলা কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং ও বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নতুন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরিতে পার্টনার প্রকল্পের সাথে একযোগে কাজ করা এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুতে সহায়তা;
- ব্যাংক-নন ব্যাংক অর্থায়ন, স্টার্টআপ লোন, ভর্তুকি ও ইনসেনটিভ বিষয়ে পরামর্শ সেবা;
- উদ্যোক্তা নেটওয়ার্কিং, B2B মিটিং ও বাজার সংযোগে প্ল্যাটফর্ম তৈরি।

২.৪ বাজার তথ্য ও ICT ব্যবস্থাপনা

- বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS)-এ সাপ্তাহিক/মাসিক রিপোর্ট আপলোড;

- ভোক্তা ও কৃষকদের জন্য বাজার তথ্য প্রচারণায় প্রতিটি জেলায় ডিসপ্লে বোর্ড প্রদান;

## ৩. চ্যালেঞ্জসমূহ

- কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে পর্যাপ্ত মধ্যস্বত্বভোগীমুক্ত বাজার কাঠামোর অভাব;
- বাজারে অস্থির পরিবহন ব্যয়, আবহাওয়াজনিত উৎপাদন ক্ষতি ও যোগান ঘাটতি;
- উপজেলা পর্যায়ে জনবল সীমাবদ্ধতা এবং তথ্য সংগ্রহের অবকাঠামোগত ঘাটতি;
- ভোক্তা ও উৎপাদক উভয়ের বাজার জ্ঞান সীমিত;
- তথ্যের ডিজিটালাইজেশন পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত নয়, ইত্যাদি।

## ৫. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কৌশল

৫.১ বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

- মোবাইল অ্যাপভিত্তিক বাজার তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু;
- ডেটা অ্যানালিটিক্স, AI-ভিত্তিক বাজার পূর্বাভাস সিস্টেম উন্নয়ন।

৫.২ কৃষিপণ্য মূল্য সংযোজন ও বাজার সম্প্রসারণ

- প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং-এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ;
- জেলা-উপজেলা পর্যায়ে Value Chain উন্নয়ন প্রকল্প চালুর সুপারিশ।

৫.৩ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও অর্থায়ন

- প্রতিটি জেলায় কৃষি উদ্যোক্তা হেল্পডেস্ক;
- ব্যাংক ও নন ব্যাংক-উভয় খাতের সাথে MoU স্বাক্ষর প্রস্তাব।

৫.৪ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন

- হাট-বাজার আধুনিকায়ন, কোল্ড চেইন ও সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনে স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয়।

## ৬. উপসংহার

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষক-ভোক্তা স্বার্থরক্ষা এবং বাজার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাজার তথ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সরাসরি বাজার সংযোগ এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফলে বিভাগীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে। আগামী দিনগুলোতে আরও আধুনিক, উদ্ভাবনী ও স্বচ্ছ বিপণন ব্যবস্থা গঠনে এই কার্যালয় কার্যক্রম আরও জোরদার করবে।

## খুলনা বিভাগ

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য যেন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায় এবং মজুদদারগণ যেন অতিরিক্ত মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ লিফলেট বিতরণ ও কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালিত সময়ের ছবি।

নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য তালিকা সম্বলিত প্রদর্শনী বোর্ড সদর বাজারসহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারের দর্শনীয় স্থানে স্থাপনের সময় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও বাজার কমিটির সভাপতিগণের সমন্বয়ে মূল্য তালিকা বোর্ড এর পাশে দাড়ানো ছবি।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা সদর বাজারে মতবিনিময় সভায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মাঠ ও বাজার পরিদর্শক ও বাজার কমিটির সদস্য, কৃষক, ব্যবসায়ী সমন্বয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা করা হয়।

উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা মহোদয় ২১/০৪/২০২৫খ্রিঃ তারিখ কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা পরিদর্শনকালের ছবি।

জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গার জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা উক্ত কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর ফুল বিপণন কেন্দ্র, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা পরিদর্শনকালে কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মাঠ ও বাজার পরিদর্শক ও ফুল ব্যবসায়ীগণের সমন্বয়ে ছবি।

**মতবিনিময় সভা ও ফরম বিতরণঃ**
গত ০৬/০৯/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, পার্টনার এসিপিইউ (ডিএএম অংগ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিএলআই-৭ ও ৯ এর আওতায় সাতক্ষীরা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়ে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা, "অন-দ্যা জব" প্রশিক্ষণ এবং পার্টনার ফার্মারস মার্কেটিং হাব নির্মাণের আবেদন ফরম পূরণের নির্দেশনাসহ ফরম বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

**কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য পরামর্শ কর্মশালা:**
গত ১৩/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এসিপিইউ, ডিএএম অংগ কর্তৃক আয়োজিত "সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা" ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তাক আহমেদ, জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব জি এম মহিউদ্দীন, উপপরিচালক (দাঃপ্রাঃ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মাসুদ রানা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার) এসিপিইউ, ডিএএম অংগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

**মতবিনিময় সভা:**
গত ০৯/০৯/২০২৪খ্রি. সাতক্ষীরা সদর বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

## MABS গঠন:

গত ০১/১২/২০২৪ খ্রি. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এসিপিইউ, ডিএএম অংগ এর আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার আড়ংপাড়া ও পাঁচরোখি গ্রামে মার্কেট এক্টরস বিজনেস স্কুল গঠন (পণ্যের নাম: আম) করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে সেশন পরিচালনা করেন মোছা: শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক(উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা। জনাব মাসুদ রানা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, পার্টনার (ডিএএম অংগ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। জনাব হাজিরা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, তালা, সাতক্ষীরা। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

**জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা:**

পবিত্র রমজানের সময় পণ্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখা ও  নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষে্ গত ২৩/০২/২০২৫ তারিখ জেলা প্রসাশক সাতক্ষীরা জনাব মোস্তাক আহমেদ মহোদয় এঁর সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা করা হয়। উক্ত সভায় জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সদস্যগণসহ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট  ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

**কৃষক প্রশিক্ষণ:**

গত ২৩/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখ SACP(RAINS) প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন ড: মো: রফিকুল ইসলাম উপপরিচালক  (উপসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। কৃষি বিপণন কর্মকর্তা (দা:প্রা:) এবং মাঠ ও বাজার পরিদর্শক সাতক্ষীরা।

**ভ্যালু চেইন বিষয়ক কর্মশালা:**

গত ১২/০৩/২০২৫ তারিখ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এসিপিইউ, ডিএএম অংগ কর্তৃক আয়োজিত ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০২৪ প্রচার বিষয়ক অংশীজনের কর্মশালা" ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোছাঃ শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কৃষিবিদ জনাব সাইফুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনাব সঞ্জীত কুমার দাস, উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ড. শিমুল মন্ডল, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, সাতক্ষীরা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মাসুদ রানা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার ডিএএম অংগ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সালেহ্ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা(দাঃপ্রাঃ), সাতক্ষীরা। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সাতক্ষীরা।

**কৃষক প্রশিক্ষণ:**

গত ২০/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখ SACP(RAINS) প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন মোছা: শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,খুলনা এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তা( দা:প্রা:), সাতক্ষীরা।

**প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটির গ্রুপ-০৩ এর ম্যাবস কার্যক্রম পরিদর্শন:**

গত ২৪/০৪/২০২৫খ্রি. তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "প্রোগাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এপিসিইউ ডিএএম অংগ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটির গ্রুপ-০৩ এর সদস্যগণ কর্তৃক সাতক্ষীরা জেলার সদরে গঠিত বাঁকাল-কুখরালী মার্কেট এক্টরস বিজনেস স্কুল পরিদর্শন। নেতৃত্বে ছিলেন জনাব শাহীন আখতার, যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জনাব শাহনাজ বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা, জনাব সুমন হোসাইন, আঞ্চলিক মনিটরিং অফিসার (পার্টনার-ডিএএম অংগ), খুলনা অঞ্চল ও কৃষি বিপণন কর্মকর্তা,বাগেরহাট এবং জনাব সালেহ্ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা(দাঃ প্রাঃ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা।

**কৃষকদের মাঝে ট্রলিসহ পাওয়ার টিলার হস্তান্তর:**

গত ২১/০৬/২৫খ্রি. তারিখে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় এসএসিপি RAINS প্রকল্পের আওতায় কৃষকের মাঝে ট্রলিসহ পাওয়ার টিলার হস্তান্তর করা হয়।

**সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর:**
গত ০১/০৬/২৫খ্রি. তারিখে SACP(RAINS) প্রকল্পের আওতায় তালা উপজেলা কৃষি অফিসার মহোদয়ের সভাপতিত্বে উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে বায়ার এগ্রিমেন্ট (সমঝোতা স্মারক) বেগুন ও পটল নিয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সাতক্ষীরা জেলায় পাঁচটি টার্গেট ছিল সব কয়টি সম্পন্ন হয়েছে।

## চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের একটি বৃহৎ প্রশাসনিক অঞ্চল এবং এটি পাহাড়, সমুদ্র, বন ও উপত্যকার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নোয়াখালীসহ মোট ১১টি জেলা নিয়ে গঠিত।
বাংলাদেশে 'কৃষি' অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিহার্য, কারণ এটি উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, কৃষক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ ১১ টি জেলা এবং নতুন ও পুরাতন মিলে ১৫ টি উপজেলায় নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলায় রাজস্ব খাতের আওতায় মোট ৭২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

**চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ:**
চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন মোট ১১টি জেলা কার্যালয় (তন্মধ্যে ৫ টি সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় ও ৬ টি কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়), ১৫ টি উপজেলা কার্যালয় এবং ২টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। বিভাগীয় কার্যালয়ে রাজস্ব খাতে ০৭ জন ও আউটসোর্সিং খাতে ০২ জন, বিভিন্ন জেলায় রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৪৬ জন ও আউটসোর্সিং খাতে ১০ জন এবং বিভিন্ন উপজেলায় রাজস্ব খাতে সর্বমোট ১৫ জন জনবল কর্মরত রয়েছেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন কার্যালয়ের ০৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রধান কার্যালয়ে এবং ০১ জন কর্মকর্তা (মাঠ ও বাজার পরিদর্শক) এসএসিপি প্রকল্পে সংযুক্তিতে রয়েছেন।

**জেলা: ১১ টি**

| ক্রম | জেলার নাম | জিও কোড | মোট জনবল | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | রাজস্ব | আউটসোর্সিং | |
| ১ | চট্টগ্রাম | ১৫ | ০৫ | ০১ | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ২ | কুমিল্লা | ১৯ | ০৬ | ০১ | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৩ | বান্দরবান | ০৩ | ০৩ | ০১ | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৪ | রাঙ্গামাটি | ৮৪ | ০৪ | ০১ | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৫ | খাগড়াছড়ি | ৪৬ | ০৪ | ০১ | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৬ | লক্ষ্মীপুর | ৫১ | ০৪ | ০১ | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৭ | ফেনী | ৩০ | ০৪ | - | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৮ | নোয়াখালী | ৭৫ | ০৩ | ০১ | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১২ | ০৪ | ০১ | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১০ | চাঁদপুর | ১৩ | ০৫ | ০১ | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১১ | কক্সবাজার | ২২ | ০৪ | ০১ | কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| | | সর্বমোট | ৪৬ জন | ১০ জন | |

**উপজেলা: ১৫ টি**

| ক্রম | জেলার নাম | উপজেলার নাম | মোট জনবল (রাজস্ব) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | চট্টগ্রাম | পটিয়া | ০২ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ২ | রাঙ্গামাটি | কাপ্তাই | ০২ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৩ | বান্দরবান | লামা | ০২ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৪ | খাগড়াছড়ি | রামগড় | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৫ | রাঙ্গামাটি | কাউখালী | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৬ | খাগড়াছড়ি | মাটিরাঙ্গা | - | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৭ | নোয়াখালী | বেগমগঞ্জ | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৮ | চাঁদপুর | হাজীগঞ্জ | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ৯ | লক্ষ্মীপুর | রায়পুর | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১০ | ফেনী | ছাগলনাইয়া | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১১ | কুমিল্লা | চান্দিনা | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১২ | কুমিল্লা | বুড়িচং | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১৩ | কুমিল্লা | লালমাই | - | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১৪ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | বিজয়নগর | ০১ | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ১৫ | কক্সবাজার | চকরিয়া | - | উপজেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয় |
| | | সর্বমোট | ১৫ জন | |

**আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: ২টি**

| ক্রম | বিভাগের নাম | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | মোট জনবল | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | রাজস্ব | আউটসোর্সিং | |
| ১ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ০৩ | ০১ | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় |
| ২ | চট্টগ্রাম | কুমিল্লা | ০৪ | ০১ | আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় |
| | | সর্বমোট | ০৭ জন | ০২ জন | |

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম:**

চট্টগ্রাম বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজারদর মনিটরিং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম একটি কাজ। চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ও উপজেলায় ২০২৪২০২৫- অর্থ বছরে মোট ২৪৩টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং কৃষি বিপণন আইনে ১৬,৬৮, ৪০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

**বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনস্থ ১১ (এগার) টি জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে মোট ৫১ জন প্রান্তিক কৃষককে বিভিন্নভাবে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

**বিবিধ খাতে রাজস্ব আদায়:**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৭,০০,০০০ এবং মোট রাজস্ব অর্জন ৪৪,৩৯,৯৪৩।

**বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ:**

চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১.০৮.২৪ খ্রি. তারিখে শুদ্ধাচার বিষয়ে, ২২.০৯.২৪ খ্রি. তারিখে চাকুরির বিধানাবলী, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে, ২৩.০৯.২৪ খ্রি. তারিখে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ছুটি বিধিমালা বিষয়ে, ০১.০১.২৫ খ্রি. তারিখে সচিবালয় নির্দেশমালা-২০২৪, সরকারি চাকুরি বিধানাবলী-২০১৮, সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিত বিধিমালা) ২০১৯, পত্র লিখন ও নথি সংরক্ষণ, এপিএ, ডি নথি বিষয়ক, ২৮.০১.২০২৫ খ্রি. তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮, সরকারি কর্মচারী ,১৯৭৯বিধিমালা (আচরণ)ছুটি বিধি ও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নথি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন, কৃষি বিপণন আইন-২০১৮, বিধিমালা-২০২১ বিষয়ক, ১২.০৩.২৫-১৩.০৩.২৫ খ্রি. এবং ১৫.০৪.২৫ ও ১৬.০৪.২৫ খ্রি. তারিখে অফিস নথি ব্যবস্থাপনা, ভ্রমণ ভাতা বিল তৈরির নিয়মাবলী, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখন পদ্ধতি, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখনে ভুল নিরসনে করণীয়, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বিল ভাউচার তৈরি পদ্ধতি, ক্যাশ বই ও মজুদ বই লিখন পদ্ধতি, বিল ভাউচার তৈরিতে ভুল নিরসনে করণীয়, ক্যাশ বই ও মজুদ বই লিখনে ভুল নিরসনে করণীয় বিষয়ক, ১৭.০৪.২৫ খ্রি. তারিখে চাকুরির বিধানাবলী, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

**জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:**

চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন কুমিল্লা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, বিপণন কৌশল এবং রপ্তানী সম্ভাবনা শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ (০৩ ব্যাচ), কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালী করণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি (০৩ ব্যাচ), উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (০২ ব্যাচ), কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ (০১ ব্যাচ), কর্মকর্তা কর্মচারীদের “ইন হাউজ” প্রশিক্ষণ (০১ ব্যাচ) এবং চট্টগ্রাম

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্যাকেজিং (০২ ব্যাচ), কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতিহ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (০৪ ব্যাচ), কর্মকর্তা কর্মচারীদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তি (০১ ব্যাচ), ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও ছুটি বিধিমালা (০১ ব্যাচ), উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (০২ ব্যাচ) আয়োজন করা হয়েছে। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ (১২ ব্যাচ), আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষক ও উদ্যোক্তাগণকে ০৭ ব্যাচ প্রশিক্ষণ (চট্টগাম ও চাঁদপুর) দেওয়া হয়।

**কৃষি বিপণন লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন ১১ টি জেলা ও ৪ টি উপজেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ৮১৮৪ টি লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা হয়।

**বিবিধ সভা:**

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলা কর্তৃক কৃষিপণ্যের জেলা ব্রান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা, জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে সভা, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের অংশীজনদের নিয়ে সভা, কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের ই-কৃষি বিপণন প্লাটফর্মে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়।

**কৃষিপণ্যের ওএমএস কর্মসূচী ২০২৪:**

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি ঢাকায় চালু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে  কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক সরাসরি কৃষক/উৎপাদকের কাছ থেকে ডিম, আলু, পেঁয়াজ, পেঁপে, পটল, লাউ, বেগুন, মুখীকচু ইত্যাদি কৃষিপণ্য ক্রয় করে চট্টগ্রাম মহানগরের ঘনবসতিপূর্ণ ১০ টি স্থানে খোলা বাজারে বিক্রয়ের লক্ষ্যে গত ২২.১০.২০২৪ খ্রি. তারিখে “কৃষিপণ্য ওএমএস কর্মসূচি-২০২৪” চালু করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তা ২৬.১২.২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকে, যার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

**অন্যান্য:**

বিভিন্ন প্রচার ও প্রচারণা সংক্রান্ত মোট ১৮০০০ টি লিফলেট বিতরণ করা হয়।

## কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয়ের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কার্যক্রমের ছবি

২২.১০.২০২৪ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের ওএমএস কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাসুদ করিম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

Fouth Industrial Revolution বিষয়ক প্রশিক্ষণে (২৪.০৫.২০২৫) সেশন পরিচালনা করছেন জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, সদস্য (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম

উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন কর্তৃক ০৭.১০.২০২৪ তারিখে লক্ষ্মীপুর জেলা অফিস পরিদর্শন

২৩.০৯.২৪ খ্রি. তারিখে বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা, রাঙ্গামাটি

উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন হোসেন কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগের ওএমএস কার্যক্রম মনিটরিং এর স্থিরচিত্র

০২.১১.২৪ খ্রি. তারিখে ফটিকছড়িতে এসএসিপি প্রকল্পের কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ম্যাচিং গ্রান্ট বিষয়ক কর্মশালা

০৩.১১.২৪ খ্রি. তারিখে মিরসরাইতে এসএসিপি প্রকল্পের কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নে ম্যাচিং গ্রান্ট বিষয়ক কর্মশালা

জনাব মোঃ মাসুদ করিম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের উপস্থিতিতে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য খাগড়াছড়ি জেলায় অংশীজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালা

১৩.০২.২০২৫ খ্রি. তারিখে পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলায় আমের MABS গঠন

চাঁদপুর জেলায় ১৯.০২.২০২৫ খ্রি. তারিখে পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় আলুর MABS গঠন

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় ২৫.০৪.২০২৫ খ্রি. তারিখে পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় কাঁঠালের MABS গঠন

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪.০৫.২০২৫ খ্রি. তারিখে কুমিল্লায় কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলায় প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠান

১১-২০ তম গ্রেডে কর্মচারীদের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ২২.০৯.২৪ খ্রি. তারিখের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ

'অডিট আপত্তির কারণ ও নিষ্পত্তি কৌশল' বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেছেন বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব এস এম মনজুর আহমেদ

পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলায় 'ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি গঠন ও পরিচালনা নীতিমালা' বিষয়ক অংশীজনের কর্মশালা (১৮.০৫.২০২৫ খ্রি.)

পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় 'Training on M&E Reporting foe DAM Officials and Project Officers' বিষয়ক এক দিনের প্রশিক্ষণ

কুমিল্লা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তা পর্যায়ে বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কুমিল্লা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, বিপণন কৌশল এবং রপ্তানী সম্ভাবনা শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ

কক্সবাজার কালুর দোকান বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পার্টনার (ডিএএম অংগ) প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলায় সম্ভাব্য উদ্যোক্তা বাছাই কর্মশালা

নোয়াখালী জেলায় বাজার সংযোগ সহায়তা

চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষিপণ্যের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও প্যাকেজিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলায় আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর

চাঁদপুর জেলায় বাজার মনিটরিং

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলায় কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ফেনী সদর বাজার-এ কৃষিপণ্যের সবজির আড়ৎদার ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের সাথে বাজারদর নিয়ে আলোচনা

নোয়াখালী জেলা কর্তৃক কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ নির্ণয়ে তথ্য সংগ্রহ

মূল্য তালিকা বোর্ড বিতরণ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

বান্দরবানে বাজার সংযোগ

তামাক ফসলের বাজারদর যাচাই ও কৃষদের মাঝে লিফলেট বিতরন (লামা, বান্দরবান)

রাঙ্গামাটিতে বাজার সংযোগ

মোবাইল কোর্ট, রামগড়, খাগড়াছড়ি

মোবাইল কোর্ট, লক্ষ্মীপুর

শুদ্ধাচার ও অন্যান্য পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠান

# রাজশাহী বিভাগ

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ৮টি জেলায় এবং ৫টি উপজেলায় (শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী ও পুঠিয়া, রাজশাহী, সাপাহার, নওগাঁ এবং শেরপুর, বগুড়া) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ১০১ পদের বিপরীতে বর্তমানে ৭৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভূট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আম, লিচু পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

**বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম**

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ১৯৩টি মোবাইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে ১৯৩ জনকে শাস্তি দিয়ে ৫,৪০,৬৫০.০০ টাকা জরিমানা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ছিল।

**বিপণন ব্যবস্থাপনা (বাজার সংযোগ) ও গবেষণা**

কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার লক্ষ্যে ২৪১টি দৈনিক বাজারদর, ৫২টি বাজারদর সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বুলেটিন, ১২টি কোল্ডস্টোরেজ ও গুদাম তদারকি প্রতিবেদন, ২৪১টি নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের তুলনামূলক বাজারদর, ১২টি কৃষক প্রাপ্ত বাজারদর, ১২টি কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির প্রতিবেদন (৩৭টি কৃষিপণ্য), ১২টি ভেষজ উদ্ভিদ এবং অপ্রধান/অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের বাজারদর, ১২টি বাজার সংযোগ স্থাপন প্রতিবেদন (সুবিধা ভোগি কৃষক ৬৯ জন) এবং ১১৫৮০টি বিপণন বিষয়ক প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

**এনসিডিপি কার্যক্রম**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি উপজেলায় ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট রয়েছে যেখানে কৃষক ও ভোক্তা ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় ও ক্রয়ের সুযোগ পায়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটের বরাদ্দপ্রাপ্ত কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে ২৮টি মতবিনিময় সভায় করা হয়েছে এবং মার্কেটগুলো পরিচালনাপূর্বক ভাড়া বাবদ ১১৮৪৮৯৯/- টাকা রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক জমা করা হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কর্মসূচী**

এই অর্থবছরে ২০০ জন প্রশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী, ৪৫ জন বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাকে এবং ৪৬ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৬ জন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী নারী উদ্যোক্তার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭ জন কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীকে নিয়ে স্মার্ট কৃষি ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা শীর্ষক লার্নিংসেশন এর আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল,

নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনের অংশীজনের সাথে ৬টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।

## লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ এবং কৃষি বিপণন বিধিমালা-২০২১ প্রয়োগের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ১১২৫টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৫৩৭৩টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়নপূর্বক ফি বাবদ মোট ৪১৭,৭৮০০/- টাকার রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৩০-০১-২০২৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় নির্মিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণাগার পরিদর্শন

মিজ শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) রাজশাহী কর্তৃক জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলায় ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি গঠন ও পরিচালনা শীর্ষক কর্মশালা

মিজ শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) রাজশাহী কর্তৃক জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলায় ম্যাবস্ গঠন

মিজ শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) রাজশাহী কর্তৃক রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ

মহাপরিচালক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ২৩-১১-২০২৪ তারিখে রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালা

মিজ শাহানা আখতার জাহান, উপপরিচালক (যুগ্মসচিব) রাজশাহী কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

# রংপুর বিভাগ

**বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্তে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের কর্মকান্ড সমূহ:**

রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে ঐতিহ্যবাহী জনপদ। এই বিভাগের ভৌগলিক অবস্থান ২৫ ডিগ্রী ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ৮৯ ডিগ্রী ০০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম রংপুর । তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, আত্রাই বিধৌত প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক-বাহক রংপুর বিভাগ বর্তমানে উদ্বৃত্ত খাদ্যের ভান্ডার। ৮ জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট , নীলফামারী,দিনাজপুর,ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় ) এবং ৫৮ উপজেলা ও ১৬৬৩টি ব্লক নিয়ে রংপুর বিভাগের কৃষি অঞ্চল গঠিত। এ বিভাগে প্রায় সব ফসলই ফলে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ধান, গম, আলু, পাট এবং আম ও লিচু। রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম দেশের গন্ডি পেরিয়ে ইতোমধ্যে বিদেশেও পরিচিতি পেয়েছে। উৎপাদিত ফসলের যথাযথ সংরক্ষণ, বহুমূখী ব্যবহার ও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এ বিভাগের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে। রংপুর বিভাগের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের হাট বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ ,ঋণ প্রদান ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারণার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ ,রংপুর।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের কার্যক্রম :

১. বাজার তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা: রংপুর বিভাগের ৮ জেলা (রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) কার্যালয় হতে নিয়মিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজারদর সংগ্রহপূর্বক দৈনিক ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে আপলোড এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রংপুর বিভাগ হতে ২০০০ টি দৈনিক বাজারদর ওয়েব সাইটে আপলোড এবং ৪০০ টি সাপ্তাহিক বাজারদর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রংপুর বিভাগের আওতাধীন ১১৬টি হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর মজুদ ও খালাসের তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে প্রধান কর্যালয়,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. মার্কেট ভাড়া ও লাইসেন্স প্রদান বাবদ রাজস্ব আদায়: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় এনসিডিপি ও পাবা প্রকল্পের মাধ্যমে এ বিভাগে মোট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ১টি পাবা মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখিত মার্কেট সমূহ হতে ভাড়া বাবদ জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ খ্রি পর্যন্ত সর্বমোট ৯,১০,৭৯৭/- টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে । রংপুর বিভাগের আওতাধীন ৮টি জেলায় ৮২টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ হতে

কৃষি পণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার,হিমাগার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি পণ্যের ব্যবসায় এর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা কার্যালয় হতে মোট ১৯৫০টি লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে এবং ফি বাবদ সর্বমোট ১৫,০৮,৪৪৫/- টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ।

৩. উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংক্রান্ত: ক্রপ ক্যালেন্ডার মাট্রিক্স অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিভাগের আওতাধীন রংপুর জেলা হতে ১০ টি , গাইবান্ধা জেলা হতে ১৩টি, লালমনিরহাট জেলা হতে ১৪টি , নীলফামারী জেলা হতে ২০টি ,দিনাজপুর জেলা হতে ১৬ টি ,ঠাকুরগাঁও জেলা হতে ১৬টি এবং পঞ্চগড় জেলা হতে ১৩টি ফসলের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতির তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন: বিভাগের আওতাধীন কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকতা/ কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++) , চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি কর্ম সম্পাদনে আইটি ব্যবহার ও এমআইএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন, জিআরএস সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কাজে ডি-নথির ব্যবহার, Essential Rules and Regulations of Bangladesh, শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ (দাপ্তরিক কাজে ভদ্রতা,শিষ্টাচার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সহিত আচার-আচরণ), ওয়েবপোর্টাল ও সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার, আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৫ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে তথা তাদের যোগ্য করে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিভাগীয় কার্যালয়।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক আয়োজিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক আয়োজিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি কর্ম সম্পাদনে আইটি ব্যবহার ও এমআইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক আয়োজিত অফিস ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি **(**আইবাস**++)** বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৫. শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম: রংপুর বিভাগের আওতাধীন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এর কার্যালয় হতে ৩৫টি গুদামের মাধ্যমে কৃষকদের শস্য জমা রাখার সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উল্লেখিত গুদামসমূহে শস্য জমার পরিমাণ ছিলো ৪১১৭ মে: টন যার বিপরীতে কৃষকদের ৪৯৩.৩০ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এছাড়াও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR), শস্য জমা ও আধুনিক বিপণন কলাকৌশল ও গুদাম পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন, বীজ ফসল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৮ ব্যাচে ২০০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিভাগীয় উপপরিচালক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (দা:প্রা:) কর্তৃক সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধার পাঁচপীরহাট গুদাম পরিদর্শন।

বিভাগীয় উপপরিচালক কর্তৃক পীরগাছা রংপুরের অন্নদানগর গুদাম পরিদর্শন

**৬. বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী :**

i. আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প: রংপুর বিভাগে চলমান আলুর বহুমূখী ব্যবহার,সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮ টি জেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৫৫টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এ বিভাগের ০৮টি জেলা কার্যালয় হতে আলুর বহুমূখী ব্যবহার সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলু সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলা কৌশল বিষয়ক ৯৮ ব্যাচে ২৯৪০ জন কৃষক/কৃষাণী কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ০৭ ব্যাচে ১৭৫ জন উদ্যোক্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫২ সেট আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

**আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ রংপুর**

**আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ রংপুর**

ii. পার্টনার ডিএএম অংগ: পার্টনার ডিএএম অংগ প্রকল্পের আওতায় বিভাগের ৮টি জেলায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ১৩৭টি মার্কেট এ্যাক্টর্স বিজনেস স্কুল গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের “Training of DAM officials on Market Price Collection, Farmers Diary Management, Actors Diary Management” এবং “Training on M&E Reporting for DAM Officials and Project Officers” বিষয়ে ০২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৫৫০ জন তরুণ ও নারী উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অন দ্য জব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্টনার ডিএএম অংগ প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

পার্টনার ডিএএম অংগ প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

পার্টনার ডিএএম অংগ প্রকল্পের আওতায় মার্কেট এ্যাক্টর্স বিজনেস স্কুল গঠন তারাগঞ্জ,রংপুর

পার্টনার ডিএএম অংগ প্রকল্পের আওতায় মার্কেট এ্যাক্টর্স বিজনেস স্কুল গঠন বীরগঞ্জ,দিনাজপুর

iii. SACP (RAINS): SACP (RAINS) প্রকল্পের আওতায় বিভাগের ৩ টি **(**কুড়িগ্রাম**,**গাইবান্ধা**,**দিনাজপুর**)** জেলায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট ৫০০০ জন কৃষক কে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় পাওয়ার থ্রেসার ০২ টি, পটেটো ডেগার ০৫ টি, মেইজ শেলার ০১ টি, স্মার্ট পাওয়ার থ্রেসার ০১ টি, গাইবান্ধা জেলায় পাওয়ার ট্রিলার-১ টি,দিনাজপুর জেলায় Tractor with trolly- ২৩ টি (Eicher, sonalika, Taff),Power triller- ৫টি, Patato Harvestor-১টি, Seed Sowing Machine-১টি, Paddy Threshing Mahine-৩টি বিতরণ করা হয়েছে।

দিনাজপুরে SACP (RAINS) এর আওতায় অনুষ্ঠিত বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ) জনাব আবু জুবাইর হোসেন।

SACP (RAINS) এর আওতায় অনুষ্ঠিত  বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ক প্রশিক্ষণ গাইবান্ধা

দিনাজপুরে SACP (RAINS) এর আওতায় ম্যাচিং গ্রান্টের ট্রাক্টর বিতরণ করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ) জনাব আবু জুবাইর হোসেন।

SACP (RAINS) এর আওতায় ম্যাচিং গ্রান্টের ট্রাক্টর বিতরণ করছেন জেলা প্রশাসক,দিনাজপুর জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম।

৭. কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে গৃহীত কার্যক্রম: কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ও পরিবহন নিশ্চিত করতে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ। বিভাগের ৮ টি জেলার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৭২ জন কৃষক কে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন সময়ে ১৫টি অংশীজনের সহিত সভা এবং ১৮টি কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আহবান করে সংকট সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নীলফামারী জেলায় ন্যায্য মূল্যের বাজার চালু করা হয়েছে।

**নীলফামারী জেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর উদ্যোগে চালুকৃত ন্যায্য মূল্যের বাজার**

**কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা**

**কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠিত অংশীজনের সহিত সভা**

**কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে ঠাকুরগাঁও জেলায় অনুষ্ঠিত অংশীজনের সহিত সভা**

**কৃষি পণ্যের বিপণন ও সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে দিনাজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত অংশীজনের সহিত সভা**

৮. কৃষকের বাজারঃ ''জেলা পর্যায়ে কৃষকের বাজার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাকসবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচী'' এর আওতায় বিভাগে ০৪ টি কৃষকের বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখিত ০৪ টি বাজারের মাধ্যমে কৃষক সরাসরি তাঁদের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার নিকট দরকষাকষির মাধ্যমে বিক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

৯. মোবাইল কোর্ট ও বাজার অভিযান: সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হলে তা বাস্তবায়নে বিভাগীয় কার্যালয় হতে ব্যাপক প্রচার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী ১০৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে।

কুড়িগ্রামে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

নীলফামারীতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

## ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের কর্মকান্ডসমূহের স্থিরচিত্র

কুড়িগ্রামে টিভি ফিলার প্রদর্শনী

গাইবান্ধায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ে অংশীজনের সভা

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক অয়োজিত** তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধির নিমিত্তে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০০৪-২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪র্থ কোয়ার্টারের বাস্তবায়নাধীন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির সভা

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক  আয়োজিত আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক  অয়োজিত** সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগ রংপুর কর্তৃক  আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)  বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর রংপুর বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা

## বরিশাল বিভাগ

**পটভূমি**: বাংলার ভেনিস হিসেবে পরিচিত বরিশাল বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন, শস্য, ও মৎস্য প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এই জনপদ বৈদেশিক বণিকদের কাছে পরিচিত ছিল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নামে। প্রাচীনকাল থেকে পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট। প্রাচুর্যময় নানা  জমিদারি স্থাপনার চিহ্ন বহনকারী এ অঞ্চল ০৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত । ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ, নদী, দর্শনীয় স্থান ও সমুদ্রের কোলঘেষা পর্যটন কেন্দ্র সব কিছু মিলিয়ে প্রকৃতি যেন তার আপন হাতে সাজিয়েছে এ অঞ্চলকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর , ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা ও শস্য গুদামের ০১টি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে বিস্তৃত। প্রতিদিন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ  বাজারসমূহে সরেজমিন পরিদর্শন ও  যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক বাজারদর ও  সাপ্তাহিক বুলেটিন অনলাইনে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে দ্রুততম সময়ে ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সরকার প্রতিদিনের বাজারদর প্রাপ্ত হচ্ছেন । এ ছাড়া কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা

প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলায় সর্বমোট ৬৫ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

**বাজার মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলার প্রধান বাজারসমূহের কৃষিপণ্যের ০৬টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ডে নিয়মিত বাজার মূল্য লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়াও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বাজারমূল্য সহনীয় পর্যায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

**বাজার সংযোগ স্থাপনঃ**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৪৭টি বাজার সংযোগ করা হয়েছে। পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় তরমুজ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাগণের মধ্যে তরমুজ পৌছে দেয়া ও সরাসরি তরমুজ ক্রয় বিক্রয়ের লক্ষ্যে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং তরমুজ পরিবহনের সুবিধার জন্য তরমুজ পরিবহনকারী ট্রাক ও ট্রলারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টিকার লাগানো হয়েছে। তাছাড়া ঐ সময় ভোক্তারা যাহাতে সহনীয় মূল্যে তরমুজ ক্রয় করতে পারে তার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগের আওতাধিন ০৬জন কৃষি বিপণন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তরমুজের বাজার মনিটরিং করেছেন।

**শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ**

বরিশাল বিভাগের আওতায় ঝালকাঠী জেলায় বর্তমানে ০১ টি গুদামের মাধ্যমে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ১০ জন কৃষকের ৭৭.১৩ টন খাদ্য শস্য জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ৪,৫৫০.০০(চার হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা) টাকা আদায় হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**পাইকারী বাজার অবোকাঠামোঃ**

বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৈলা পাইকারী বাজারের ২৪ টি স্টলের ভাড়া বাবদ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট ১,৭৮,২০০.০০ (এক লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত ) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

**প্রশিক্ষণ:**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বরিশাল হতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ০৩ টি জেলায় কৃষক, ব্যবসায়ি ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৩ জন নারী ও ৬৭ জন পুরুষ সর্বমোট ৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের প্রতিবেদনঃ

**২. প্রকল্প/কর্মসূচি:**

বরিশাল বিভাগে মোট ০৩টি প্রকল্প ও ০১টি কর্মসূচি চলমান।

**০১। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।**

জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুর ও ভোলা জেলায় নিজস্ব ভবনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ফার্নিচার, কম্পিউটারসহ অন্যান্য মালামাল পাওয়া গেছে।

**০২। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প (১৮/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৬)**

**মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

**মূল কার্যক্রমঃ**

- কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ
- কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯,০০০ ব্যাচ
- এবং উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ জন

এই প্রকল্পের আওতায় ১ দিন ও ৫ দিন ব্যাপি হাতে কলমে কৃষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যা খুবই ফলপ্রসূ এবং এর সুবিধা কৃষকরা পাচ্ছে। পাশাপাশি ম্যাচিংগ্রান্ট প্রদান করা হয় যার ৫০% ব্যয় প্রকল্প থেকে বহন করা হয়। গরীব ও অসহায় কৃষকরা আধুনিক কৃষির সুবিধা পাচ্ছে।

**প্রকল্প এলাকা:**

বরিশাল বিভাগের ০৫টি জেলা (ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা)

**বর্তমান কার্যক্রম:**

১। বরিশাল বিভাগের প্রকল্প এরিয়ায় ০১ দিনব্যাপি ও ৫ দিনব্যপি কৃষক প্রশিক্ষণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।
২। তেল ভাঙা ও রিফাইন মেশিন, ট্রাক্টর উইথ ট্রলি, রাইচ মিল ও অন্যান্য ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩। জুলাই, ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজই সন্তোসজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
০৪। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে কৃষকরা সুফল পাচ্ছে।

**০৩। প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এন্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)প্রকল্প (১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৮ পর্যন্ত)।**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান।

২। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা।

**প্রকল্প এলাকা:**

বরিশাল বিভাগের ০৬ টি জেলা: বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা এবং ২১টি উপজেলা।

**অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ ডিএলআই-৭:**

**ডিএলআই-৭ অনুযায়ী বরিশাল বিভাগের আওতাধীন অনুষ্ঠিত অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ এর তথ্য:**

| ক্র নং | জেলার নাম | উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের বিষয় ও স্থান | ব্যাচ সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | পটুয়াখালী | নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট (আরডিএফ, বরগুনা) | ০১ | ১১ | ১৪ | ২৫ জন | |
| ০২ | | খাদ্য প্রকিয়াকরণ (আরডিএফ, বরগুনা) | ০১ | ১১ | ১৪ | ২৫ জন | |
| ০৩ | পিরোজপুর | খাদ্য প্রকিয়াকরণ (বিশুদ্ধ এগ্রো, খুলনা) | ০১ | ১৩ | ১২ | ২৫ জন | |
| ০৪ | | নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট (আরডিএফ, বরগুনা) | ০১ | ১১ | ১৪ | ২৫ জন | |
| ০৫ | বরগুনা | নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট (আরডিএফ, বরগুনা) | ০১ | ১৫ | ১০ | ২৫ জন | |
| ০৬ | ঝালকাঠি | নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট (আরডিএফ, বরগুনা) | ০১ | ২১ | ০৪ | ২৫ জন | |
| ০৭ | ভোলা | নার্সারি ও ভার্মি কম্পোস্ট (আরডিএফ, বরগুনা | ০১ | ১৯ | ০৬ | ২৫ জন | পিরোজপুর জেলার ১২ জন (০৬ পুরুষ ও ০৬ জন মহিলা) |
| | **সর্বমোট=** | | **০৭** | **১০১** | **৭৪** | **১৭৫ জন** | |

**ডিএলাই-৯ ফার্মার্স হাব:**

১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগে ফার্মার্স মার্কেটিং হাবের কোন কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলো।

**০৪। পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন সম্প্রসারণ কর্মসূচি। বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত। কর্মসূচির কার্যক্রম শেষ ৩০/০৬/২০২৫ খ্রি.।**

**কার্যক্রম:**

১. বরিশাল জেলায় ০১ টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ সম্পন্ন।
২. বরিশাল জেলায় ০৩ টি TOT প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
৩. বরিশাল জেলায় মোট উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ৪০ টি ব্যাচে
৪. বরিশাল জেলায় মোট ১২০০ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৫. ০৩ জেলায় মোট ব্যাচ সম্পন্ন হয় ১৫০ টি।
৬. মোট ৪৫০০ জন উদ্যোক্তা ও কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৭. ০৩ জেলায় ১৫ জন করে ৪৫ জন উদ্যোক্তাকে পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।
৮. ০৩ জেলায় ১০০ জন করে মোট ৩০০ জন কৃষককে ছাতা, কলম, ও প্যাড বিতরণ করা হয়।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে “ইন হাউজ” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী ৬৫ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ১৮৫ জন প্রশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষি পণ্য সংগ্রহত্তোর সটিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৪৩ জন কৃষককে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্যঃ**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৩২৮ টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ২০৫৯ টি লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ১৬,৬৩,৯০০.০০ (ষোল লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শত) টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি কাযক্রম অব্যাহত রয়েছে।

**মেলায় অংশগ্রহণঃ**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিজয় মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০২টি জেলা কার্যালয় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, কৃষি পণ্যের বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিষয়ক লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ ভোলা জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন পরিচালক মহোদয় (প্রশাসন ও হিসাব)

চিত্রঃ বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রমের সার্বিক অংশ।

চিত্রঃ শস্য গুদামের কৃষকদের প্রশিক্ষণের কিছু অংশ।

চিত্রঃ কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ে কর্মশালায় বরিশালে উপপরিচালক (উপসচিব), প্রধান অতিথি ছিলেন।

চিত্রঃ অন দ্য জব প্রশিক্ষণের ১২ দিন ব্যাপি সমাপনী অনুষ্ঠানের আংশিক ছবি।

## ময়মনসিংহ বিভাগ
## ২০২৪-২০২৫

**পটভূমিঃ**

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহত্রিশাল ,টি জেলায় ও মোহনগঞ্জ০৪শেরপুর ,নেত্রকোণা ,জামালপুর , টি উপজেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কা০২র্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হাটবাজার উন্নয়ন গুদামে শস্য সংরক্ষণ কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণসহ বাজারদর সংগ্রহপূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলা ও উপজেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

**লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের হিমাগার, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, বড় গুদাম, রপ্তানীকারক, আমদানিকারক, সরবরাহকারী, কুল চেম্বার, ছোট গুদাম, পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার, মজুতদার, ডিলার, মিলার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন আইন ২০১৮ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বছর ৪টি জেলা থেকে ১৭৫ টি নতুন লাইসেন্স এবং ১৪৬০ টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে । লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ১০ লাখ ৫৩ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে । ৪টি জেলায় ৬১টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

**মোবাইল কোর্টঃ** ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এই বিভাগের অধীন ৮০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩০৯৪০০ /- (তিন লক্ষ নয় হাজার চারশত) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**বাজার সংযোগ স্থাপনঃ** ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ০৪(চার)টি জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট ৬০ জন কৃষককে বিভিন্নভাবে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমঃ ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের ১৩টি গুদাম রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে উল্লেখিত গুদামসমূহে ১০৩৯ জন কৃষককে শস্য সংরক্ষণ ও শস্য জমার নিয়মাবলীর বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২৮৬ মে.টন. শস্য গুদামে জমা রাখা হয়েছে।

০২/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে উপপরিচালকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ এবং এর আওতাধীন কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের সভাপতি ছিলেন জনাব আফরোজা বেগম পারুল (উপসচিব), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন ময়মনসিংহ জেলা ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জেলা প্রশাসনের সহায়তায় কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ অনুয়ায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহের সহযোগীতায় সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা।

নেত্রকোণা জেলার সদর বাজারে কৃষি বিপণন আইন-২০১৮ বাস্তবায়নের  লক্ষ্যে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট।

পার্টনার প্রকল্পের আওতায় কৃষি ব্যবসায় তরুণ এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১২ দিনব্যাপি খাদ্য প্রকিয়াজাতকরণ বিষয়ে অন দ্যা জব প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত “ভ্যালুচেইন ও সাপ্লাই চেইন শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নিরাপদ কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধি বিষয়ক ০১ (এক)দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ।

# সিলেট বিভাগ

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪(চার)টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীন ০৪(চার)টি জেলা অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা www.dam.gov.bd সাইটে আপলোড করে আসছে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজারমূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। কৃষিপণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহে বর্তমানে ২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রমঃ**

কৃষিপণ্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর কেমিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান প্রধান বাজারসমূহে মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন এবং ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণ অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভবনা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাজার তদারকি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের ০৪(চার)টি জেলা অফিসের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ মোতাবেক ৭২১,০০০.০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

**বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রমঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের অধীন সকল জেলা অফিসমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অত্র বিভাগের অধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষক বিপণন দলের সদস্যদের পর্যায়ক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪(চার)টি জেলা অফিসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিপণ্য বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যারয়ের মাধ্যমে মোট ৪২জন প্রান্তিক কৃষককে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

**নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ঃ**

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগের অধীনস্ত ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রায় ১১৬১৬০০.০০টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী কৃষিপণ্যের নতুন নতুন ব্যবসায়ীকে কৃষি বিপণন লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ**

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, জিআরএস, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এ অবস্থিত প্রসেসিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ১৫জন কৃষি উদ্যোক্তাকে কারিগরি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কৃষক/ব্যবসায়ীকে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমঃ**

১০০% দাপ্তরিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিলেট বিভাগয় কার্যালয় ও অধীনস্থ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে কর্মরত ০৩(তিন)জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উত্তম দাপ্তরিক কর্মচর্চার স্বীকৃতিস্বরুপ সম্মামনা সনদ, ক্রেষ্ট পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অফিসের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করা ও অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত তথ্যাদি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া ভবনের দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ সটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

**কৃষি বিপণন লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নঃ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সিলেট বিভাগের অধীনস্থ ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১২০৫টি পুরাতন লাইসেন্স অনলাইন সিষ্টেমে নবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ২৫১টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

**এ্যাসেম্বল সেন্টার সংক্রান্ত কর্যক্রমঃ**

সিলেট বিভাগের অধীনে (১) সিলেট জেলার পুরকায়স্থ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার (২) হবিগঞ্জ জেলার পানিউমদা বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার, (৩) মৌলভীবাজার জেলার রানীর বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টার ও (৪) সুনামগঞ্জ জেলার পলাশ বাজার এ্যাসেম্বল সেন্টারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ্যাসেম্বল সেন্টার কেউ যাতে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে জন্য প্রতিটি এ্যাসেম্বল সেন্টারে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষক তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরাসরি এ্যাসেম্বল সেন্টারে বিক্রি করতে পারছে এবং লাভবান হচ্ছে। এছাড়াও নিয়মিতভাবে এ্যাসেম্বল সেন্টার পরিদর্শনসহ কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

**মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপনঃ**

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল্য তালিকা বোর্ড সিলেট বিভাগের প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের মেইন ফটক/ বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টাঙ্গানো/স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ,মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় ৬৪টি মূল্য তালিকা বোর্ড টাঙ্গানো/স্থাপন করা হয়েছে।

**অংশীজনের সাথে আয়োজিত সভাঃ**

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী ও কৃষি নিয়ে কাজ করে (এনজিও/কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা/আড়তদার/মজুতদার/পাইকারী বিক্রেতা/কমিশন এজেন্ট) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়মিতভাবে সভা/মতবিনিময় সভা আয়োজন করে আসছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় মোট ৩৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির  সভাঃ**

কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা/ বাজারে পণ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা/ কৃষি বিপণন আইন,২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন/অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় একটি করে মোট ০৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সিলেট বিভাগীয় উপপরিচালকের  কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সমন্বয়ে বিভাগীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বিভাগীয় পর্যায়ে কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট কর্তৃক আয়োজিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

**রানীর বাজারেএ্যাসেম্বল সেন্টার পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন পার্টনার-ডিএএম অংগ প্রকল্পের ডিএলআই-৭ এর আওতায় সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের শীর্ষক পরামর্শ কর্মশলা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সিলেট জেলার কৃষি বিপণন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন পার্টনার-ডিএএম অংগ শীর্ষক প্রকল্পের ফার্মারস মার্কেটিং হাব এর জন্য সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় জায়গা পরিদর্শন।

সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত জেলা কৃষি বিপণন সমন্বয় কমিটির সভা জেলা প্রশাসক স্যারের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে সিলেট জেলার বিভিন্ন বাজারে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার স্থিরচিত্র।

২৫ শে জানুয়ারি, ২০২৫ সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট বিভাগ, সিলেট-এ অনুষ্ঠিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য উদ্দ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, হবিগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত সম্ভাব্য উদ্দ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য অংশীজনের সাথে পরামর্শ কর্মশালার স্থিরচিত্র।

হারমনি ফল মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার কর্তৃক আয়োজিত স্টলের স্থিরচিত্র।

পবিত্র মাহে রমজান মাসে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদসমূহে মাহে রমজানের করণীয় বিষয়ক লিফলেট বিতরণের স্থিরচিত্র।

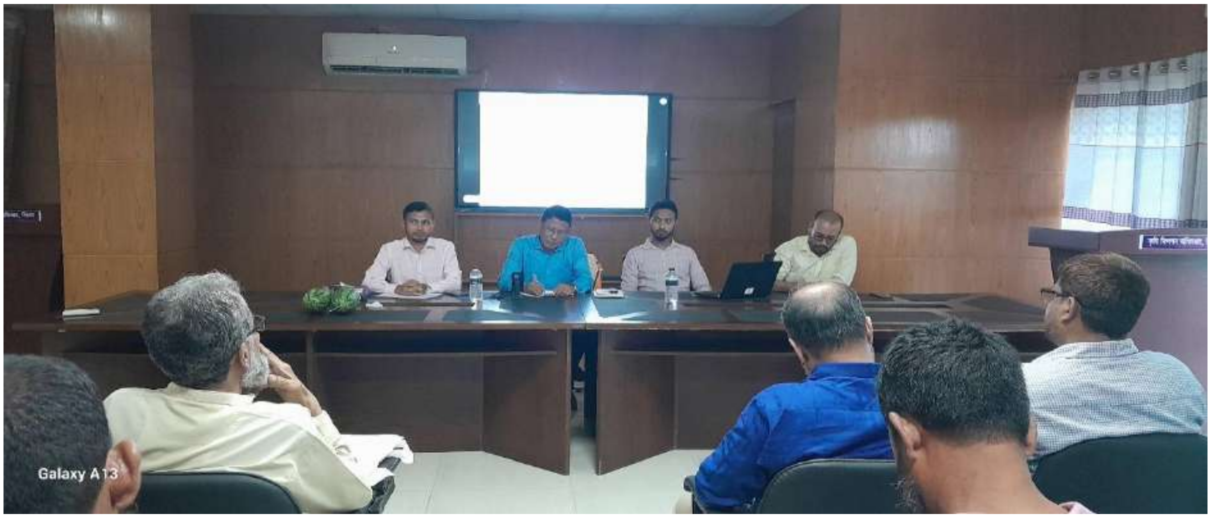


কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের ট্রেনিং কক্ষে অনুষ্ঠিত রপ্তানীকারকদের সাথে আযোজিত সভার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত কৃষকদের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক কৃষকের উৎপাদিত লেবুর বাজার সংযোগ প্রদানের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার কৃষিপণ্যের সদর বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক আয়োজিত অংশীজনের সাথে সভার স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক সরাসরি কৃষকের জমি পরিদর্শনপূর্বক উৎপাদন খরচের তথ্য সংগ্রহের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক বাজার মনিটরিং-এর স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লিফলেট বিতরণের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক কৃষককে বাজারজাতকরণের সামগ্রি বিতরণের স্থিরচিত্র।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক দ্রব্যমূল্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরাসরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র।

# অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ

## ১। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি-২য় সংশোধিত) (বিপণন অংগ)

<table>
<tr><td>১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>:</td><td colspan="4">কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>:</td><td colspan="4">১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৬</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>:</td><td colspan="4">২৭৫ কোটি 9৫ লক্ষ</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>:</td><td colspan="4">জিওবি ও IFAD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৫.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের উদ্দেশ্য</td><td>:</td><td colspan="4">মুল উদ্দেশ্যঃ<br>জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।</td></tr>
<tr><td>:</td><td colspan="4">সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২)<br>কমার্কেট ( লিংকেজ উন্নয়ন;<br>খউচ্চমূল্য ( (High Value Crops) ফসলের পোস্টহারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;<br>গ নারী ও যুবকদের আয়বর্ধন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন। (</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>:</td><td colspan="4">নির্বাচিত ২০টি জেলার (চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, রাজবাড়ী, জামালপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর ও গাইবান্ধা)<br>মোট ৯০টি উপজেলা।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৭.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td>:</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২৪--২০২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি) (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২৪ ২০২৫- অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td></td><td>২৭৫.৯৫০০</td><td>৭২.৫০</td><td>৬৪৭৫.১৩ (৮৯.৩১%)</td><td>২০১৯১.৮৯ (৭৩.১৭%)</td></tr>
</table>

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

(১) কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ১০০০,০ ব্যাচ;
(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯ ৪০০,ব্যাচ;
৮ -উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (৩)৬০ ব্যাচ
(৪) উদ্যোক্তা তৈরি(ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে) - ৫৭০ টি এন্টারপ্রাইজ;
টি৫৬ -আপ প্যাকেজ-নারী ও যুবকদের জন্য স্টার্ট (৫)
টি ১৪ -ফার্মার্স হাব (৭)

**২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ**

(১) ডিপিপি মোতাবেক যানবাহন, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।
(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১০৫টি কর্মশালার মধ্যে ৭৬টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
(৩) ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ১০,০০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৮৩৪৬ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৪) ৯০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৯৪০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৮৬৫৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
(৫) প্রকল্পের আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মাশরুম চাষ ও ব্যবস্থাপনা, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ও মেকানিক সার্ভিস বিষয়ক মোট ৬৬৫ ব্যাচ উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন-ফৌজিয়া হেলদি ফুড, বারাকা ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি,

গোলপাতা এগ্রো প্রডাক্ট, গ্রীন লিফ, জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং, সাউথ এশিয়া এগ্রো ফুড প্রোডাক্ট, কৃষি বাজার ও উত্তরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে।

(৬) ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ১৬৫৩ জন কৃষি উদ্যোক্তার মধ্যে ৭২১ টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) প্রকল্পের রেইন্স অংশের আওতায় ৮০ জন নারী উদ্যোক্তাদের অস্থায়ী নারী বাজার স্থাপনে বিনামূল্যে ভ্যান, ওয়েইং মেশিন, সিলাম মেশিন, প্লাস্টিক ক্রেট, ফ্লোর ম্যাট সরবরাহ করা হয়েছে।

(৮) প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১৪ টি নার্সারি সেডসহ ফার্মাস হাব/ ওয়ানস্টব হাব নির্মাণ করা হয়েছে।

(৯) ১৩ জন উদ্যোক্তাদের ছোট আকারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

এসএসিপি (বিপণন অংগ)-এর কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্রঃ

ইফাদ সুপারভিশন মিশণ কর্তৃক নার্সারি উদ্যক্তারর কার্যক্রম পরিদর্শন

ইফাদ সুপারভিশন মিশণ কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যক্তারর কার্যক্রম পরিদর্শন

কৃষি মন্ত্রনালয়ের সচিব মহোদয়ের প্রকল্পের সফল উদ্যক্তা কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের স্টল পরিদর্শণ

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক পটুয়াখালীতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যক্তারর কার্যক্রম পরিদর্শন

পরিচালক (প্রশাশন) মহোদয় কর্তৃক নারী বাজার স্থাপন সামগ্রী বিতরণ

পটুয়াখালীতে ফার্মাস হাব নির্মান কার্যক্রম পরিদর্শন

প্রকল্পের আওতায় বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রকল্পের আওতায় বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রকল্পের আওতায় বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রকল্পের আওতায় মেকানিক বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের চিত্র

প্রকল্পের আওতায় নার্সারি বিষয়ক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের চিত্র

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন

পরিচালক (প্রশাশন) মহোদয় কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন

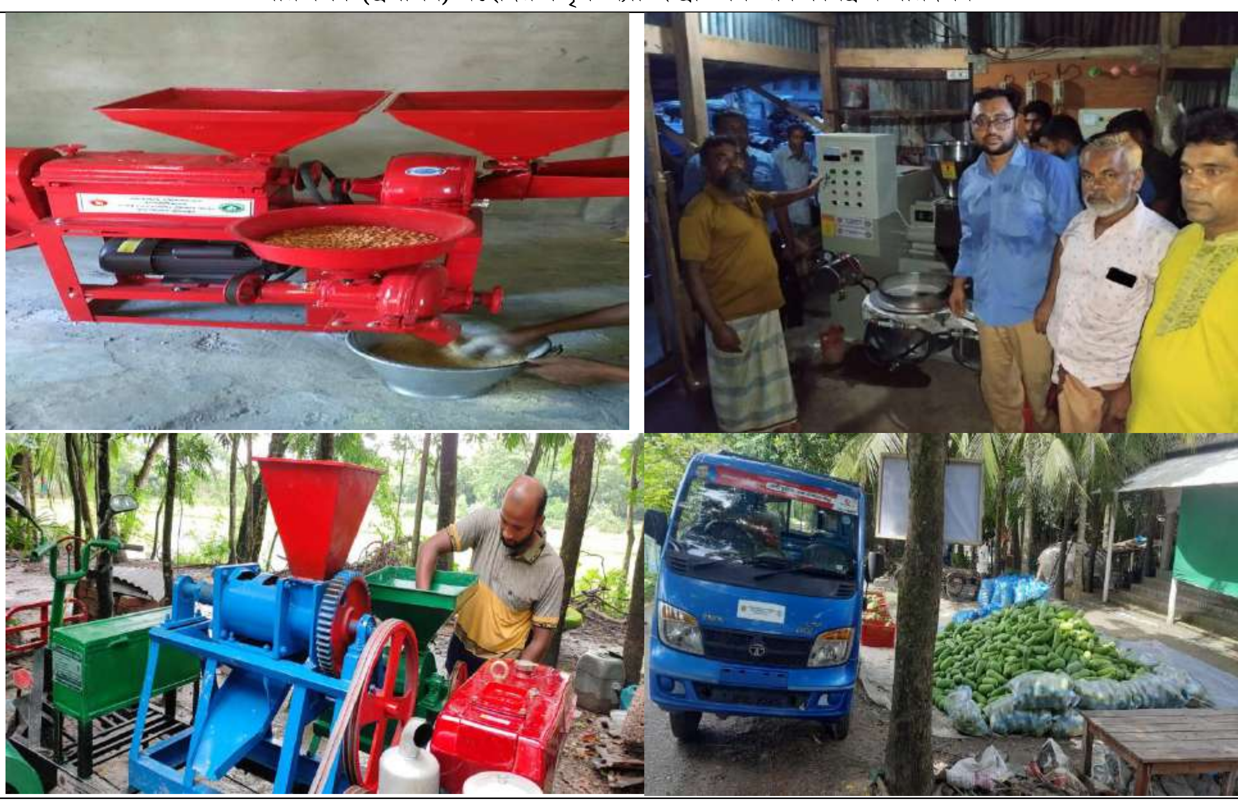

ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম পরিদর্শন

# কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

**০২। কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | কৃষি মন্ত্রণালয় | | | | |
| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | | | | |
| প্রকল্পের শিরোনাম | : | কৃষক পর্যায়ে পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। | | | | |
| প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল | : | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ | | | | |
| প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় | : | ৭৩২০.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) | | | | |
| অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি | | | | |
| প্রকল্প এলাকা : ০৩টি বিভাগের ০৭টি জেলার ১৮টি উপজেলা | : | সালথা,নগরকান্দা,বোয়ালমারি, ফরিদপুর সদর, বালিয়াকান্দি,কালুখালী, পাংশা,শ্রীপুর,শৈলকূপা, কুমারখালী, খোকসা,বাঘমারা, দুর্গাপুর, পুঠিয়া, সাঁথিয়া, সুজানগর, চাটমোহর,পাবনা সদর। | | | | |
| প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | **মূল উদ্দেশ্য:**<br>কৃষকদের পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণে সহায়তা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে দরিদ্রতা হ্রাস করা। অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ২৫% থেকে ৩০% পঁচনশীলতারোধ করে স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজ-রসুনের বছরব্যাপী মজুত গড়ে তোলা। | | | | |
| প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে (আরএডিপি) বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি | |
| | | ৭৩২০.৫০ | ২৫৫০.০০ | ২৫৪৭.১৪ (৯৯.৮৯%) | ৪৪৫৮.৫৩ (৬০.৯০%) | |

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

০১। পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ-৯০০টি
০২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ-০৩টি
০৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ ব্যাচ
০৪। নারীসহ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-৩৫ ব্যাচ
০৫। কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ-০৫ ব্যাচ
০৬। কৃষক গ্রুপ গঠন-৯০০টি

**২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

০১। পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ-৬৪৩টি
০২। এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ-০৩টি
০৩। সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ-২১৫ ব্যাচ
০৪। নারীসহ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-২৫ ব্যাচ
০৫। কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ-০৫ ব্যাচ
০৬। কৃষক গ্রুপ গঠন-৬৪৩টি

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা /অগ্রগতির বিপরীতে অর্জন/প্রভাব:
০১. কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৮%-১২% কৃষকের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
০২.অপ্রত্যাশিত বাজার দর বৃদ্ধি রোধে ১৫%-২০%পঁচনশীলতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।
০৩. ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪৩টি সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।

০৪. প্রকল্প এলাকার ৬%-৮% নারী কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করে কৃষিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ মডেল ঘরের উপযোগিতা/কার্যকারিতা/ বৈশিষ্ট

কৃষক কর্তৃক নির্মিত সংরক্ষণ ঘর সাধারণত সাদা বা নরমাল টিন দিয়ে তৈরী। সেখানে তাপ নিরোধক এবং পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা নাই।মডেল ঘর রঙ্গিন টিন দিয়ে তৈরী এবং তাপ নিরোধের জন্য টিনের নিচে অ্যাবনাইসিট ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি মডেল ঘরে ৬টি বায়ূ নিষ্কাশন পাখা ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত সংরক্ষণ ঘরে অতিরিক্ত গরমের কারণে পেঁয়াজ-রসুন পচে/নষ্ট হয়ে যায়।মডেল ঘরের বেড়া বাঁশ দিয়ে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে।যা দিয়ে সবসময় বাহিরের প্রাকৃতিক বাতাস চলাচল করবে। উপরোক্ত মডেল ঘরের ভিতরের গরম বাতাস ফ্যানের সাহায্যে বের করে দেওয়া হবে। ফলে পেঁয়াজ-রসুন পচবে না এবং ওজন কমবে না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের পেঁয়াজ ওরসুন সংরক্ষণ ঘর ব্যবহার ও পোষ্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে কৃষক ন্যায্য মূল্য পাবে। পেঁয়াজ- রসুনের বাজার সিন্ডিকেট তৈরী হবে না। সারাবছর পেঁয়াজ-রসুন সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে না ফলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

**পেঁয়াজ রসুন সংরক্ষণাগার (মডেল ঘর)**

- প্রতিটি ঘর কৃষকের বাড়িতে উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করা হবে;
- প্রতিটি ঘরের আয়তন হবে ৩৭৫ বর্গফুট (২৫×১৫ ফুট);
- প্রতিটি ঘরে ২৫০-৩০০ মণ (১০-১২ মেট্রিক টন) পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে;
- প্রতিটি ঘর ৮´× ৮´ কংক্রিট খুঁটির উপর (১৫টি খুঁটি) দিয়ে দোচালা ঘর নির্মাণ করা হবে;
- প্রতিটি ঘরে ৩টি স্তর থাকবে যাতে পাকা মেঝে থাকবে, লোহার এঙ্গেল দ্বারা টিন শেড দিয়ে তৈরি হবে এবং যার স্তর (চাতাল) এবং ঘরের বেড়া বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হবে;
- নির্মিতব্য প্রতিটি সংরক্ষণ ঘরের স্থায়িত্ব কমপক্ষে ১৫-২০ বছর;
- প্রতিটি ঘরে বাতাস চলাচলের জন্য ৬টি বায়ু নিষ্কাশন পাখা (Exhaustion Fan) সংযুক্ত থাকবে। মূলত ভ্যান্টিলেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকার কারণেই সংরক্ষিত পেয়াজ-রসুন পঁচবে না;
- তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য প্রতিটি ঘরে হাইগ্রোমিটার থাকবে;
- ৭ জেলার ১৮টি উপজেলায় মোট ৯০০টি পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে।

**পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণাগার**

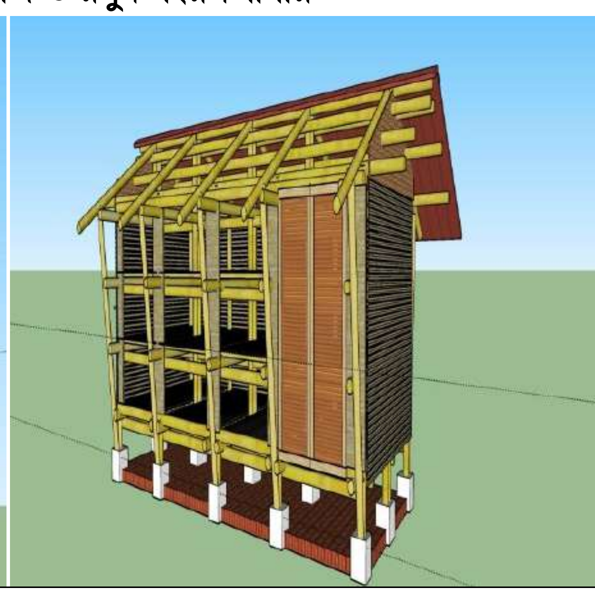

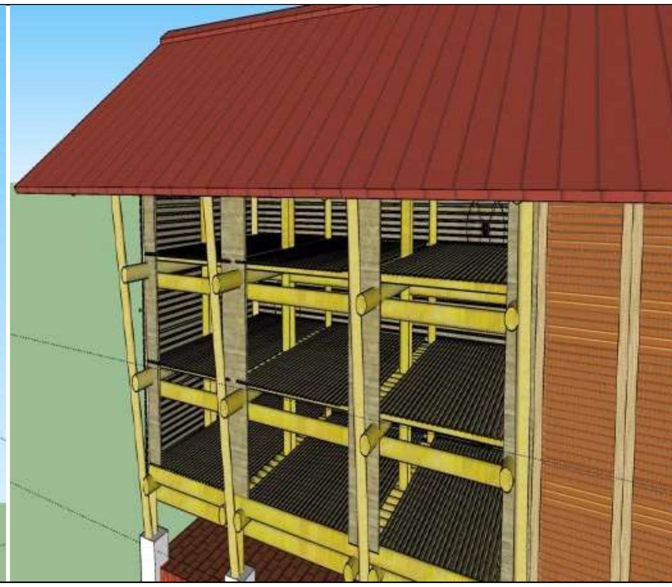

**পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণাগার**

পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘর

অ্যাসেম্বল সেন্টার

### কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | **:** | **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)** | | | |
| ০২. | বাস্তবায়নকাল | : | ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত | | | |
| ০৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মোট: ১৮৩৯৯ লক্ষ টাকা | | | |
| ০৪. | অর্থায়নের উৎস | : | জিওবি: ১৮৩৯৯ লক্ষ টাকা | | | |
| ০৫. | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা;<br><br>প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ:<br><br>ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ;<br><br>খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপন্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপন্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা ও শাক-সবজি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।<br><br>গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি।<br><br>ঘ) উৎপাদিত কৃষিপন্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা।<br><br>ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমন। গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br><br>চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। | | | |
| ০৬. | প্রকল্প এলাকা | : | নির্বাচিত ৩৫ টি জেলার মোট ৬৬টি উপজেলা | | | |
| ০৭. | প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি | : | প্রাক্কলিত ব্যয় | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ও আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ১৮৩৯৯.০০ | ৪৫০০.০০ | ৩৮৩০.৮৪ (৮৫.১৩%) | ১০২৬৭.৪৮ (৫৫.৮০%) |

**প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:**

১। প্রকল্পের আওতায় ২১ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মানের জন্য ভূমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণ;

২। প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ এবং ২টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ;

৩। প্রকল্পভূক্ত ৬৬ টি উপজেলায় ৫০০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ;

৪। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ ব্যাচে ৩৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৫। ৬২ ব্যাচ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৬। ১২ টি জেলায় পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনে মিনি ল্যাব স্থাপন;

৭। জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালাসহ মোট ১২টি কর্মশালা আয়োজন;

৮। ১ টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা।

## আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প

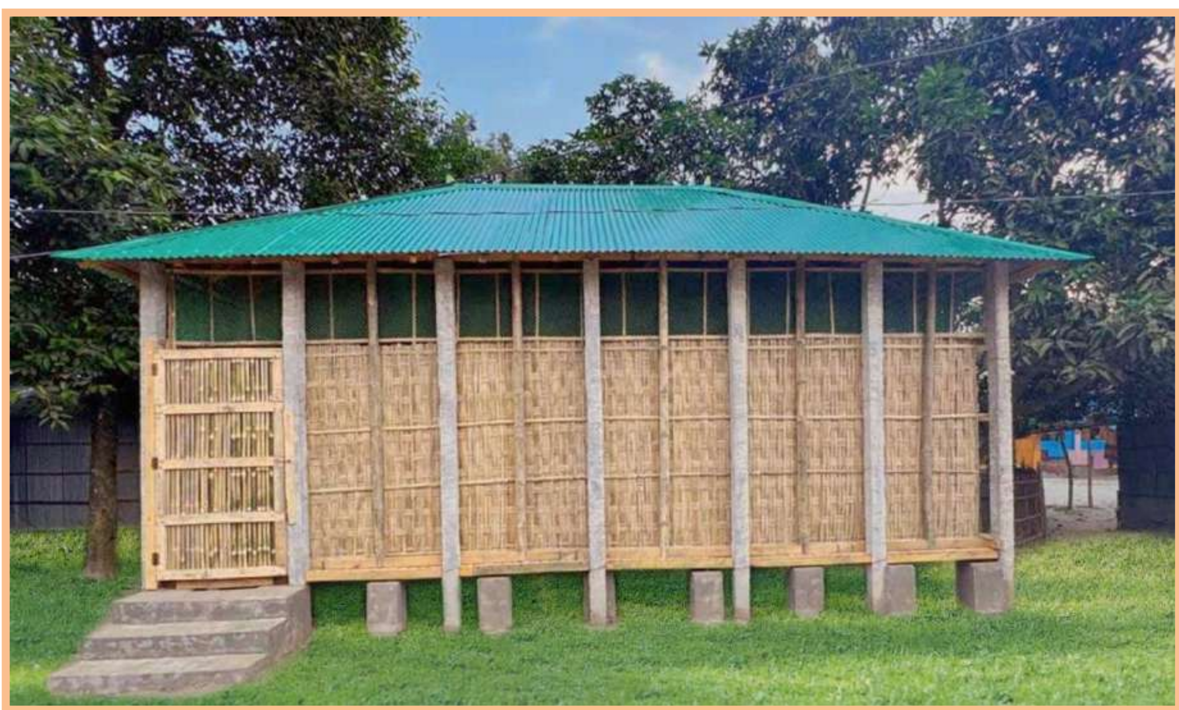

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১লা জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬। |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ৪৯১৪.৫২ লক্ষ টাকা। |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি। |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | : **মূল উদ্দেশ্য:**<br>প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো আলুচাষীদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা এবং টেকসই বিপণন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ**<br>১) বসতবাড়ীর উচুঁ, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনী ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৭০৩ টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা;<br>২) প্রতিটি মডেল ঘর কেন্দ্রিক ০১টি করে মোট ৭০৩টি কৃষক বিপণন দল গঠন করে বিপণন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আলু চাষীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;<br>৩) আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস ও বিপণনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী ও কর্মকর্তাদের টিওটিসহ মোট ২১,৬০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;<br>৪) আলুর উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের সাথে কৃষক বিপণন দলের বাজার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | (see tables below) |

| **অঞ্চল** | **জেলা** | **সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা** |
|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৫ |
| ঢাকা | ঢাকা | ঢাকা সিটি কর্পোরেশন |
| | মুন্সিগঞ্জ | সদর, টংগীবাড়ি, শ্রীনগর,রাজদিখান ও লৌহজং |
| চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | চন্দনাইশ |
| কুমিল্লা | কুমিল্লা | সদর, সদর দক্ষিণ, দাউদকান্দি, বুড়িচং, চান্দিনা ও বড়ুরা |
| | চাঁদপুর | সদর, মতলব দক্ষিণ, হাজীগঞ্জ ও ফরিদগঞ্জ |
| রংপুর | রংপুর | মিঠাপুকুর,পীরগাছা, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, সদর, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ |
| | কুড়িগ্রাম | সদর, রাজারহাট, ফুলবাড়ি ও উলিপুর |
| | নীলফামারী | সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ |
| রংপুর | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ, সাদুল্ল্যাপুর, সুন্দরগঞ্জ ও পলাশবাড়ি |
| | লালমনিরহাট | সদর, আদিতমারী ও কালিগঞ্জ। |

| **অঞ্চল** | **জেলা** | **সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা** |
|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৫ |
| দিনাজপুর | দিনাজপুর | সদর, চিরিরবন্দর, বীরগঞ্জ, বিরল, খানসামা ও বৌঁচাগঞ্জ |
| | ঠাকুরগাঁও | সদর, পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী ও রাণীসংকৈল |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পঞ্চগড় | সদর, দেবীগঞ্জ, বোদা ও আটওয়ারী |
| | | | রাজশাহী | রাজশাহী | তানোর, বাগমারা, মোহনপুর, পবা ও দূর্গাপুর |
| | | | | নওগাঁ | সদর, বদলগাছী, মহাদেবপুর ও ধামুইরহাট |
| | | | বগুড়া | বগুড়া | সদর, শাহজাহানপুর, নন্দীগ্রাম, দুপঁচাচিয়া, শিবগঞ্জ, কাহালু ও আদমদিঘী |
| | | | | জয়পুরহাট | সদর, কালাই, ক্ষেতলাল, পাঁচবিবি ও আক্কেলপুর |
| | | | **৭ টি অঞ্চল** | **১৭ টি জেলা** | **০২ টি সিটি কর্পোরেশন ও ৭৬ টি উপজেলা** |
| ৭। | ২০২৪-২০২৫অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ | : | ১৩৪৪ লক্ষ টাকা ৩৮. | | |
| | ২০২৪-২০২৫অর্থবছরে আরএডিপি ব্যয় | : | ১২৯৩.১৭ লক্ষ টাকা ৯৬.১৫%;<br>ভৌত অগ্রগতি ৯৭.০০% | | |
| ৮। | জুন ২০২৫ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | : | ৪০৫৯.৫৯ লক্ষ টাকা | | |
| | ক) আর্থিক অগ্রগতি | : | ৮২%৬১. | | |
| | খ) অগ্রগতি ভৌত | : | ৯৩% | | |

**প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

(১) কৃষক বিপণন দল গঠন করে তাদেরকে আলুসহ অন্যান্য সংরক্ষণযোগ্য কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে আলু চাষীদের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রকল্পের এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী উপজেলাসমূহে বাঁশ, কাঠ, ইট, টিন ও আরসিসি পিলার দ্বারা ৭০৩টি ২৫'×১৫' সাইজের মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে।

(২) কৃষক প্রশিক্ষণ (আলু সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক)- ৫৩৫ ব্যাচ (১৬,০৫০ জন);

(৩) উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (আলুর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক)-১২০ ব্যাচ (৩৬০০ জন);

(৪) কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ-৮০ ব্যাচ (২৪০০ জন);

(৫) কর্মকর্তাদের-প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)-৫ ব্যাচ (১৫০ জন);

(৬) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নকারী উদ্যোক্তাগণের মাঝে-২১৬ সেট আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী বিতরণ।

(৭) কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ- ৮১টি

২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি

| ক্রঃ নং | কার্যক্রম | অর্জন |
|---|---|---|
| ০১ | প্রকল্প এলাকার অধিক আলু উৎপাদনকারী উপজেলাসমূহে ৭০৩টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ। | রংপুর বিভাগের ০৮ টি জেলায়, রাজশাহী বিভাগের ৪ জেলায় ও ঢাকা বিভাগের মুন্সিগঞ্জ জেলায় এবং কুমিল্লা জেলায় মোট ৬৭৭টি আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে; |
| ০২ | কৃষক প্রশিক্ষণ (আলু সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণ ও বিপণন কলাকৌশল বিষয়ক)-৪৫০ ব্যাচ (১৩,৫০০ জন); | কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে- ৪৪৬ ব্যাচ (১৩,৩৮০ জন) |
| ০৩ | উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (আলুর উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক)-১২০ ব্যাচ (৩৬০০ জন); | উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে- ৮৮ ব্যাচ (২৬৪০ জন) |
| ০৪ | রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ-৩৫০০ বর্গফুট; | রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ-৩৫০০ বর্গফুট সম্পন্ন হয়েছে। |
| ০৫ | আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ-২১৬ সেট। | আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও কুকিং সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ-২১৬ সেট। |
| ০৬ | আলু সংরক্ষণের মডেল ঘরের সামগ্রী ক্রয় করা<br>১. প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন-৪৫০টি<br>২. ডিজিটাল ওয়েট মেশিন-৪২২ টি<br>৩. স্প্রে মেশিন-৪২২টি<br>৪. প্লাস্টিক ক্রেট-৫০টি৬৪০,<br>৫. জাল-২১টি১০০,<br>৬. তাবু-৬৭৮টি | পেঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ মডেল ঘরের সামগ্রী<br>১. প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন-৬৭৭টি<br>২. ডিজিটাল ওয়েট মেশিন-৪২২ টি<br>৩. স্প্রে মেশিন-৪২২টি<br>৪. প্লাস্টিক ক্রেট-৫০৬৪০, টি<br>৫. জাল-২১টি১০০,<br>৬. তাবু-৬৭৮টি |
| ০৭ | কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন-৩০০টি | কুকিং ডেমোনেস্ট্রেশন আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে-২৯৭টি |
| ০৮ | মাঠ দিবস আয়োজন-৪৫০টি | মাঠ দিবস আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে-৩৩৮টি |
| ০৯ | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ- ৮১টি | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে- ৮১টি |

আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়। এ সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তাগণের মাঝে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি বিতরণ করেন জনাব নাসির-উদ-দৌলা (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, মহোদয়।

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন জনাব নাসির-উদ-দৌলা (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, মহোদয়।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নির্মিত মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন জনাব নাসির-উদ-দৌলা (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, মহোদয়।

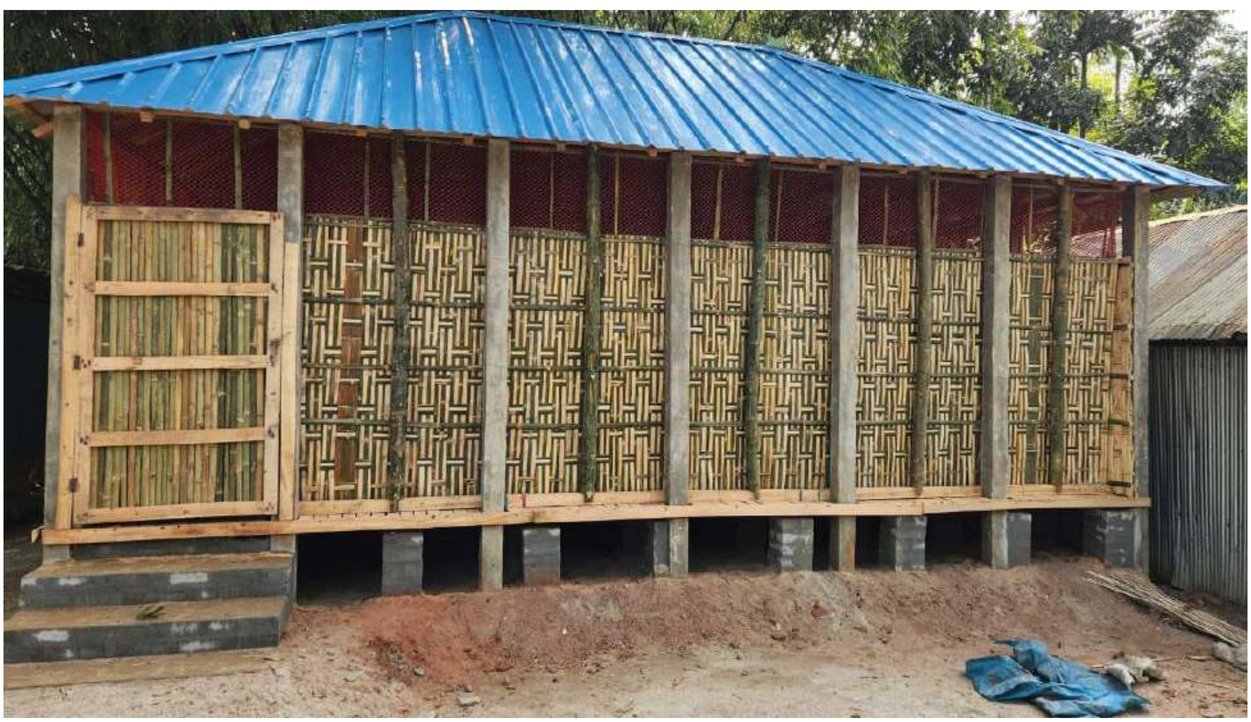

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নির্মিত আলু সংরক্ষণের অহিমায়িত মডেল ঘর।

মডেল ঘর কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংরক্ষণ সহায়ক সামগ্রী বিতরণ

## “প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ এ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার-ডিএএম অংগ)”

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | ১লা জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩০শে জুন ২০২৬। |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ৭৬০০.০০ লক্ষ টাকা। |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি, বিশ্ব ব্যাংক ও IFAD |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | : **মূল উদ্দেশ্য:**<br>১. ২০,০০০ জন কৃষি-ভিত্তিক যুবক ও মহিলা (মহিলা ৬০% এবং যুবক ৪০%) উদ্যোক্তাদের প্রমোট করা (DLI-7)।<br>২. নির্বাচিত পণ্যের (আলু, আম, কাঁঠাল, টমেটো, মিহি চাল) জন্য ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (DLI-9)।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ**<br>১. ২০,০০০ জন কৃষি-ভিত্তিক যুবক ও মহিলা (মহিলা ৬০% এবং যুবক ৪০%) উদ্যোক্তাদের প্রমোট করা (DLI-7)<br>২. নির্বাচিত পণ্যের (আলু, আম, কাঁঠাল, টমেটো, মিহি চাল) জন্য ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (DLI-9)।<br>সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ<br>১) কৃষি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০,০০০ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (১২০০০ নারী ও ৮০০০ যুবক)। উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় মেনটরিং সুবিধা প্রদান ও ভ্যালু চেইন সংক্রান্ত সেবা প্রদান (DLI-7)<br>২) ৫টি পণ্যের (আম, কাঠাল, আলু, টমেটো ও সুগন্ধী চাল) ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বডি গঠনের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন করা (DLI-9)<br>৩) কৃষক স্মার্ট কার্ড গ্রহিতাদের বাজার তথ্য ও বাজার সংযোগ সহায়তা বৃদ্ধির জন্য ই-ভাউচার সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি আইসিটি নির্ভর বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (DLI-5 and 10)<br>৪) ৫০০টি অংশীজন সংস্থাকে 'উত্তম কৃষি চর্চা'র আওতায় এনে আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নীতকরন ও প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা (DLI-1 and 6)<br>৫) কৃষিপন্য বাজারজাতকরণের লজিস্টিক্স ও অবকাঠামো আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষকের আয় ৩০% বৃদ্ধি করা ও ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস করা (DLI-8) |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ২০৮টি উপজেলা (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ উপজেলা) |
| ৭। | ২০২৪অর্থবছরে ২০২৫- আরএডিপি বরাদ্দ | : | ৫১১৪.০০ লক্ষ টাকা |
| | ২০২৪অর্থবছরে ২০২৫- আরএডিপি ব্যয় | : | ১২৯৩.১৭ লক্ষ টাকা ৯৬.১৫%;<br>ভৌত অগ্রগতি ৯৭.০০% |
| ৮। | জুনমাস পর্যন্ত ২০২৫ , ক্রমপুঞ্জিতঅগ্রগতি | : | ৪৪০৮.০০ লক্ষ টাকা |
| | কআর্থিক অগ্রগতি ( | : | ৮৬.১৮% |
| | খভৌত অগ্রগতি ( | : | ৯০.০০% |

## প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১। কৃষি ব্যবসায়ে যুবক ও নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সারাদেশে ২০,০০০ (নারী-১২,০০০ জন এবং যুবক-৮০০০ জন) জনকে অন-দ্যা-জব প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান।

২। উদ্যোক্তাদের কৃষি ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে যন্ত্রপাতি ও প্রকল্প অনুদান প্রদান যেখানে ৭০ শতাংশ প্রকল্পে থেকে এবং ৩০ শতাংশ উদ্যোক্তা নিজে অর্থায়ন করবে।

৩। ২০০টি উপজেলায় ইনপুট সেবা, কালেকশন পয়েন্ট, প্যাকেজিং ও ওয়াশিং, পরামর্শ সুবিধাসহ ‘পার্টনার ফার্মার্স হাব’তৈরি;

৪। কৃষিপণ্য সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীদের ৫০০ টি স্টেকহোল্ডার অর্গানাইজেশন গঠন করা;

৫। ৫টি কৃষি পণ্যের (আম, আলু, কাঁঠাল, টমেটো ও সুগন্ধি চাল) স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্লাটফর্ম গঠনের নীতিমালা তৈরি এবং পরিচালনা করা;

৬ । বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (৮১টি শস্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার, ৬০টি পাইকারী বাজার মেরামত সংস্কার ও সংস্কার ও 6টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ)।

## ২০২৪-২৫ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ

১। আঞ্চলিক বিপণন কর্মশালা ১টি/১
২। সম্ভাব্য কৃষি উদ্যোক্তা বাছাইয়ের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ কর্মশালা -৬৪ টি/৬৪ টি
৩। মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম গঠন এবং পরিচালনার জন্য সেমিনার -২৪টি/২৪ টি
৪। বাজার কারবারীদের বিজনেস স্কুল গঠন-৪০০টি/৪০০ টি
৫। অন-দ্যা জব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম-১২০ ব্যাচ/১২০ ব্যাচ
৬। অন্যান্য স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম- ৮ ব্যাচ/৮ ব্যাচ
৭। অফিসার ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ- ৪৬ ব্যাচ/৪৬ ব্যাচ
৮। পার্টনার ফার্মার্স মার্কেটিং হাব - (প্যাকিং এবং
ওয়াশিং সুবিধা সহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার)-২০ টি /১০ টি।
৯। শস্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার ২১টি /২০ টি।

## শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর |
| ২. | **বাস্তবায়নকাল** | : | জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ |
| ৩. | **প্রাক্কলিত ব্যয়** | : | ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা |
| ৪. | **অর্থায়নের উৎস** | : | জিওবি |
| ৫. | **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** | : | **মুল উদ্দেশ্যঃ**<br>কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।<br>**সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (কম্পোনেন্ট-২)**<br>● কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে শস্য গুদাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭৭১০ মেটন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা : ;করা<br>● শস্য বপন মৌসুমে স্বল্পমূল্যেসহজে উন্নত বীজ সরবরাহের , লক্ষ্যে ৪১টি গুদামে বীজ সংরক্ষণ ও বীজ প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বীজ ব্যবসায় সহায়তা প্রদান;<br>● সফটওয়ার তৈরির মাধ্যমে কার্যক্রমভুক্ত ৭৯টি গুদাম ডিজিটাল নেটওয়ার্কভুক্ত করা এবং<br>● প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৫৯৫ জন কৃষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের গুদাম সংরক্ষণ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিষয়ে সহায়তা প্রদান। | | | |
| ৬. | **প্রকল্প এলাকা** | : | ২৭টি জেলা ও ৬ টি উপজেলা ৭৯টি গুদাম (পরিশিষ্ট-ক) | | | |
| ৭. | **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি** | : | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ২০২৩২০২-৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি) (লক্ষ টাকায়) | ২০২৩-২০২৪অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি লক্ষ ) (টাকায় |
| | | | ৪৯০০.০০ | ২০৬.০০ | ১৬২.০০ (৭৮.৬৪%) | ১৬২.০০ (৭৮.৬৪%) |

## প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১। গুদাম রক্ষক সতেজক প্রশিক্ষণ – ২ ব্যাচ (৩২ জন)।
২। কৃষক প্রশিক্ষণ (ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগীর প্রশিক্ষণ ৫২ ব্যাচ (১৫৬০ জন)।
৩। গুদাম উপদেষ্টা কমিটি সতেজক প্রশিক্ষণ – ২৫ ব্যাচ (১২৫ জন)।
৪। অগ্নীনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ – ৭ ব্যাচ (১৪০জন)।
৫। ১ (এক) টি পরিবহন সেবা (এসইউভি) সংগ্রহ।
৬। ৮১ জন আউটসোসিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।

## ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতিঃ

১। ডিপিপি মোতাবেক আসবাবপত্র, ফ্রীজ, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার মেশিন, ঔষধ স্প্রে মেশিন, এয়ারকন্ডিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা, আইপিএস ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে।
২। স্থানীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে।
৩। গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স কোর্স ২ ব্যাচ (১৬×২ = ৩২ জন) সম্পন্ন হয়েছে।
৪। গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক প্রশিক্ষক ২৫ টি গুদামের ২৫ ব্যাচ (২৫×৫ জন = ১২৫ জন) সম্পন্ন হয়েছে।
৫। ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ ৫২ টি গুদামে ৫২ ব্যাচ (৫২×৩০ জন = ১৫৬০জন) সম্পন্ন হয়েছে।
৬। অগ্নী নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ (৭ × ২০ জন = ১৪০ জন) সম্পন্ন হয়েছে।
৭। ৮১ জন জনবল (আউটসোসিং এর মাধ্যমে) নিয়োগ ও পদায়ন সম্পন্ন হয়েছে।
৮। ১ টি পরিবহন সেবা (SUV) সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

### (ক) শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকেল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো চলমান ৭৯টি গুদামের প্রান্তিক/ক্ষুদ্র/মাঝারী/কৃষি উদ্যোক্তা/কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি তথা ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণ সুবিধা, স্থানীয়ভাবে খাদ্য ও বীজের সহজ প্রাপ্যতা, সফটওয়ারের মাধ্যমে শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ এবং প্রায় ৫৫৯৫ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গুদাম ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা । চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজ উৎপাদিত শস্য (খাদ্য/বীজ) সংরক্ষণ ও আপদকালীন বিক্রয় হ্রাস, ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিভাবে স্বচ্ছল করে তোলা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত করে প্রাকৃতিক উপায়ে গুদামে খাদ্য ৬ মাস ও বীজ ৯ মাস পর্যন্ত গুদামজাত করার ব্যবস্থা করে দেয়া।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গুদাম রক্ষক রিফ্রেসার্স কোর্স ২ ব্যাচ (১৬ X ২)= ৩২ জন, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সতেজক ২৫ ব্যাচ (২৫ X ৫)= ১২৫ জন, ক্ষুদ্র কৃষক দলনেতা/সুবিধাভোগী ৪৯ ব্যাচ (৪৯ X ৩০)= ১৪৭০ জন এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ (৬ X ২০)= ১২০ জন সহ মোট ৮২ ব্যাচে ১৭৪৭ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ১৩টি দরপত্রের মাধ্যমে ৭৯টি গুদামে ব্যবহারের জন্য ৭৯টি ময়েশ্চার মিটার, ৭৯টি ফিউমিগেশন সীট, ৭৯টি ডিজিটাল ওজন মাপক যন্ত্র, ৭৯টি ইলেকট্রিক সাইন বোর্ড, ৭৯টি ঔষধ স্প্রে মেশিন, ১৫টি গুদামের বীজ ক্লিনিং এন্ড গ্রেডিং মেশিন, ২২টি সুইং মেশিন, ৪০টি গুদামে ৮০০০০ পিচ বস্তা, ৪১টি গুদামে গবেষণা সরঞ্জামাদি, ৮১টি কম্পিউটার ক্রয় এবং ১০টি স্বল্প মূল্যের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মালামাল গুদামে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, প্রকল্প কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবারাহ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৭৭১০ মে.টন খাদ্য শস্য যথাপোযুক্তভাবে গুদামে সংরক্ষণ, ৪১টি গুদামে বিশেষ পদ্ধতিতে গুদাম আওতাভূক্ত কৃষকদের বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্যাকেটজাতকরণের সুবিধা এবং প্রায় ৫৫৯৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র :**

**রংপুর** | **মানিকগঞ্জ**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

PM-450
KETT ELECTRIC LABORATORY

"শস্য গুদাম আধুনিকীকরণ ও ডিজিটালাইজেশন" প্রকল্পের মাগুরা অঞ্চলের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

ময়দানদিঘী গুদাম, বোদা, পঞ্চগড়

প্রশিক্ষণ

**(খ) ক্লোড স্টোরেজ স্থাপন, কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন**

বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষকয়ে কোন হিমাগার না থাকায় কৃষক রাপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে চলেছে। একটি হিমাগার নির্মাণে কোটি টাকা উর্দ্ধে বিনিয়োগ করতে হয়। যা আমাদের দেশের কৃষকদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখার মাধ্যমে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য ২২টি বিশেষায়িত হিমাগার নির্মাণের পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যা অনুমোদনে জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিশেষায়িত আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ীউদ্যোক্তা ,, রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের জন্য কৃষিপণ্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানসহ সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সুবিধা প্রদান করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

**উদ্দেশ্যসমূহ:**

- কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২২টি আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের মাধ্যমে মৌসুমভিত্তিক ১১০০ মে.টন কৃষিপণ্য সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি;
- কেন্দ্রীয়ভাবে তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রিত **২২**টি ডিজিটালাইজড সংরক্ষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে বিপণন সুবিধা প্রদান এবং
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৬৩২০ জন কৃষক ও এতদসংশ্লিষ্ট অংশীদারগণকে কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

**০১। পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্রান্ডিং ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ০১। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) |
| ০২। | বাস্তবায়নকাল | : | ০১ জুলাই, ২০২৩ হতে, ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত। |
| ০৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | মোট :১৭৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৪। | অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়) | : | জিওবি :১৩৫.০০ লক্ষ টাকা |
| ০৫। | কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য | : | কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সরাসরি অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নত টেকসই বিপণন ব্যবস্থা তৈরীর মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্রতা দূর করা। এছাড়াও কর্মসূচির সুনির্দিষ্ঠ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ<br>১। কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা;<br>২। কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এবং প্রক্রিয়াজাতকারী পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;<br>৩। পেয়ারার সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) হ্রাস;<br>৪। কর্মসূচি এলাকায় পেয়ারা প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা;<br>৫। দরিদ্র নারীদের কৃষি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;<br>৬। উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, ভোক্তা ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে বাজার সংযোজ সৃষ্টি করা;</td></tr>
<tr><td>০৬।</td><td>কর্মসূচি এলাকা</td><td>:</td><td colspan="3">বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">০৭।</td><td rowspan="2">কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="2">:</td><td>২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>কর্মসূচি শুরু থেকে ৩০ শে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>১৩৯.০০ (২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৩৯.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৯.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়)</td><td>৯৭.৮৩ (৭০.৩৮%)</td><td>১৩৩.২৯ (৭৬.১৭%)</td></tr>
</table>

# মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো

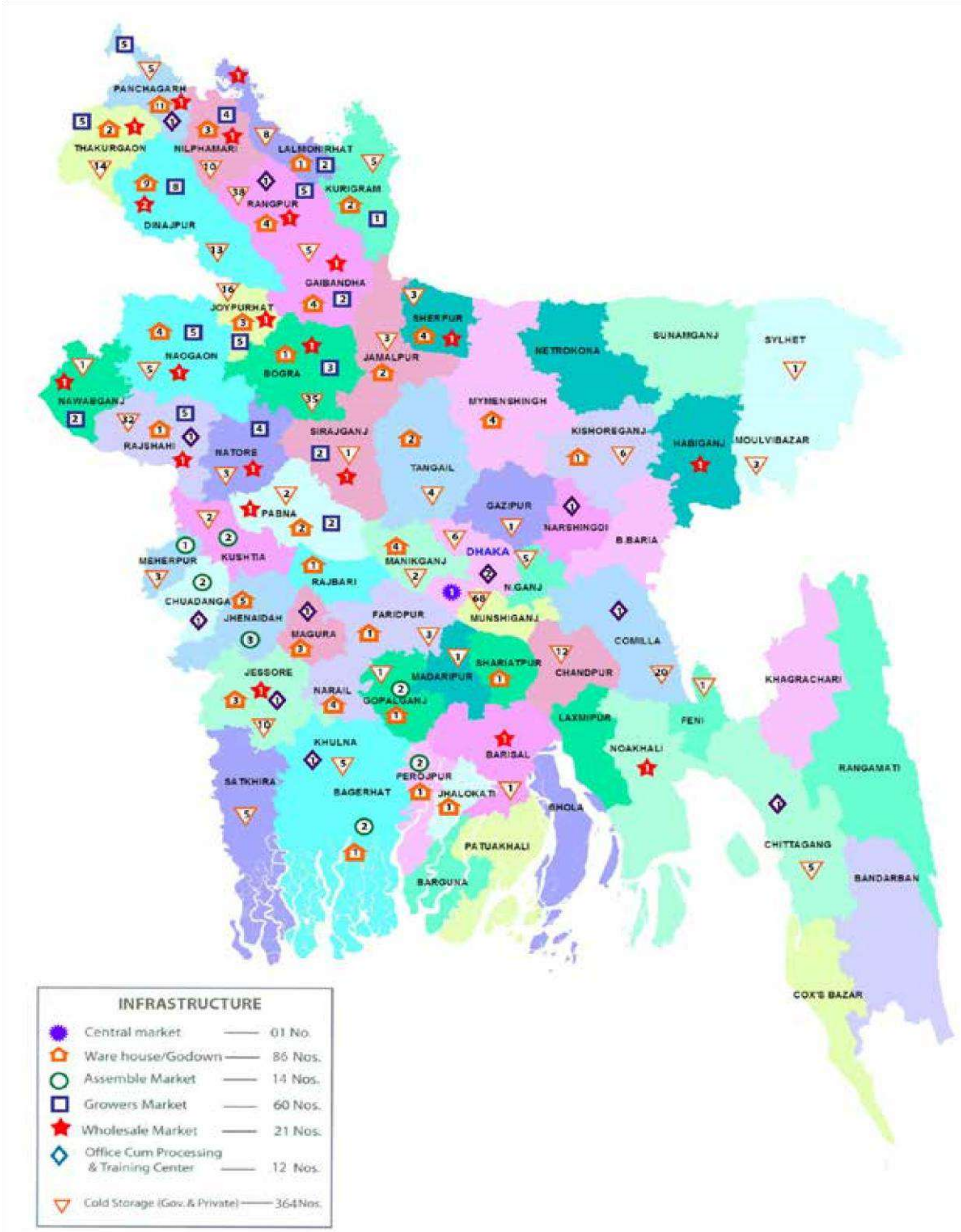

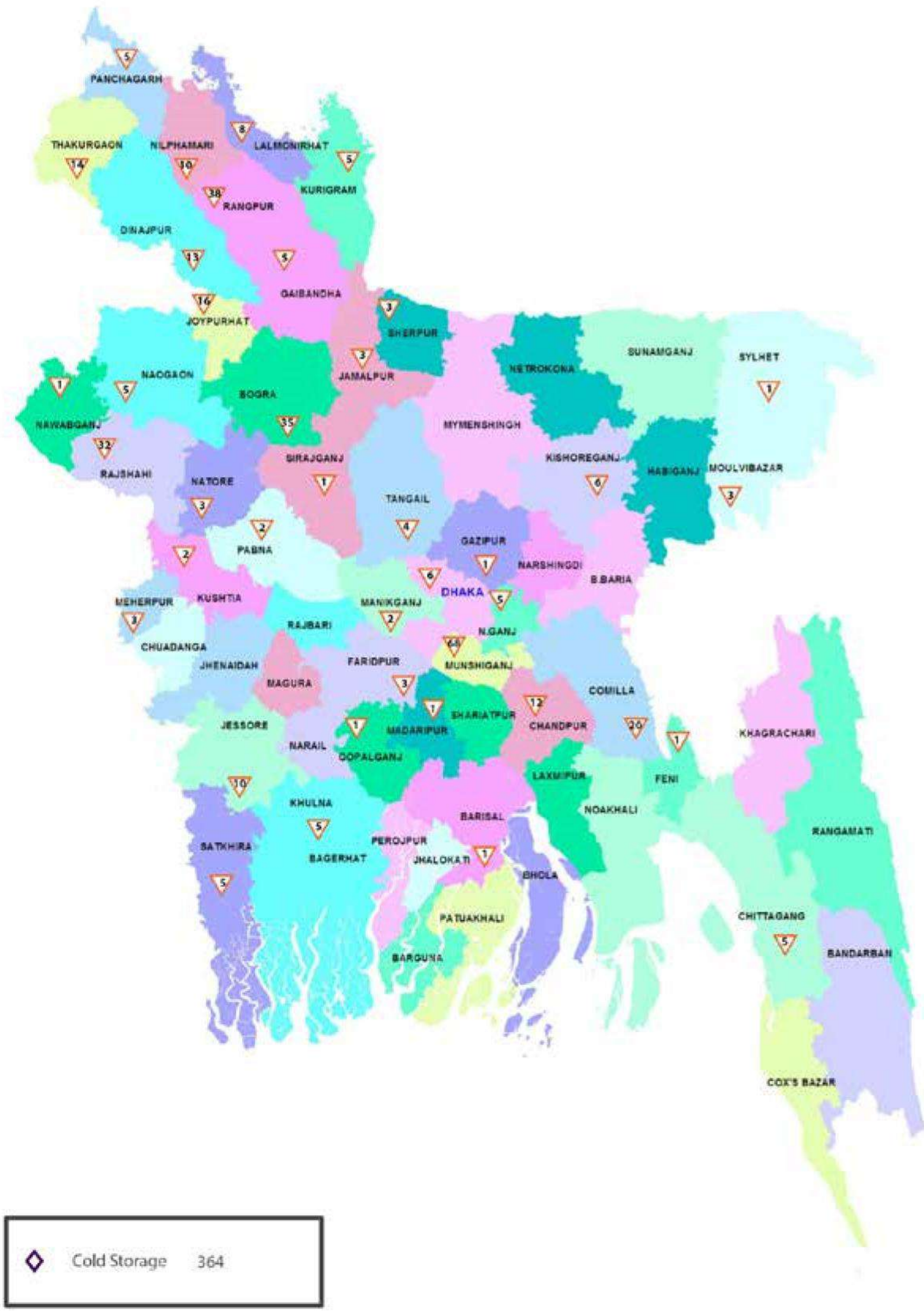
PANCHAGARH
5
THAKURGAON
14
NILPHAMARI
10
8
LALMONIRHAT
5
KURIGRAM
38
RANGPUR
DINAJPUR
13
5
GAIBANDHA
16
JOYPURHAT
3
SHERPUR
3
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
1
NAOGAON
1
5
BOGRA
35
NAWABGANJ
32
RAJSHAHI
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
6
3
SIRAJGANJ
1
NATORE
3
TANGAIL
4
2
PABNA
2
GAZIPUR
1
NARSHINGDI
B.BARIA
6
DHAKA
5
MEHERPUR
3
KUSHTIA
MANIKGANJ
2
RAJBARI
N.GANJ
66
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
3
COMILLA
1
12
SHARIATPUR
CHANDPUR
20
1
KHAGRACHARI
JESSORE
1
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
10
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
NOAKHALI
5
BARISAL
PEROJPUR
RANGAMATI
SATKHIRA
BAGERHAT
JHALOKATI
1
BHOLA
5
PATUAKHALI
CHITTAGANG
5
BANDARBAN
BARGUNA
COX'S BAZAR
Cold Storage 364

| | | |
|---|---|---|
| ◇ | Office cum Processing & Training Center | 12 |

Cold Storage

MARKET INFRASTRUCTURES